কল্পনা-কল্লোল

উপন্যাস

কল্পনা-কল্লোল

উপন্যাস

কলির কন্দর্প

স্থখের বাসর

শ্রীবঙ্কুবিহারী ধর-সম্পাদিত

CALCUTTA
The Bengal Medical Library
201, CORNWALLIS STREET.
1914

 [মূল্য ।৵৹ আনা।

Calcutta

PUBLISHED BY BUNKU BEHARY DHUR
FROM THE "BOSUDHA AGENCY"
22, Fakir Chand Chackraburtty's Lane.

Printed by Abdul Goffur
"AT THE NEW BRITANNIA PRESS."
78, Amherst Street.

ILLUSTRATED BY SRIJUT PREO GOPAL DASS.

1914.



অমৃতময়ীর কলির কন্দর্প পূজা

কল্পনা-কল্লোল

কলির কন্দর্প

(বিচিত্র গুপ্তকথা)

প্রথম রঙ্গ

এ কে ?

প্রতাপচাঁদী হুজুগের ৭। ৮ বৎসর পূর্ব্বে কাটোয়ার গঙ্গাতীরে একজন সন্ন্যাসী থাকিত। তাঁহার বয়ঃক্রম কত, লোকে তাহা অনুমান করিতে পারিত না। মাথায় জটা ছিল না, স্ত্রীলোকের মত দীর্ঘ কেশ পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত; ওষ্ঠে অল্প অল্প গোঁপের রেখা, চিবুক লোমাবলী শূন্য। সন্ন্যাসীর বর্ণ কিরূপ, তাহা জানা যাইত না; সর্ব্বক্ষণ হরিদ্রাবর্ণ ভস্মে দেহ আবৃত থাকিত। চেহারা সুন্দর;—হস্তপদ সুডৌল, বক্ষদেশ পূরস্ত, কটিদেশ কৃশ, চক্ষু বড় বড়, নাসিকা সরল, ললাট প্রশস্ত; ললাটে ভস্মলেপের উপরিভাগে রক্তবর্ণ দীর্ঘ ফোঁটা, দুটী নয়নের কোলে কোলেও ধনুকাকার রক্তবর্ণ রেখা। কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ ছিল না, অন্য কোন প্রকার মাল্যও ছিল না, ভক্তেরা এক এক দিন পুষ্পমাল্য উপহার দিত, তাহাতেই দিব্য শোভা হইত। দেহ সর্ব্বদা ভস্মাবৃত থাকিলেও, শরীরের লাবণ্য দর্শনে ...রা স্থির করিয়াছিল, নবীন সন্ন্যাসী, বয়সে ২৪। ২৫ বৎসরের অধিক

বলিয়া বোধ হইত না। কেহ কেহ বলিত, অনেক বেশী; যোগবলে যুবা দেখায়।

সন্ন্যাসীরা সচরাচর সম্মুখে ধুনী জ্বালাইয়া, অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে বসিয়া বসিয়া গাঁজা খায়; এ সন্ন্যাসী গাঁজা খাইত না, কিন্তু অষ্টপ্রহর ধুনী জ্বালিত। আংটা, চিমটা, শৃঙ্খল, কমণ্ডলু এই সকল আসবাব সঙ্গে ছিল, উ[illegible]ব্যবহার কেহ দেখিতে পাইত না। দিনমানে সন্ন্যাসীর স্নান ছিল না, আহার ছিল না, শয়ন ছিল না, স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্রে উঠিয়া যাওয়াও ছিল না, যোগাসনে বসিয়া, অঞ্জলিবদ্ধ করদ্বয় বক্ষস্থলে রাখিয়া, সন্ন্যাসী ধ্যান করিতেছে, ইহাই সকলে দেখিত।

সন্ন্যাসীর পরিধান কখনো গৈরিক বসন, কখনো মৃগচর্ম্ম, কখনো শুভ্র বস্ত্র। এখনকার সাধুসন্ন্যাসীতে যাহাদের বিশ্বাস নাই, সেই সন্ন্যাসীর ভাব দেখিয়া, তাহারা পরস্পর বলাবলি করিত, এ কে?

দিবাভাগে সন্ন্যাসীর আশ্রয়স্থান কোথায় ছিল? একটী প্রাচীন পাকুড় বৃক্ষ; সেই বৃক্ষের তলদেশে একখানি চতুস্কোণ ব্যাঘ্রচর্ম্ম, তাহার উপরেই সন্ন্যাসীর অধিষ্ঠান। নয়নদ্বয় এক এক সময়ে নিমীলিত, এক এক সময়ে উন্মীলিত, এক এক সময়ে অর্দ্ধ নিমীলিত; যেন ঠিক মহাদেবের ত্রিনয়নের ন্যায় ঢুলু ঢুলু।

রাত্রিকালে সন্ন্যাসীর বাসস্থান কোথায় ছিল? বৃক্ষতলেই কি নিশা যাপন হইত?—না,—সেই পাকুড় বৃক্ষের প্রায় শতহস্ত দূরে মেলাস্থলের মৃন্ময় পুত্তলিকাগণের অবস্থান যোগ্য দীর্ঘ দীর্ঘ চালা ঘরের আকারে একখানা চালা ছিল, ভিতরে ভিতরে বেড়া দেওয়া খুব্‌রী খুব্‌রী ঘর; সেই সকল ঘরের একটী ঘরে সন্ন্যাসী গিয়া বসিত। রাত্রি এক প্রহরের পর সন্ন্যাসীর গঙ্গাস্নান হইত, তাহার পর এক প্রহরান্তে দুই সের আড়াই সের দুগ্ধ পান। সন্ন্যাসীর দুইজন চেলা ছিল; স্নানের সময় এবং দুগ্ধপানের সময় সেই চেলারা ভিন্ন আর কেহ নিকটে থাকিত না।

গ্রামবাসী ২।১ জন ডাংপিটে ছোক্‌রা রহস্য জানিবার জন্য নিকটবর্ত্তী বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত লুকাইয়া থাকিত, জ্যোৎস্না রজনীতে সন্ন্যাসীর স্নানের সময় তাহারা দেখিয়াছিল, কার্ত্তিকের মত রূপ, দিব্য গৌরবর্ণ, যেন একটী রাজপুত্র। ঐরূপ দেখিয়া লোকের কাছে তাহারা বলিত, এ তো সন্ন্যাসী নয়, এ কে?

গ্রাম্যলোকের মুখে শুনা যাইত, ঐ সন্ন্যাসী প্রায় দুই [illegible] এইভাবে এখানে আছে। নিত্য প্রাতঃকালে যাঁহারা গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন, স্নানান্তে সকলেই তাঁহারা সন্ন্যাসীকে দর্শন করিতেন, প্রণাম করিতেন, মিষ্টান্ন ভোগ দিতেন; ভোগের বস্তু সন্ন্যাসী গ্রহণ করিতেন, কিন্তু দাতারা চলিয়া যাইবার পর সেই বস্তুগুলি তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকা-গণকে বিতরণ করিয়া মনের আনন্দে হাস্য করিতেন। কেহ তাঁহাকে নগদ পয়সা প্রণামী দিতে আসিলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন না। যাঁহারা তাঁহার প্রতি ভক্তি দেখাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে স্ত্রীলোক অধিক, ইহা জানিয়া রাখা আবশ্যক। আরো প্রকাশ পাইয়াছিল, দুই বৎসরের মধ্যে সন্ন্যাসী একদিনও কাহারো সহিত একটীও কথা কহেন নাই। ঠারে ঠোরে ইসারায় যাঁহারা তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিতেন, তাঁহারাই তাঁহার ইচ্ছাপূরণ করিতে যত্নবান্ হইতেন। রাত্রিকালে চেলাদের সহিত কথা হইত কিনা, চেলারাই তাহা জানিত; তাহারাও কাহারো কাছে কিছু বলিত না।

সন্ন্যাসীর আর একটী আশ্চর্য্য কার্য্যের কিম্বদন্তী আছে। দিবাভাগে তিনি বৃক্ষতলে থাকিতেন, নিশাকালে কুটিরবাস করিতেন; দুই এক মাস অন্তর কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইতেন, কেহই জানিত না; এক সপ্তাহ পরে, কখনো বা দুই সপ্তাহ পরে ফিরিয়া আসিয়া সন্ন্যাসী আবার পূর্ব্ববৎ যোগাসনে বসিতেন। লোকে জানিত, সন্ন্যাসী নিঃসম্বল, বাস্তবিক তাহাই সাধারণ সিদ্ধান্ত; কিন্তু এই সন্ন্যাসী প্রতি মাসের

পূর্ণিমা তিথিতে প্রচুর খাদ্য সামগ্রী আয়োজন করিয়া গ্রামের ব্রাহ্মণ-গণকে; সধবাগণকে এবং কুমারীগণকে পরিতোষরূপে ভোজন করাই-তেন। সন্ন্যাসীর দান গ্রহণ করিতে নাই, সন্ন্যাসী ঐরূপে মাসে মাসে ভোজ্য দান করিতেন। অস্বীকার করিলে সন্ন্যাসী পাছে কোপাবিষ্ট হন, সেই ভয়ে কেহই তাঁহার নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন না; অথচ ঐরূপ কিছু কিছু অর্থ দান করিবার ইচ্ছা করিলে সন্ন্যাসী তাহা গ্রহণ করিতেন না।

আর একটা নিগূঢ় রহস্য। মাসের মধ্যে দু'এক দিন মালকোছা করা কাপড় পরা এক একজন লোক সেই পাকুড় বৃক্ষতলে আসিয়া সন্ন্যাসীর সম্মুখে দাঁড়াইত, অচঞ্চল দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া চলিয়া যাইত, একটীও কথা কহিত না। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে যিনি সেইরূপ আগন্তুক লোকের পায়ের জুতার দিকে চাহিয়া দেখিতেন, তিনি বুঝিয়া লইতেন, পুলিশের লোক। জুতা ভিন্ন অন্য কোন লক্ষণে পুলিশের লোক বলিয়া চেনা যাইত না। জুতা দেখিয়া যিনি চিনিতেন, তিনি মনে মনে ভাবিতেন, এ কে?

দ্বিতীয় রঙ্গ

তোমরা কি চাও ?

সন্ন্যাসী কাহারো সহিত কথা কহিতেন না, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। গঙ্গাস্নানের সময় যে সকল স্ত্রীলোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে যেগুলি দিব্য সুন্দরী, যেগুলি পূর্ণ যুবতী, যেগুলির অঙ্গে দিব্য দিব্য বস্ত্রালঙ্কার, আড়ে আড়ে তিনি তাঁহাদের মুখের দিকে বক্র নয়নে কটাক্ষপাত করিতেন; দুই তিনটী সুন্দরীর উপরেই তাঁহার কিছু অধিক লক্ষ্য। সুন্দরীরা সন্ন্যাসীর অনুগ্রহ মনে করিয়া কৃতার্থ হইতেন, শুভদৃষ্টি লাভে তাঁহাদের ভাগ্যে শুভফল ফলিবে, ইহাই স্থির করিয়া, তাঁহারা আরো অধিক ভক্তিভাবে গলবস্ত্র হইয়া সন্ন্যাসীর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেন। এটী হইল এক বৎসর পরের কথা। সন্ন্যাসী দুই বৎসর আছেন, প্রথম বৎসরে তাঁহার ঐরূপ দৃষ্টিচাঞ্চল্য ছিল না, দ্বিতীয় বৎসরের প্রারম্ভেই সর্ব্বপ্রথম ঐরূপ সূচনা।

এইভাবে কিছুদিন গত হইলে পর, একদিন একটী সুন্দরী সর্ব্বশেষে গঙ্গাস্নান করিয়া, সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া, একাকিনী গৃহে যাইতেছিলেন, সন্ন্যাসীর নিশাবাসের সন্নিকটে এক জন চেলাকে তিনি দেখিতে পান; নির্জ্জন স্থান, কথা কহিবার দিব্য সুযোগ, তথাপি সেই কামিনী একটু সন্ত্রস্তনেত্রে এদিক ওদিক চাহিয়া, আরো একটু নির্জ্জনে সন্ন্যাসীর সেই চেলাটীকে ডাকিয়া লইয়া কি গুটিকতক কথা বলিলেন; চেলা কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর করিল, "আজ আপনি সে তত্ত্ব জানিতে পারিবেন না, কল্য আপনাকে বলিব।"

কামিনী বলিলেন, "কল্য আমি তোমাকে কোথায় দেখিতে পাইব ?"

চেলা উত্তর করিল, "আপনি কখন আসিবেন, তাহা যদি আমি জানিতে পারি, তবে ঠিক এইখানেই আমাকে দেখিতে পাইবেন।"

আশাকে বুকে রাখিয়া কামিনী সেদিন হৃষ্টান্তঃকরণে গৃহে গমন করিলেন। কোন প্রকার আতঙ্কে লোকের যেমন হৃৎকম্প হয়, আকস্মিক [illegible]ও সেইরূপ হইয়া থাকে ; আনন্দে আনন্দে কামিনীর কোমল হৃদয় ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল ; গৃহকর্ম্মে মন গেল না, কাহারো কথায় কাণ গেল না, অভ্যাসমত প্রতিবেশিনীদের সহিত গল্প করাও ভাল লাগিল না, মন সর্ব্বক্ষণ চঞ্চল ;—দুর্ভাবনায় চঞ্চল নহে, আশার আশ্বাসে সুখের অভিলাষে চঞ্চল। সূর্য্যদেব কাহারো অপেক্ষায় একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকেন না, কে হাসিতেছে, কে কাঁদিতেছে, কে কি ভাবিতেছে, কে কোথায় কাহার জন্য হাঁ করিয়া পথ চাহিয়া আছে, তাহাও দেখিবার জন্য অপেক্ষা করেন না, নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রস্থান করেন। দেখিতে দেখিতে দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন, আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ উদয় হইল, অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল, আশাবতী যুবতী শীঘ্র শীঘ্র গৃহকার্য্য সমাপন করিয়া শীঘ্র শীঘ্র শয়ন করিলেন। কিসের জন্য শয়ন ?—নিদ্রাসুখ সম্ভোগের জন্য ?—না,—নিদ্রাদেবীর আরাধনার জন্য নহে, আশা-কুহকিনীর ছলনায় চিন্তাদেবীর উপাসনা করিবার জন্য। কিসের চিন্তা ?—কতক্ষণে রজনী প্রভাত হইবে, কতক্ষণে যোগীবরের অনুচরের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, যোগীবরের সেই অনুচর কি কথা বলিবে, মনের অভিলাষ কি প্রকারে সুসিদ্ধ হইবে, শয্যায় শয়ন করিয়া অনুক্ষণ কেবল তাহাই চিন্তা। চিন্তায় চিন্তায় যামিনীর অবসান ; চিন্তাশীলা একটী বারও চক্ষের পাতা বুজিতে পারিলেন না।

এই স্থানে সেই কুল কামিনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় দান করা আবশ্যক বোধ হইল। কামিনীটী পিত্রালয়ে বাস করেন, পিতা ধনবান্ ছিলেন,

সংসারে সুখের অভাব ছিল না। পরিবারের মধ্যে বিবাদ কলহ ছিল না, নিত্য নব নব সুখ, নব নব আনন্দ। মাতাপিতা উভয়েই ইহসংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, সহোদর নাই, কেবল ছোট ছোট দুটী ভগ্নী। বাড়ীতে অপর পরিবার যাঁহারা আছেন, তাঁহারা এই কামিনীটার প্রিয়-কার্য্য সাধনে নিরন্তর যত্ন করেন। কামিনীর নাম অমৃতময়ী। কুলিন ব্রাহ্মণের কন্যা, নবম বর্ষ বয়ঃক্রমে বিবাহ হইয়াছে, স্বামী দ[illegible] কুলিনপুত্র বলিয়া তাঁহার শ্বশুর তাঁহাকে নিজ বাড়ীতেই স্থান দিয়াছিলেন; তদবধি সেই জামাইটী ঘরজামাই। অমৃতময়ীর বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ; স্বামী ঘরজামাই, বিবাহের পর হইতেই শ্বশুর বাড়ীতে আছেন, কাজ কর্ম্ম কিছুই করেন না, কাজ কর্ম্ম করিবার যোগ্য লেখাপড়াও শিক্ষা হয় নাই, সুতরাং তাশ—পাশা খেলিয়াই দিন কাটান; অমৃতময়ী কিন্তু তাহাকে কিছু মাত্র অযত্ন করেন না; তাঁহার পতিভক্তি বিলক্ষণ। অমৃতময়ী সকল সুখের অধিকারিণী, পতিটী মূর্খ, নিষ্কর্ম্মা কেবল এই মাত্র দুঃখ। আর একটী প্রবল দুঃখ—অমৃতময়ীর সন্তান হয় নাই। সন্তানকামনায় তিনি বহু দেবদেবীর পূজা করেন, পুত্রলাভের ব্রত করেন, মানসিক করিয়া পীঠ স্থানে পূজা মানেন, মহাপুরুষ দেখিলে ভক্তি পূর্ব্বক সেবা করেন, ইহাই তাঁহার নিত্যকর্ম্ম। বাড়ীর নিকটস্থ গঙ্গাতীরে মহাপুরুষ রহিয়াছেন, তিনি যদি কৃপা করিয়া অভিষ্ট সিদ্ধ করিয়া দেন, সেই বাসনায় অমৃতময়ী সেই সন্ন্যাসীর চেলার সহিত দেখা করিয়া আসিয়াছেন, রজনী প্রভাত হইলেই বাসনার ফলাফল জানিতে পারিবেন, সেই আশাতেই সমস্ত রজনী জাগরণ করিলেন, সেই চিন্তাতেই নিদ্রা হইল না।

রজনী প্রভাত হইল। শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অমৃতময়ী গঙ্গাস্নানে যাইবার আয়োজন করিলেন। মনে আবার কি ভাবের উদয় হইল, শয়ন কক্ষের গবাক্ষে বসিয়া সূর্য্যপানে চাহিয়া রহিলেন। নিত্য নিত্য প্রাতঃস্নান করা তাঁহার অভ্যাস; সে দিন তবে সে অভ্যাসের

অন্যথা হইল কেন ? অমৃতময়ী ভাবিলেন, পাঁচ জনের সহিত স্নান করিতে গেলে, পাঁচ জনের সহিত ফিরিয়া আসিতে হইবে, চেলার সঙ্গে দেখা করিবার সুযোগ ঘটিবে না ; বিশেষতঃ যে সময়ে দেখা হইবার কথা, ঠিক সেই সময়ে দেখা করা চাই ; প্রাতঃস্নান করিলে সে কথা রক্ষা হইবে না। গতকল্য যেমন সর্ব্বশেষে গিয়াছিলেন, আজিও একটু বেলা করিয়া সেইরূপে[illegible]র শেষে একাকিনী যাইবেন, সেই সঙ্কল্পই স্থির।

বেলা একপ্রহর। অমৃতময়ী গঙ্গাস্নানে চলিলেন, সঙ্গে কেহই রহিল না ;—একাকিনী। পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল, বুকের ভিতর বেগবতী আশা। গঙ্গাস্নান করিয়া, সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া, আশাবতী ধীরে ধীরে পূর্ব্বকথিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন।

সন্ন্যাসীর সেই চেলাটীর নাম শ্যামলাল। পূর্ব্বদিবসের অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া শ্যামলাল ঠিক সেই স্থানে দাঁড়াইয়াছিল। সমীপবর্ত্তিনী হইয়া অমৃতময়ী সংশয়-কম্পিত কণ্ঠে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারিবে কি ?"

শ্যামলাল বলিল, "পারিব।"

দুই জনেরই চুপি চুপি কথা, ইহা আর বলিয়া দিবার আবশ্যক নাই।

অমৃতময়ী আরো চুপি চুপি একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্যামলাল বলিল, "ইনি কোন প্রকার রোগের ঔষধ দেন না ; রোগ ভাল করিতে পারি বলিয়া, লোকের কাছে আত্মশ্লাঘাও করেন না। যে সকল সন্ন্যাসী পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, লোক ঠকাইয়া পয়সা উপার্জ্জনের আশা করে, তাহারাই ঝুলির ভিতর হইতে একটা শিকড় কিম্বা পাঁচ রকম গুঁড়া বাহির করিয়া দেয় ; তাহাতে লোকের কোন উপকার হয় না, সন্ন্যাসীদের লাভ হয়। তবে হাঁ, এক এক জন মহাপুরুষ আছেন, তাঁহারা ঔষধ দেন না, রোগীর গায়ে হাত বুলাইয়া রোগ আরাম করেন ; কখনো বা

শান্তনয়নে রোগীর নয়ন নিরীক্ষণ করিয়া, রোগীকে উঠিয়া বসিতে বলেন, রোগী তৎক্ষণাৎ নিরাময় হইয়া স্বাভাবিক ভাব ধারণ করে। তেমন মহাপুরুষ আছেন, কিন্তু সচরাচর তাঁহাদিগকে লোকালয়ে দেখিতে পাওয়া যায় না।"

একটু যেন অধিরা হইয়া অমৃতময়ী বলিলেন, "তুমি বাছা অনেক কথা বলিলে, অত কথা শুনিতে আমি আসি নাই। মহাপুরুষেরা যোগবলে বহুলোকের উপকার করেন, ভাল ভাল লোকের মুখে এই রকম কথা আমি শুনি; যিনি আমাদের গঙ্গাতীরে রহিয়াছেন, তিনি সেইরূপে আমার কোন উপকার করিবেন কি না, তাহাই আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

শ্যামলাল বলিল, "উপকারের প্রকার কিরূপ, তাহা না শুনিলে আমি কি উত্তর দিব?"

অমৃতময়ী বলিলেন, "নারীলোকের সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য তিনি বলিয়া দিতে পারেন, এমন যদি জানিতে পারি, তবে আমি তাঁহার চরণে শরণাপন্না হই। বিধিলিপি কি, তাহা আমি জানিনা, কিন্তু আমার পুত্র সন্তান জন্মে নাই; এটা আমি দুর্ভাগ্য মনে করি।"

শ্যামলাল জিজ্ঞাসা করিল, "কন্যাসন্তান জন্মিয়াছে?"

অমৃতময়ী বলিলেন, "কিছুই না।"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া শ্যামলাল বলিল, "আমাদের প্রভু কৃপা করিয়া কোন কোন গৃহস্থকন্যার ভাগ্যের শুভাশুভ অবধারণ করিয়াছেন, তাঁহার কৃপায় দু'পাঁচটী অভাগ্যবতীর সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে, তাহা আমি জানি।"

অমৃতময়ী বলিলেন, "একটী পুত্ররত্ন কোলে পাইলেই আমি চরিতার্থ হই; বড়ই সৌভাগ্য মনে করি। প্রভু যদি আদেশ করেন, তবে আমি তাঁহার চরণ সমীপে উপস্থিত হইতে পারি। কোন্ সময় কোথায় দর্শন করিব, তাহাই তুমি আমাকে বলিয়া দাও।"

উৎকট দৃষ্টিতে চাহিয়া শ্যামলাল বলিয়া উঠিল, "বলিয়া দিবার আমি কে? আপনি আমাকে কেমন কথা বলেন? আপনি আসিয়াছেন, যাহা বলিতেছেন, প্রভুকে আমি জানাইব; তিনি যেরূপ আদেশ করেন, তাহাই আপনাকে বলিব। আপনি আর একদিন আসিবেন, প্রভুর যেরূপ অভি-প্রায়, তাহা জানিয়া লইয়া আপনাকে আমি যথাকর্ত্তব্য বিজ্ঞাপন করিব।"

চেলা বলিল, তাহা যুক্তিযুক্ত কথা, ইহা বুঝিতে পারিয়া অমৃতময়ী বলিলেন, "সেই কথাই ভাল। আর একদিন কেন, কল্যই আমি আসিব। অবসর ক্রমে আজ তুমি প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়া, অভিপ্রায় জানিয়া রাখিও, কল্য আমি শুনিব; যদি আমার পক্ষে অনুকূল হয়, আদেশ মত কার্য্য করিব।"

শ্যামলাল বলিল, "তবে তাহাই হউক। আজ আপনি যে সময়ে আসিয়াছেন, কল্য ঠিক এই সময়ে আসিবেন, এই খানেই আমি থাকিব।"

মন্থর গতিতে অমৃতময়ী গৃহের দিকে চলিলেন; দু'পাঁচ পা গমন করিয়াই আবার ফিরিলেন! সন্ন্যাসীর চেলাই হউক, অথবা অন্য লোকের ভৃত্যই হউক, কার্য্য বিশেষে সকলেই কিছু কিছু অর্থ প্রত্যাশা করে, অমৃতময়ী তাহা জানিতেন; স্নান করিতে আসিবার সময় তিনি পাঁচটী টাকা অঞ্চলে বাঁধিয়া আনিয়াছিলেন; ফিরিয়া আসিয়া শ্যামলালের হস্তে তাহাই অর্পণ করিলেন। যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়া শ্যামলাল নত মস্তকে মৃদু মৃদু হাসিল।

তখন আর কোন নূতন কথা হইল না, অমৃতময়ী গৃহে চলিলেন। অমৃতময়ী পরমাসুন্দরী; গঙ্গাস্নান করিয়া তিনি সিক্তবস্ত্রে শ্যামলালের সহিত দেখা করেন নাই, গঙ্গার ঘাটে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া একখানি ময়ূরকণ্ঠি চেলী পরিধান করিয়াছিলেন, গাত্রে অধিক অলঙ্কার ছিল না, দুই হস্তে দুইগাছি স্বর্ণ-কঙ্কণ, কণ্ঠে স্বর্ণহার, কর্ণে দুটী নীলমণি দুল, নাসাগ্রে মুক্তার নোলক, এই মাত্র আভরণ; তাহাতে সুন্দরীর সুন্দর

রূপখানি আরও অধিক উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছিল; মস্তকে বস্ত্রাবরণ ছিল না; এলোকেশী সুন্দরী। কথা কহিবার সময় শ্যামলাল সেই সুন্দর মুখখানি এক একবার কুটিল নয়নে দর্শন করিয়াছিল; মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল, কে জানে? সুন্দরী যখন তাহার হস্তে পঞ্চমুদ্রা প্রদান করিয়া, তাহার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া, গজেন্দ্র গমনে চলিয়া যান, শ্যামলাল তখন সতৃষ্ণ নয়নে সেই রূপের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়াছিল; সুন্দরী অদৃশ্য হইলেন, শ্যামলাল একটী নিশ্বাস ফেলিয়া কুটির মধ্যে প্রবেশ করিল।

স্ত্রী জাতির স্বভাব এই যে, কোন একটী নূতন ঘটনা হইলে প্রিয় সঙ্গিনীগণের নিকটে অনেক শাখা পল্লব দিয়া সেই ঘটনার কথা ব্যক্ত করেন। বাচালতা না থাকিলেও অমৃতময়ী সে প্রকৃতি পরিহার করিতে পারিলেন না। সেই দিন বৈকালে দুটী প্রতিবেশিনী যুবতী তাহার সহিত দেখা করিতে আসিল। এক জনের নাম চারুলতা, দ্বিতীয়ার নাম লক্ষ্মীমণী, দুটীতেই অমৃতময়ীর প্রাণের সহচরী; বাল্যাবধি পরস্পর সমান ভালবাসা। চারুলতাটী অমৃতময়ীর বেগুন ফুল, লক্ষ্মীমণীটী অমৃতময়ীর দেখন্‌হাসি। গল্প করিতে করিতে অমৃতময়ী তাহাদের কাছে সন্ন্যাসীর বিদ্যার কথা তুলিলেন, চেলার সহিত দেখা করিয়া যাহা যাহা শুনিয়া আসিয়াছেন, তাহাও বলিলেন। বেগুনফুল আর দেখন্‌হাসি মনে মনে আপনাদের ভাগ্য স্মরণ করিল, কথাগুলি শুনিয়া তাহাদের আহ্লাদ হইল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিল না। আরও পাঁচ প্রকার গল্পের পর তাহারা উভয়ে স্বস্ব গৃহে গমন করিল।

সে রাত্রের নূতন কথা আর কিছুই নাই। পরদিন যথাসময়ে গঙ্গাস্নানান্তে অমৃতময়ী পূর্ব্ববৎ সকলের অগোচরে শ্যামলালের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, নূতন প্রশ্নের প্রয়োজন হইল না। প্রথমেই শ্যামলাল বলিল, "ঠিক হইয়াছে, আপনি আজ রাত্রে এই কুটীরে আসিয়া প্রভুর সহিত দেখা করিতে পারিবেন। প্রভুর অনুমতি হইয়াছে। কি উদ্দেশে

আপনি দেখা করিতে চান, সে কথা আমি তাঁহাকে বলি নাই। আপনি আসিবেন ;—মনে রাখিবেন রাত্রি দেড় প্রহরের পূর্ব্বে দেখা হইবে না।"

অবনত বদনে কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া অমৃতময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ততরাত্রে একাকিনী আসিব, ভয় করিবে; আর দু'একটী সঙ্গিনীকে সঙ্গে আনিতে পারিব কি ?"

শ্যামলাল উত্তর করিল, "সে পক্ষে অনুমতি লওয়া হয় নাই, কিন্তু প্রভুর স্বভাব আমি জানি, স্ত্রীলোকের সঙ্গে স্ত্রীলোক থাকিলে তিনি দর্শন দিতে আপত্তি করেন না।"

আবার কি একটু চিন্তা করিয়া, অমৃতময়ী পুনঃরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সন্ন্যাসীঠাকুর মৌনব্রতী, তিনি কাহারো সহিত কথা কহেন না ; কিরূপে তবে আমি তাঁহার অনুজ্ঞা অবগত হইতে পারিব ?"

শ্যামলাল বলিল, "রাত্রিকালে তাঁহার মৌনব্রত থাকে না ; আমাদের সহিত কথা হয়। আপনি তাঁহাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, নিশ্চয়ই সে সকল কথার উত্তর পাইবেন।"

অমৃতময়ীর সন্দেহ ঘুচিল ; আর অধিকক্ষণ সেখানে বিলম্ব না করিয়া পুলকিত অন্তরে তিনি গৃহে চলিয়া আসিলেন।

সেদিন বৈকালেও সেইদুটী সখী অমৃতময়ীর বাড়ীতে বেড়াইতে আসিল। অন্য কথা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই অমৃতময়ী বলিলেন, "আজ রাত্রে আমি সন্ন্যাসী দর্শনে যাইব। অনেক রাত্রে যাইতে হইবে ; দেড় প্রহরের কম নয় ; ততরাত্রে একাকিনী কেমন করিয়া যাইব, তাহাই ভাবিতেছি।"

চারুলতা বলিল, "আমাকে সঙ্গে লইতে যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি তোমার প্রহরী হইয়া যাইতে পারি।"

অমৃতময়ী বলিলেন, "তোমাদের বাড়ীর লোকেরা বারণ করিবে না ?"

চারু বলিলেন, "বারণ করিবে কে? তুমি বলিতেছ, রাত্রি দেড় প্রহর; ততরাত্রি পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ীর কেহই জাগিয়া থাকে না। কতদিন আমি লুকাইয়া লুকাইয়া লোকের বাড়ী যাত্রা শুনিতে গিয়াছি, কেহই কিছু জানিতে পারে নাই।"

হাস্য করিয়া অমৃতময়ী বলিলেন, "তোমার খুব সাহস! আচ্ছা, তবে তুমি রাত্রি এক প্রহরের সময় আমার কাছে আসিও, এ[illegible] যাইব। দেউড়ির দরোয়ানকে আমি বলিয়া রাখিব, সে আমার কথার খুব বাধ্য, সদর দরজা খোলা থাকিবে।"

দেখনহাসির গায়ের কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়া, সাগ্রহে মুখখানি উঁচু করিয়া লক্ষ্মীমণী বলিল, "আমিও যাইব। আমাদের বাড়ীর সকলেও সন্ধ্যাকালে ঘুমায়।"

অমৃতময়ী বলিলেন, "তবে আর আমার ভয় কি? মনের মতন দু'টী প্রহরী পাইলে আমি স্বচ্ছন্দে এক ক্রোশ পথ চলিয়া যাইতে পারি; ভুত বেম্মদত্তিও আমার কাছে ঘেঁসিতে পারে না।"

পরামর্শ স্থির হইয়া রহিল; খানিকক্ষণ গল্প করিয়া সখী দুটী উঠিয়া গেল। সখীরা ত গেল, পরামর্শ ত হইল, এখন অমৃতময়ীর নূতন চিন্তা আসিল। রাত্রিযোগে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবেন কিরূপে? স্বামী ঘর জামাই, সর্ব্বক্ষণ গৃহবাসী, তাঁহাকে কি বলিয়া প্রবোধ দিবেন? চিন্তা আসিল, তখনি আবার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত আসিয়া জুটিল। সিদ্ধান্তটা কি, তাহা আমরা আমাদের নিজের কথায় বুঝাইয়া দিব। আমাদের কুলকন্যারা পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনীর ন্যায় অন্তঃপুরাবরোধে আটক থাকিলেও, ঠাকুরদর্শনে, গঙ্গাদর্শনে ও তীর্থদর্শনে এবং আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে যাইবার সময় স্বাধীনতা পাইয়া থাকেন; পুরুষ অভিভাবক সঙ্গে না থাকিলেও স্ত্রীলোকেরা স্ত্রীলোকের সঙ্গে যাইবার বাধা প্রাপ্ত হন না। রাত্রিকালে ঠাকুর দর্শনে যাইতেছি, স্বামীকে এই কথা বলিয়া বুঝাইয়া

দিতে পারিবেন, অমৃতময়ীর মনে সেই ভরসা আসিল; তাহাই হইল সিদ্ধান্ত।

সন্ধ্যা হইয়া গেল; গৃহে গৃহে প্রদীপ জ্বলিল, খানিকক্ষণ গৃহে গৃহে গোলমাল চলিল, তার পর নিস্তব্ধ। পল্লিগ্রামের গৃহস্থেরা সকাল সকাল গৃহকার্য্য সমাপ্ত করিয়া, গৃহের দ্বারগবাক্ষ বন্ধ করিয়া শয়ন করেন। অমৃতময়ী [illegible] করিলেন না, পর্য্যঙ্কের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া রহিলেন।

রাত্রি চারি দণ্ডের সময় আহারাদি করিয়া তাঁহার স্বামী শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অমৃতময়ী আহার করিলেন না।

অমৃতময়ীর স্বামীর নাম মুরলীমোহন বন্দোপাধ্যায়। অর্থাভাবে বিদ্যাশিক্ষা হয় নাই, জ্ঞানীলোকের উপদেশও লাভ হয় নাই, সুতরাং বুদ্ধিও মার্জ্জিত হয় নাই, জামাইটী যেন জবুথবু; বিশেষতঃ ঘরজামাই। এদেশের ঘরজামাইগুলি শ্বশুর বাড়ীর লোকদিগের একান্ত বশীভূত হইয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে, নারীর অধীন হইয়া থাকিতে হয়। নারী-গণ চিরদিন পুরুষের অধীনে থাকিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ইহাই এ দেশের ব্যবহার; পুরুষেরা নারীর অধীন হইয়া থাকিলে লোক তাহাদিগকে কাপুরুষ বলে। আজকাল ইংরাজি সভ্যতার মহিমায় এদেশে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে ঐ রকম কাপুরুষ অনেক। স্ত্রীবাধ্য পুরুষগুলিকে স্ত্রৈণ বলা হয়; স্ত্রী যাহা বলেন, সেই আজ্ঞা মাথা পাতিয়া লইয়া, বিনা বাক্যব্যয়ে পালন না করিলে তেমন তেমন স্বামীর নিস্তার থাকে না। সকল কার্য্যে স্ত্রীর মতানুসারে না চলিলে তাদৃশ পুরুষের সংসার-ধর্ম্ম চলে না। শাস্ত্রে আছে, যাহার সমস্ত কার্য্য স্ত্রীর গোচর করা হয়, তাহার সমস্ত কার্য্যই বিফল হইয়া যায়। স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী, এটীও মহাজন বাক্য। আজকাল কিন্তু এ সকল উপদেশ প্রায়ই গ্রাহ্য হয় না। যাহারা ঘরজামাই, তাহাদিগকে নিরন্তর স্ত্রীর পদানত হইয়া থাকিতে হয়; যাঁহারা বড় মানুষের কন্যা, ঘরজামাইগুলি তাঁহাদের কাছে ঘণ্টার গরু। স্ত্রীর

অনুমতি ব্যতিরেকে ঘরজামাইদিগের শয়নগৃহে প্রবেশ করিবার সাধ্য হয় না। অমৃতময়ী যদিও ততদূর আধিপত্য চালান্ না, যদিও তাঁহার যথেষ্ট পতিভক্তি আছে, তথাপি পতিকে তিনি যাহা বলিয়া বুঝান, পতি তাহাই বুঝিয়া লন্।

মুরলীমোহন শয়ন করিলেন, অমৃতময়ী বসিয়া রহিলেন। রাত্রি প্রায় এক প্রহর। স্বামী জাগিয়া আছেন, বুঝিতে পারিয়া অমৃতময়ী বলিলেন, "আজ আমি একটী মহাপুরুষ দেখিতে যাইব, আমার একটী কামনা আছে, সেটী পূর্ণ হইবে কি না, জানিয়া আসিব। ফিরিয়া আসিতে রাত্রি কিছু বেশী হইবে, তুমি নিদ্রা যাও। আজ আমি উপবাস করিয়া আছি, নিদ্রা যাইতে নাই। একাকিনী যাইব না; আমার বেগুনফুল আর দেখন্‌হাসি দু'জনে আমার সঙ্গে যাইবে। এই খানেই তাহারা আসিবে, আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে, এইরূপ কথা আছে। তুমি যদি—"

অমৃতময়ীর কথা শেষ হইতে না হইতেই চারুলতা ও লক্ষ্মীমণী সেই গৃহে আসিয়া দর্শন দিল। মুরলীমোহন উঠিয়া বসিলেন। সমবয়স্ক সঙ্গিনীগণের অভ্যাস এইরূপ যে, স্ত্রীর সহিত যাহার যেরূপ সম্পর্ক পাতানো থাকে, স্বামীকেও সেই সম্পর্কে সম্বোধন করেন। মুরলীমোহনকে সম্বোধন করিয়া, হাসিতে হাসিতে চারুলতা বলিল, "কি গো বেগুনফুল! আজ যে এখনো তুমি জেগে আছ? আজ তোমার কিসের আমোদ? সেইরূপে হাসিয়া লক্ষ্মীমণী বলিল, "তাই ত দেখন্‌হাসি! রোজ রোজ তুমি ত সন্ধ্যাবেলাই ঘুম যাও; সাজঘুমুনী আমার বিকেলভুজুনি! আজ তোমার কি ব্রতের জাগরণ? আজ আমরা একটী ঠাকুরদর্শনে যাব, সদয় হ'য়ে অনুমতি দেও। দেখন্‌হাসিকে আমরা নিতে এসেছি।"

মুরলীমোহন দ্বিরুক্তি করিলেন না। একটু পূর্ব্বেই অমৃতময়ীর কথা শুনিয়া সম্মতি দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, মৌন হইয়া থাকাতেই সেই সম্মতি সূচিত হইল।

চারুলতা ও লক্ষ্মীমণী যথাসম্ভব সাজিয়া গুজিয়া আসিয়াছিল, অমৃতময়ী বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিলেন। নিমন্ত্রণে যাইবার সময় ধনবতী কামিনী-দের যেরূপ সজ্জা হয় সেরূপ সজ্জা হইল না; দুইচারি খানি গহনা আর একখানি স্থূল রেশমের শাড়ীতেই অমৃতময়ীর বেশভূষার সমাধান।

তিনটী যুবতী তিনবার দুর্গানাম স্মরণ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, [redacted]মোহন পুনর্ব্বার শয়ন করিলেন।

কৃষ্ণ পক্ষের পঞ্চমী, রাত্রি দশ দণ্ডের পর চন্দ্রোদয় হইল, পথে যাইতে কামিনীত্রয়ের কোন কষ্ট হইল না; পল্লিগ্রামের রাস্তা—ঠাঁই ঠাঁই বৃক্ষচ্ছায়া, ঠাঁই ঠাঁই চাঁদের আলো; রাস্তায় তখন জনমানবের সঞ্চার ছিল না, তিনটী কুলকন্যা সচ্ছন্দে ধীর পদক্ষেপে সন্ন্যাসীর কুটীর সমীপে উপস্থিত হইলেন। রাত্রি দেড় প্রহর হইবার অতি অল্প মাত্র বিলম্ব। কুটীর দ্বারে শ্যামলাল দাঁড়াইয়া ছিল, সে তিনটী কামিনীকে আদর করিয়া একটী কক্ষ মধ্যে লইয়া গেল। যে কক্ষে সন্ন্যাসী ছিলেন, সেই কক্ষের পার্শ্ব কক্ষে কামিনী তিনটীকে ক্ষণকাল বসাইয়া রাখিল।

রাত্রি এক প্রহরের পর সন্ন্যাসী যে যে কার্য্য করেন, তাহা সমাধা হইলে শ্যামলাল সেই তিনটী কামিনীকে সঙ্গে করিয়া, সন্ন্যাসীর কক্ষে লইয়া গিয়া, সন্ন্যাসীর সম্মুখে দাঁড় করাইল। কামিনীরা ভক্তিভাবে সন্ন্যাসীর চরণে প্রণিপাত করিয়া, গলবস্ত্রে করপুটে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাত্রি এক প্রহরের পর সন্ন্যাসী স্নান করেন, অঙ্গে তখন বিভূতি থাকে না; এ রাত্রে বিভূতি মাখা ছিল। স্নানের পর নিত্য রাত্রে অঙ্গে ভস্ম-লেপন করা হয় কি না, চেলারা জানে, অপরে জানে না; সে রাত্রে কিন্তু সন্ন্যাসীজীর ভস্মলিপ্ত কলেবর।

সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি গম্ভির; বদন গম্ভীর; মুখে বাক্য নাই; নেত্রপুট অর্দ্ধ উন্মুক্ত। কামিনীরা দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাদের মুখেও বাক্য নাই। প্রায় একদণ্ড পরে পূর্ণ বিকসিত নেত্রে একবার কামিনী তিনটীর মূর্ত্তি

অবলোকন করিয়া, সন্ন্যাসী ঠাকুর গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি চাও ?

অগ্রে অমৃতময়ী কথা কহিলেন, কণ্ঠস্বরে যেন কোকিলা ঝঙ্কারিল, অমৃতময়ী বলিলেন, "প্রভু! আপনি দেবতা, আপনার নিকটে আমি একটী বর প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। সংসারে আমার সর্ব্বপ্রকার সুখের সামগ্রী আছে, একটী অভাব আমার পুত্র হয় নাই। পুত্রমুখ না দেখিলে নরক দর্শন ঘুচে না, ধর্ম্ম শাস্ত্রের এই বাণী ; এই হেতু আমি একটী পুত্রকামনা করি।"

সন্ন্যাসী অতঃপর দ্বিতীয়া যুবতীর মুখ পানে চাহিলেন। দ্বিতীয়া যুবতী চারুলতা। সন্ন্যাসীর দৃষ্টিপাতমাত্র চারুলতা বলিল, "প্রভু! আমার স্বামী বহুদিন প্রবাসী, সমাচার আসে না ; তিনি কুশলে আছেন কি না, কতদিনে গৃহে আসিবেন, তাহাই আমি জানিতে ইচ্ছা করি।"

শেষবার তৃতীয়া কামিনীর প্রতি সন্ন্যাসীর শুভদৃষ্টি। তৃতীয়া কামিনী লক্ষ্মীমণী। লজ্জাকুণ্ঠিত বদনে লক্ষ্মীমণী বলিল, ঠাকুর! "আমরা লজ্জাশীলা কুলবালা, ঠাকুরের নিকটে লজ্জা করিতে নাই ; লজ্জা ত্যাগ করিয়া আমি আমার মনের কথা নিবেদন করিব। আমার স্বামী আছেন, তিনি আমাকে সুনয়নে দেখেন না, এক সঙ্গে পাঁচটী দিন গৃহবাসী হন না, কুসঙ্গে রত হইয়া বাহিরে বাহিরে রাত্রি যাপন করেন, ইহাই আমি শুনিতে পাই। কতদিনে তাঁহার সুমতি হইবে, কতদিনে আমি স্বামী লইয়া সুখী হইব, আপনি কৃপা করিয়া সেই কথাটী আমাকে বলুন। পতিই সতীর একমাত্র ধন, পতি বিনা সতীর গতি নাই, সেই কারণে পতির সুমতি আমি কামনা করি।"

তিন জনের তিন প্রকার কামনা সন্ন্যাসী ঠাকুর শ্রবণ করিলেন, ক্ষণকাল নয়ন মুদিয়া কি চিন্তা করিলেন, তাহার পর অমৃতময়ীকে বলিলেন, "তোমার কামনাটী শীঘ্র সুসিদ্ধ হইবে। মুখের কথায় সিদ্ধ

হইবে না, যজ্ঞ করিতে হইবে। যজ্ঞ করিয়া রাজা দশরথ পুত্র লাভ করিয়াছিলেন; এখন আর ঋষ্যশৃঙ্গমুনি পাওয়া যাইবে না, তোমার ইষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত আমিই যজ্ঞানুষ্ঠান করিব। এখন কৃষ্ণপক্ষ, এ পক্ষে যাগ যজ্ঞ আরম্ভ করা হয় না; আগামী শুক্ল পক্ষের অষ্টমীতে সঙ্কল্প করিয়া আমি যজ্ঞ করিতে বসিব, সেই রাত্রে তুমি আসিও।"

অমৃতময়ীকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া তাঁহার দুটী সঙ্গিনীকে সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমাদের কামনা সিদ্ধির জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্য চাই; আমি জ্যোতিষগণনা জানিনা; যখন তোমরা আসিয়াছ, তখন একটী উপায় আমি করিতে পারিব, তোমরা আগামী অমাবস্যা রজনীতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। দুই জনে যদি এক সঙ্গে আসিতে না পার, একে একে আসিও। একজন আসিও অমাবস্যারজনীতে, একজন আসিও প্রতিপদে।"

সন্ন্যাসীর কথা সমাপ্ত হইল। কিঞ্চিত ইতঃস্তত করিয়া অমৃতময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর! যজ্ঞারম্ভে কি কি দ্রব্য আয়োজন করা প্রয়োজন, তাহা জানিতে পারিলে পূর্ব্বাহ্নে আমি তাহা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে পারি।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "ইতি মধ্যে আর একরাত্রে তুমি আসিও; অগ্রে সংবাদ না দিয়াও, এই রূপ সময়ে তুমি আসিতে পারিবে; সেই সময় প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কথা আমি বলিয়া দিব।"

কামিনীরা সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। তখন রাত্রি দুই প্রহর।

তৃতীয় রঙ্গ

আর একদিন আসিও, সন্ন্যাসীঠাকুর অমৃতময়ীকে এই কথা বলিয়া দিয়াছিলেন ; কবে সেই আর একদিন, সে কথাটী বলিয়া দেন নাই। সংবাদ না দিয়াও আসিতে পারিবে, এইরূপ অনুমতি আছে। সেই অনুমতির উপর নির্ভর করিয়া, দুই দিন পরে গঙ্গাস্নানের পথে অমৃতময়ী সঙ্গোপনে শ্যামলালের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ; সংবাদ দিতে হইবে না, তথাপি সংবাদ দিয়া রাখিলেন, অমাবস্যার পূর্ব্বে একাদশীর দিন তিনি সন্ন্যাসী দর্শনে আসিবেন।

পুত্রকামনায় কিম্বা কি কামনায় মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে, অমৃতময়ী তাঁহার স্বামীকে সে কথা কিছু স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই ; ফল কি হইল, সন্ন্যাসী দর্শনের পর গৃহে আসিয়াও স্বামীকে তাহা বলেন নাই, স্বামীও তাহা জানিতে চাহেন নাই। দিন গত হইতে লাগিল, একাদশী আসিল ; সেই রাত্রে অমৃতময়ী একাকিনী সন্ন্যাসীর কুটীরে উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। যজ্ঞের জন্য কি কি দ্রব্য আবশ্যক সন্ন্যাসী তাহা বলিয়া দিলেন। পরদিন হইতে অমৃতময়ী নিজের ভৃত্যগণের দ্বারা সেই সকল দ্রব্য সংগ্রহ করাইবার চেষ্টায় রহিলেন।

অমাবস্যা আসিল, চারুলতা সেই রাত্রে সন্ন্যাসী দর্শন করিল,—সন্ন্যাসী তাহাকে কি উপদেশ দিলেন, তাহা অপরে জানিল না, চারুলতাই জানিল আর চুপি চুপি প্রাণের বেগুণফুল অমৃতময়ীকে বলিল ; অমৃতময়ীও সে কথা গোপনে রাখিলেন।

প্রতিপদে লক্ষ্মীমণির পালা। নিশাযোগে লক্ষ্মীমণি নির্ভয়ে সন্ন্যাসীর

সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যে উপদেশ পাইয়া আসিল, তাহাও চাপা রহিল। দেখন্‌হাসির মুখে শুনিয়া রাখিলেন কেবল দেখন্‌হাসির অমৃতময়ী।

অমাবস্থার পর শুক্লাষ্টমীর তিন দিন পূর্ব্বে অমৃতময়ীর ভৃত্যেরা ভারে ভাঁরে দ্রব্যসম্ভার বহন করিয়া সন্ন্যাসীর কুটীরে রাখিয়া আসিল। সন্ন্যাসী একদিন ঠাকুরপূজা করিবেন, অমৃতময়ী সেই পূজার সামগ্রীগুলি পাঠাইলেন, বাড়ীর লোকেরা এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখিল; মুরলীমোহনও তাহার অধিক অন্য তত্ত্ব জানিতে পারিলেন না।

শুক্লাষ্টমী সমাগত। সেই রাত্রে যজ্ঞারম্ভ হইবে। স্বামীকে পূর্ব্ববৎ প্রবোধবাক্যে বুঝাইয়া, অমৃতময়ী যথাসময়ে গহনা বস্ত্র পরিয়া যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন। যে ঘরে সন্ন্যাসী থাকেন, সে ঘরে সে রাত্রে কেহই ছিল না; ঘরের বাহিরে শ্যামলাল ছিল, অমৃতময়ীকে সঙ্গে লইয়া শ্যামলাল আর একটী ঘর দেখাইয়া দিল। অন্যান্য ঘর অপেক্ষা সেই ঘরটী আয়তনে প্রশস্ত, দিব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরে প্রবেশ করিয়া অমৃতময়ী দেখিলেন, সামান্য আয়োজন। গৃহস্থ গৃহের শালগ্রামশিলার নিত্যপূজার যেরূপ নৈবেদ্য ও পুষ্পচন্দনাদি সজ্জিত থাকে, সন্ন্যাসীর গৃহেও সেইরূপ আয়োজন। ক্ষুদ্র একটী ত্রিপদীর উপর পাঁচটী জবাফুল; একটী ফুলের মাথার উপর একটী অর্ঘ্য সাজানো। সেই ত্রিপদীটী সম্মুখে রাখিয়া, ভস্মাবৃত নবীন সন্ন্যাসী যোগাসনে বসিয়া ঘন ঘন ঢুলিতেছেন, অর্দ্ধ মুদ্রিত নয়নে ঘন ঘন ঢুলিতেছেন। অমৃতময়ী নিকটে গিয়া প্রণাম করিলেন, সন্ন্যাসী যেন তাঁহাকে দেখিতেই পাইলেন না, এইরূপ ভাব।

অমৃতময়ী ভাবিতে লাগিলেন, "একি ভাব? এই কি যজ্ঞের আয়োজন? সন্ন্যাসী কি এইরূপ যজ্ঞ করেন? ভাব দেখিয়া আমার মনে ছেলেখেলা বোধ হইতেছে। এটা কি তবে প্রতারণা? না—না,—তাহা হইতে পারে না; সাধু পুরুষেরা কি প্রতারণা জানেন? প্রতারণা নয়; ইহা

বুঝি যজ্ঞের অধিবাস। এ কি! অকস্মাৎ আমার অঙ্গ শিহরিল কেন? এমন পবিত্র স্থানে আমার ভাগ্যে কি কোনপ্রকার অমঙ্গল ঘটনা হইবে? না—না,—বৃথা আশঙ্কা; অমঙ্গল আসিবে না। ওটা হয় ত আমার মনের ভ্রান্তি! ওমা! তাই তো! অকস্মাৎ আমার দক্ষিণ চক্ষু নাচিয়া উঠিল যে! সর্ব্বনাশ একি অলক্ষণ?"

ভাবিতে ভাবিতে ভয়াতুরার কণ্ঠস্বর ফুটিয়া উঠিল। উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"বাবা! দোহাই বাবা! অমঙ্গল দূর কর!"

সত্যই যেন সন্ন্যাসী ঠাকুর ঘুমের ঘোরে ঢুলিতেছিলেন, গৃহ-মধ্যে রমণীকণ্ঠের চীৎকারধ্বনি শ্রবণ করিয়া সত্যই যেন নিদ্রাবেশ ছুটিয়া গেল, সত্যই যেন চমকিত হইয়া জাগিয়া উঠিলেন, ঠিক সেই ভাব দেখাইয়া, সম্মুখদিকে চাহিয়া সুস্থিরকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি?—তুমি—আসিয়াছ?—উপবেশন কর—উপবেশন কর। তোমার অপেক্ষায় সঙ্কল্প করা বাকি রহিয়াছে।"

মনে মনে অমঙ্গল আশঙ্কা আসিলেও অমৃতময়ী একখানি ক্ষুদ্র আসনে উপবেশন করিলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "ওখানে বসিতে হইবে না, আমার নিকটে আসিয়া বসিলে হইবে; সঙ্কল্পের সময় আমাকে স্পর্শ করা চাই।"

অমৃতময়ীর অঙ্গ কম্পিত হইল। সন্ন্যাসী হইলেও সতীস্ত্রীর পক্ষে পরপুরুষের অঙ্গস্পর্শ করা বিধিবিরুদ্ধ; কিরূপে সন্ন্যাসীর আদেশ পালন করা হয়, এই চিন্তা তাঁহার মনে আসিল। কৃষ্ণা পঞ্চমীর রাত্রিতে সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাহার ভয় হয় নাই, অকস্মাৎ দক্ষিণাঙ্গ স্পন্দনে আজ রাত্রে একটু একটু ভয়ের সঞ্চার হইল। ভয়কে মুখ্যস্থানে প্রদান করিলে ব্রতাচরণ হয় না, এই ভাবিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া, ব্রতবতী অতি সঙ্কোচে সন্ন্যাসীর দক্ষিণ পার্শ্বে গিয়া বসিলেন।

একবার দক্ষিণদিকে মুখ ফিরাইয়া সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলিলেন, "নাম-গোত্র বল।"

অমৃতময়ী মৃদুস্বরে উচ্চারণ করিলেন, "শ্রীমতী অমৃতময়ী দেবী, শাণ্ডিল্য গোত্র।"

পঞ্চপাত্রের জলে আচমন করিয়া, সন্ন্যাসীঠাকুর গুটীকতক মন্ত্র পাঠ করিলেন। ত্রিপদীর পার্শ্বে একটী চতুষ্কোণ কুণ্ড খনন করা হইয়াছিল; সেটী হোমকুণ্ড। তন্মধ্যে বালুকা বিকীর্ণ করিয়া যজ্ঞকাষ্ঠ স্থাপন করা হইয়াছিল, তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া, মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে সন্ন্যাসী একে একে এক একটী ঘৃতলিপ্ত বিল্বপত্র আহুতি দিতে লাগিলেন। আটাশ টা বিল্বপত্রে হোম করা হইল।

অমৃতময়ী ঐসকল অনুষ্ঠান দর্শন করিয়া হোমকুণ্ডের দিকে প্রসন্ন-নয়নে এক বার চাহিলেন। সেই নয়নে সন্ন্যাসীর নয়ন নিক্ষিপ্ত হইল। সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন, "তোমার নয়নের দীপ্তি সর্ব্বসুলক্ষণ প্রকাশ করিয়া দিতেছে; নিশ্চয় তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। তোমার কণ্ঠস্বর অতি মধুর; বসন্তের কোকিলের স্বরকেও লজ্জা দেয়। হাঁ, একটী কথা আমার মনে হইল। পঞ্চমীর রাত্রে যখন তুমি প্রথমে কথা কহিলে, সুমধুর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া তখনি আমি মনে করিয়াছিলাম, সেই কথাটী তোমাকে বলিব। বলিবার অবসর হয় নাই, আজ বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমার একটী শিষ্য প্রয়োজন, তাহাকে আমি ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা দিব; উচ্চারণ পরিস্কার হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রের মহিমা রক্ষা হয়। আমার আশামত যোগ্যছাত্র আমি প্রাপ্ত হই নাই। তুমি যদি আমার নিকটে শাস্ত্র-শিক্ষা করিতে অভিলাষিনী হও, তাহা হইলে আমি পরিতুষ্ট হই। তোমার কথাগুলি শুনিয়া, বুদ্ধির প্রখরতা দেখিয়া, আমি বুঝিতে পারিতেছি, তোমাকে আমি যাহা শিখাইব, তাহাই তুমি শিখিতে পারিবে। এদেশে গৃহস্থেরা যত্ন করিয়া পাখী পুষিয়া থাকেন; শুকসারী

কাকাতুয়া, হীরামোন, ময়না ও শালিক প্রভৃতি পক্ষীকে রাধাকৃষ্ণ বলিতে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই সকল পক্ষী অতি সুমিষ্ট উচ্চারণে কৃষ্ণ-কথা বলে, স্পষ্ট মনুষ্যকণ্ঠের অনুকরণ করে, সংসারের অপরাপর বুলীও শীঘ্র শীঘ্র শিখিয়া লয়। কোকিলের স্বর সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট, সকলেই এই কথা বলেন; গৃহস্থেরা কিন্তু পোষা কোকিলকে রাধাকৃষ্ণ বলিতে শিক্ষা দেন না; কোকিল কেবল স্বভাবসিদ্ধ কুহু কুহু রব করিয়া নিজ গুণের পরিচয় দেয়। কোকিলকে যদি রামনাম, কৃষ্ণনাম, দুর্গানাম, এবং অপরাপর পবিত্র পবিত্র নামগুলি শিখাইয়া দেওয়া হইত তাহা হইলে পোষা কোকিলেরা কতদূর মনরঞ্জন করিতে পারিত, লোকে তাহা বিবেচনা করেন না। আমি দেখিতেছি, নারীসংসারে তুমি একটী কোকিলা, তোমাকে আমি শাস্ত্রকথা শিখাইয়া দিব; তুমি পুত্রবতী হও, শাস্ত্রালাপ করিয়া পুত্রটীকেও তুমি ধর্ম্মজ্ঞানী করিয়া সুশিক্ষিত করিতে পারিবে।"

সন্ন্যাসী এতগুলি কথা বলিলেন, মাথা হেঁট করিয়া অমৃতময়ী সব কথাগুলি শুনিলেন, ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না, সন্ন্যাসীর মুখের দিকেও চাহিলেন না, নিম্নদৃষ্টিতে মাটির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী আবার বলিতে লাগিলেন, "আজ আমার যজ্ঞারম্ভ হইল; অদ্যাবধি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এইরূপে পূজা করিয়া, প্রতি রজনীতে এইরূপে হোম করিব, পূর্ণিমা রজনীতে পূর্ণাহুতি দিব, সেই রজনীতে আমার যজ্ঞপূর্ণ হইবে। প্রতি রজনীতেই তোমার উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। আজ হইল অষ্টমী, আজিকার কার্য্য সমাপ্ত হইল, নবমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সপ্তাহ; এই সপ্তরজনীতে তুমি নিয়মিত রূপে এখানে আসিও। অধিক রাত্রে আসিতে যদি ভয় পাও, সন্ধ্যা-কালেই আসিতে পার; তোমার বিশ্রামের জন্য আমি স্বতন্ত্র গৃহ নির্দ্দিষ্ট

করিয়া দিব, সেই গৃহে তুমি স্বচ্ছন্দে আমার যজ্ঞ কালের অপেক্ষায় বিশ্রাম করিতে পারিবে।"

অমৃতময়ী বলিলেন, "আমাদের বাড়ী এখান হইতে অধিক দূর নয়, রাত্রি এক প্রহরের সময় অনায়াসে আমি আসিতে পারিব। শুক্লপক্ষ, —নির্ম্মল চন্দ্রকিরণে আমাদের গতিপথ আলোকিত হইয়া থাকিবে, পথে আসিতে আমি ভয় পাইব না।"

সতৃষ্টনয়নে সন্ন্যাসীঠাকুর অমৃতময়ীর চন্দ্রবদন ক্ষণকাল অনীমেষে নিরীক্ষণ করিলেন, মনে মনে কি ভাবিলেন, অমৃতময়ী তাহা বুঝিতে পারিলেন না; হোমকুণ্ডে, ত্রিপদীতলে ও সন্ন্যাসীর পদতলে প্রণাম করিয়া শীঘ্র শীঘ্র বিদায় হইয়া আসিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাহাতে অন্তরে কেমন এক প্রকার অশুভ চিন্তার উদয় হইয়াছিল, পথে আসিতে আসিতে মনোমধ্যেই সে চিন্তা বিলীন হইয়া গেল।

নবমী হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত ছয় রাত্রি; অমৃতময়ী সেই ছয় রাত্রি যথানিয়মে সন্ন্যাসীর যজ্ঞস্থলে গতায়াত করিলেন; সপ্তম রজনী পূর্ণিমা-রজনীতে অমৃতময়ী অভীষ্টসিদ্ধির অভিলাষে অধিক উৎসাহিনী হইয়া সন্ন্যাসীর কুটীরে আগমন করিলেন। তখন ঠিক এক প্রহর। সন্ন্যাসী তখন পূজায় বসিয়াছিলেন। অন্যান্য দিন দেড় প্রহরের পর পূজারম্ভ হয়। সেদিন অর্দ্ধপ্রহর পূর্ব্বে পূজা হইতেছিল। পূজা করিতে করিতে অন্য কথা কহিতে নাই, সুতরাং অমৃতময়ীকে সমাগতা দেখিয়া সন্ন্যাসী একবার মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক ইঙ্গিতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। সন্ন্যাসীর আসন হইতে কিঞ্চিত দূরে অমৃতময়ী বসিলেন।

পূজা সমাপ্ত হইল; হোম করিবার সময় উপস্থিত। আনন্দপূর্ণনেত্রে অমৃতময়ীর মুখপানে চাহিয়া আনন্দপূর্ণকণ্ঠে সন্ন্যাসী বলিলেন, "নিকটে সরিয়া আইস; তোমার আশা পূর্ণ হইয়াছে।"

সরিয়া যাইতে অমৃতময়ীর ইচ্ছাছিল না, আশাপূর্ণ হইয়াছে, সন্ন্যাসীর মুখে এই কথা শুনিয়া, মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইল; সন্ন্যাসীর দিকে তিনি একটু সরিয়া বসিলেন।

হস্তে হস্তে স্পর্শ করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "আজ আর আমি স্বয়ং হোম করিব না; যে দেবতার পূজা আমি করিতেছি, সেই দেবতা মূর্ত্তিমান হইয়া আসিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান করিবেন। দেবতা প্রসন্ন হইয়াছেন, আর তোমার ভাবনা নাই। নির্ভয়ে তুমি এইখানে বসিয়া থাক, আমি এখন গৃহান্তরে চলিলাম।"

অমৃতময়ীর দিকে বক্রনয়নে চাহিতে চাহিতে সন্ন্যাসীঠাকুর আসন হইতে উঠিয়া, গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন, অমৃতময়ী একাকিনী বসিয়া রহিলেন। একাগ্রচিত্ত হইবার বাসনা থাকিলেও নারীজাতির চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল হয়; অমৃতময়ীর চিত্তের তখন সেই অবস্থা। আশা, আশঙ্কা, সংশয়, এই তিন একত্র হইয়া তাঁহার হৃদয় সাগরে পুনঃপুনঃ ভীষণ তরঙ্গ উৎপাদন করিতে লাগিল।

প্রায় চারিদণ্ড অতিক্রান্ত। হোমকুণ্ডের দুই দিকে দুটী বড় বড় ঘৃতপ্রদীপ জ্বলিতে ছিল, সহসা সেই অলোকপ্রদিপ্ত গৃহমধ্যে একটী মনুষ্য মূর্ত্তির ছায়া পড়িল। চমকিতা হইয়া অমৃতময়ী সেই দিকে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিতে দেখিতে সম্মুখ ভাগে এক দিব্যমূর্ত্তির আবির্ভাব। রূপলাবণ্য অতি চমৎকার। মস্তকে বনপুষ্পের মুকুট, যুগল কর্ণে পুষ্প আছে, কণ্ঠদেশে বক্ষবিলম্বিত স্তবকে স্তবকে সজ্জিত বনফুলের মালা, বাম হস্তে পুষ্পনির্ম্মিত কোদণ্ড, দক্ষিণ হস্তে কুসুমশর, পরিধান রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র, কটিদেশে পুষ্পমালা; নেত্রপুট সমুজ্জ্বল, অধরে মৃদু মৃদু হাস্য।

সন্ন্যাসী বলিয়া গিয়াছেন, যজ্ঞস্থলে যে দেবতার পূজা হয়, সেই দেবতা মূর্ত্তিমান হইয়া আসিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান করিবেন; সেই

বাক্য স্মরণ করিয়া, অমৃতময়ী ভক্তি বিগলিত হৃদয়ে সেই দিব্যমূর্ত্তির চরণে প্রণিপাত করিলেন। সুধীর পদ বিক্ষেপে মূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া, সন্ন্যাসীর পরিত্যক্ত যজ্ঞাসনে উপবেশন করিলেন; হস্তনেত্র সঙ্কেতে অমৃতময়ীকে নিকটে আহ্বান করিলেন; ভীতি সঙ্কুচিতা, লজ্জাভয় বিজড়িতা, আশা প্রমোদিতা অমৃতময়ী কম্পিত চরণে সেই দিব্য মূর্ত্তির নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন; ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া মূর্ত্তি তাঁহাকে উপবেশনের সঙ্কেত জানাইলেন; কম্পিতগাত্রে অমৃতময়ী সেই আদেশ পালন করিলেন। আসনোপবিষ্ট পুষ্পদামসজ্জিত দিব্যমূর্ত্তির দক্ষিণ পার্শ্বে অমৃতময়ী আসীনা।

কুসুমশরাসন পরিত্যাগ করিয়া মূর্ত্তি তখন মানসিক মন্ত্র উচ্চারণে হোমকুণ্ডে তিনবার পূর্ণাহুতি দিলেন; হোমকুণ্ড হইতে একখণ্ড দগ্ধকাষ্ঠ তুলিয়া লইয়া ঘৃতপাত্রে ঘর্ষণ পূর্ব্বক অমৃতময়ীর ললাটে একটী ফোঁটা দিলেন; অমৃতময়ী পুনরায় তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

পলকশূন্য নয়নে ক্ষণকাল অমৃতময়ীর লজ্জাবনত সুন্দর মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া, সেই মূর্ত্তি আপন গলদেশ হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক একছড়া ফুলের মালা অমৃতময়ীর গলদেশে অর্পণ করিলেন। পুনর্ব্বার অমৃতময়ীর অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। মূর্ত্তি এতক্ষণ একটীও কথা কহেন নাই, এই সময় একপ্রকার ভঙ্গস্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "ব্রতবতি! তোমার ব্রত পূর্ণ হইল; আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, অচিরাৎ তুমি পুত্রবতী হইবে। আমি কে, তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ? আমার রূপ দেখিয়া আমাকে কি চিনিতে পারিতেছ? লোকে যাঁহাকে প্রেম-দেবতা বলে, আমিই সেই দেবতা; আমার নাম কন্দর্প।"

এই সকল কথা বলিয়া মূর্ত্তিমান কন্দর্প যুগল বাহু প্রসারণপূর্ব্বক অমৃতময়ীকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবার জন্য সবলে আকর্ষণ করিলেন। অস্ফুট চীৎকার করিয়া অমৃতময়ী বহুকষ্টে পাষণ্ডের বাহুবন্ধন ছিন্ন

করিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, এক লম্ফে সেই পাপ গৃহের চৌকাট পার হইলেন; সম্মুখে দেখিলেন শ্যামলাল। কম্পিতকণ্ঠে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া শ্যামলালকে তিনি বলিলেন, "এগৃহে কে আসিয়াছে? তোমাদের সন্ন্যাসীঠাকুর কোথায়? আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছি; তিলার্দ্ধকালও আমি আর এখানে থাকিব না।"

প্রজ্বলিত অগ্নিময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া শ্যামলাল স্তম্ভিত হইয়া রহিল, তাহার মুখে ক্ষণকাল বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কপট কন্দর্প গৃহমধ্যে নিস্পন্দ বিস্তম্ভিত।

নিশ্বাস রোধ করিয়া অমৃতময়ী যেন বাতাসের ন্যায় ছুটিয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেন; কেহই তাঁহার অনুসরণ করিতে পারিল না। সতীর তেজের নিকটে পাপাচারী পাষণ্ড লোকের কপটতার এইরূপ পরিণাম।

কথাগুলি বলিতে যতক্ষণ গেল, সতীর পলায়নের কৃতকার্য্যতার তাহার দশাংশের একাংশ সময়ও লাগিল না।

অমৃতময়ী উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া স্বগৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সদর বাড়ীর প্রাঙ্গণে পৌঁছিয়াই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বের উপদেশ মত দেউড়ীর দরোয়ান জাগিয়া বসিয়া ছিল, একটী নারীমূর্ত্তি ছুটিয়া আসিয়া প্রাঙ্গণে অজ্ঞান হইয়া পড়িল, দরোয়ান ছুটিয়া আসিয়া চন্দ্রালোকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল, ডাকাডাকি করিয়া বাড়ীর লোকগুলিকে জাগাইল, দুটী তিনটী স্ত্রীলোক ও মুরালীমোহন তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া, চৈতন্যশূন্য অমৃতময়ীকে দেখিলেন, কোলে করিয়া তুলিয়া সযত্নে উপরের ঘরে লইয়া গেলেন; জল সিঞ্চনাদি নানাপ্রকার শুশ্রূষায় অনেকক্ষণের পর অমৃতময়ীর চৈতন্য হইল। স্ত্রীলোকেরা অনুমান করিলেন, রাত্রিকালে ঠাকুর দেখিতে বাহির হইয়াছিল, বাতাস লাগিয়াছে

উপর দেবতার দৃষ্টি পড়িয়াছে! মুরলীমোহনও নারীগুলির ন্যায় সেই সিদ্ধান্তে উপনিত হইলেন।

রাত্রিকালে আর অমৃতময়ীর মুখে কেহ কোন কথা শুনিতে পাইল না। অপদেবতার দৃষ্টিই সাব্যস্ত হইয়া রহিল। পরদিন প্রভাতে নারায়ণের স্নান জলে অমৃতময়ীর অভিষেক করিয়া, শিবস্বস্ত্যয়ন করাইয়া, গ্রহশান্তি করা হইল; অমৃতময়ী নিরাময় হইলেন।

প্রকৃত ঘটনা কি, কেহই কিছু জানিতে পারিল না; কেবল অমৃতময়ীই জানিয়া রাখিলেন; তাঁহার মনে মনেই সেই নিগূঢ় কথা চাপা রহিয়া গেল। কপট কন্দর্প গলা কাঁপাইয়া, ভঙ্গস্বরে কথা কহিলেও, অমৃতময়ী বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সেই বৃক্ষতলবাসী সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর, সন্ন্যাসীটা ভণ্ড, এতদিনে তাহা তিনি জানিতে পারিলেন। সেই পাষণ্ডই ফুলসাজে সজ্জিত হইয়া কন্দর্প সাজিয়া, যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দিতে আসিয়াছিল। কি প্রকারে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে, সাধ্বীসতী অহরহ তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক একবার ভয়ে ভয়ে তাঁহার মনে হয়, পাষণ্ডের পরাক্রমে তাঁহার সতীত্বরত্ন অপহৃত হইতে পারিত, জগতে যিনি সতীর সতীত্ব রক্ষার পরম সহায়, তাঁহারই কৃপায় ধর্ম্মে ধর্ম্মে ধর্ম্ম রক্ষা হইয়াছে।

সেই দিন অবধি অমৃতময়ীর গঙ্গাস্নান বন্ধ হইল। কিজন্য অমৃতময়ী গঙ্গাস্নান করেন না, কেহ সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে অমৃতময়ী বলেন, নিত্য নিত্য অতখানিপথ চলিতে আমার বড় কষ্ট হয়; গঙ্গা যদি আমার প্রতি কৃপা রাখেন, ঘরে বসিয়াই আমি গঙ্গাদর্শন করিব, ঘরে বসিয়াই গঙ্গাজলে স্নান করিব, পিপাসার সময় গঙ্গাজল পান করিব। লোকের কাছে ঐকথা তিনি বলেন, কিন্তু নির্জ্জন হইলে আপন মনে তিনি ভাবেন, এখনকার সন্ন্যাসীদের অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই। আমাদের পাকুড় তলার সন্ন্যাসী ঘোরতর ভক্তবিটল, দিনমানে আহার করে না, খাত

সামগ্রী পাইলে ছেলেমেয়েদের বাঁটিয়া দেয়, পূর্ণিমায় পূর্ণিমায় ব্রাহ্মণ ভোজন করায়, সধবা ভোজন করায়, কুমারী ভোজন করায়; কেহ প্রণামি দিতে চাহিলে গ্রহণ করে না। পরম ধার্ম্মিক—বকাধার্ম্মিক! —অত টাকা পায় কোথা?—নিশ্চয়ই চুরি করে! —ওদিকে আবার সতীর সতীত্ব নাশের মতলবে গোপনে গোপনে কন্দর্প সাজে! কন্দর্প সাজিয়া কোথায় কত সতীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহাই বা কে জানে? কত দিনের সন্ন্যাসী, তাহাই বা কে জানে?—উঃ! ভারী বুজ্‌রুক!—আমি বেশ বুঝিয়াছি, ঐ দলের কন্দর্পেরাই কলির কন্দর্প!

চতুর্থ রঙ্গ

কন্দর্পের দর্পচূর্ণ

সন্ন্যাসীটার খুব বুকের পাটা, পূর্ণিমার রাত্রে একটি কুলকন্যাকে লইয়া যে ভয়ানক কাণ্ড করিল, সাধারণ মনুষ্য সে রূপ বীভৎস কাণ্ড করিতে পারে না। ভণ্ড সন্ন্যাসীটা তাহাতেও ভয় পাইল না, লোকালয় ছাড়িয়া পালাইয়া গেল না, সেই পাকুড়তলায় ধূনী জ্বালাইয়া গঁট হইয়া বসিয়া রহিল। অমৃতময়ী ধনবান লোকের কন্যা, তাঁহার পিতা সেই গ্রামের দলপতি ছিলেন, অমৃতময়ী যদি ঘুনাক্ষরে সেই রাত্রের ব্যাপারটা প্রকাশ করিয়া দিতেন, তাহা হইলে গ্রামের ভদ্র লোকেরা সেই কপট সন্ন্যাসীকে একেবারে গুঁড়া করিয়া ফেলিতেন। দুঃসাহসী সন্ন্যাসী সেটা একবার মনেও ভাবিল না। তারকেশ্বরের ফল্‌নাগিরির বাবুগিরিতে নবীনের বঁটীতে এলোকেশী খুন, জেলখানায় দুষ্টমহন্তের ঘানিটানা, সে ঘটনাটা ঐ কপট সন্ন্যাসীর কন্দর্পগিরীর অনেক পরের কথা; কাণ্ডটা প্রকাশ পাইলে তাঁহার পাপের কিরূপ গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত হইত, সকলেই তাহা বুঝিতে পারিতেছেন।

কুমার সম্ভবের সূচনায় ত্রিলোচনের লোচনানলে কামদেব ভষ্ম হইয়াছিল, কার্ত্তিকের জন্মের পর কামদেব পুনরায় অন্য স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তথাপি আজি পর্য্যন্ত কামদেবের নাম অনঙ্গ। কাটোয়ার গঙ্গাতীরের কপট কন্দর্প অনঙ্গ নহে, পূর্ণাঙ্গবিশিষ্ট; কেহ তাহাকে ভষ্ম করেন নাই, তাহার পরিণাম কিরূপ হইল, জানিয়া রাখা আবশ্যক।

সতীর সতীত্বনাশের চেষ্টা করা সাধারণ পাপ নহে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে পতিপরায়ণা সতীর কোপদৃষ্টিতে পাপীরা ভষ্ম হইয়া যাইত, পুরাণে এরূপ

দৃষ্টান্ত অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। অমৃতময়ীর কোপানলে, কপট কন্দর্পের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত অমৃতময়ীকেও চেষ্টা করিতে হয় নাই, ধর্ম্মের মহিমায় অন্য প্রকারে সেই পাপিষ্ঠের উচিত মত প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেল।

যে রাত্রে কন্দর্পবেশ ধারণ, তাহার একমাস পরে সেই ভণ্ডসন্ন্যাসী একদিন হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল। লোকটা মধ্যে মধ্যে ঐরূপে অদৃশ্য হইয়া যাইত, কিছুদিন পরে আবার ফিরিয়া আসিত। লোকেরা মনে করিলেন, এবারেও হয়তো সেইরূপে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, আবার আসিবে। সন্ন্যাসী আসিয়াছিল; কিন্তু পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেরূপে আসিত, সেরূপে আসিতে হয় নাই। যে দিন সে পাকুড়তলা ত্যাগ করিয়াছিল, তাহার প্রায় দেড় মাস পরে পুলিশের লোকেরা তাহাকে বন্ধন করিয়া আনিয়াছিল। হাতে হাতকড়ী, পায়ে বেড়ী, বাহুযুগল রজ্জুবদ্ধ। তখন আর সন্ন্যাসীবেশ ছিল না, দিব্য রূপবান্ যুবাপুরুষ। তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত সেই পাকুড়তলায় অনেক লোক জমা হইল, মুখ দেখিয়া সকলেই চিনিল। সকলেরই আশ্চর্য্য বোধ হইল। পূর্ব্বে প্রকাশ আছে, জ্যোৎস্নারাত্রে সন্ন্যাসী যখন গঙ্গাস্নান করিত, গ্রামের ডাংপিটে ছোঁড়ারা তখন লুকাইয়া লুকাইয়া গাছে উঠিয়া দেখিত, কার্ত্তিকের মত রূপ। বন্দীকে দেখিবার জন্য বৃক্ষতলে যে জনতা হইয়াছিল, সেই জনতামধ্যে সেই প্রকারের ছোক্‌রারাও উপস্থিত ছিল; অন্য লোকেরা সন্ন্যাসীটাকে যেমন চিনিয়াছিলেন, সেই বালকেরা তদপেক্ষায় আরো ভালরূপে চিনিয়াছিল; দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া তাহারা সকৌতুকে করতালী দিয়া হাস্য করিয়াছিল। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিলেও একজন বালক অগ্রবর্ত্তী হইয়া সকলের সাক্ষাতে বলিল, "এই বটে সেই;—এই লোকটা রাত্রে যখন গঙ্গাস্নান করিত, চাঁদের আলোতে তখন আমরা দেখিতাম এইরূপ চমৎকার মূর্ত্তি।" বালকের কথা শুনিয়া সমাগত

লোকেরা বিস্ময়াপন্ন হইলেন, কিন্তু পুলিশের লোকেরা বিস্ময় প্রকাশ করিল না।

পুলিশ কি কারণে সন্ন্যাসীকে বাঁধিয়া আনিয়াছে, সেই তত্ত্ব জানিবার জন্য কৌতুহলী হইয়া একটী ভদ্রলোক সেই প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। পুলিশ প্রহরীগণের অধিনায়ক ছিলেন একজন দারোগা, ভদ্রলোকের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, "ভয়ঙ্কর অভিযোগ, ভয়ঙ্কর রহস্য সন্ন্যাসীবেশে এই লোকটা এখানকার যে আশ্রমে রাত্রিকালে বাস করিত সেই আশ্রমে চলুন, সেইখানে বসিয়াই সকল কথা বলিব। যতলোক এখানে জড় হইয়াছে ইহাদের সকলকে সেখানে যাইতে দেওয়া হইবে না, মাতব্বর মাতব্বর পাঁচজন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে আসিতে পারিবেন।"

তাহাই হইল। পাঁচজন ভদ্রলোক সঙ্গে লইয়া দারোগা মহাশয় সেই পূর্ব্ব কথিত কুটীরাভিমুখে চলিলেন, বন্দীকে লইয়া প্রহরীগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কুটীরে উপস্থিত হইয়া দারোগা মহাশয় একখানা কম্বল আসনে উপবেশন করিলেন, আর একখানা খর্জ্জুর পত্রের চেটাই পাতিয়া ভদ্রলোকেরা বসিলেন; প্রহরীরা বন্দীকে বেষ্টন করিয়া সম্মুখভাগে দাঁড়াইয়া রহিল। দারোগা মহাশয় খান কতক লম্বা লম্বা কাগজ বাহির করিয়া, তাহাতে যাহা যাহা লেখাছিল, তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ স্থলগুলি পাঠ করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, বন্দীর নাম মাধবকৃষ্ণ সমাদ্দার, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই লোকটা নদীয়া জেলার এক গ্রামে এক দল ডাকাতের সহিত ডাকাতি করিয়া পলাইয়া গিয়াছিল, সেই দলে ২২ জন ডাকাত ছিল, তন্মধ্যে ৭ জন ধরা পড়ে, তাহারা সকল ডাকাতের নাম বলে নাই, দুই জনের নাম বলিয়াছিল, সেই দুই জনের মধ্যে এই একজন। ইহার বাড়ী কোথায়, এজ্‌হারী আসামীরা তাহাও প্রকাশ করিয়াছিল, বাড়ীতেও অনুসন্ধান করা হইয়াছিল, ইহাকে পাওয়া

যায় নাই। ইহার মা আছে, স্ত্রী আছে, এক পুত্র আছে, ছোট একটী কন্যাও আছে। লোকটা সেই ডাকাতির পর তিন বৎসর কোথায় কোথায় ছিল তাহা স্পষ্ট প্রকাশ নাই, এক স্থলে পুলিশের দুইজন গোয়েন্দা ইহাকে দেখিয়াছিল, তখন সন্ন্যাসীবেশ ছিল না; গোয়েন্দারা ছদ্মবেশে প্রায় একমাস কাল ইহাকে দেখিয়াছিল, ইহার চাল চলনের উপর নজর রাখিয়াছিল; একজন মধ্যে মধ্যে ইহার নিকটে গিয়া দুই একটা কথা কহিয়াছিল, সত্যকথা জানিতে পারে নাই; দূরে দূরে থাকিয়া, অপরের মুখে নামধাম জানিয়া লইয়াছিল, বিশেষ প্রমানাভাবে গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। লোকটা কি সূত্রে কাহার মুখে পুলিশ গোয়েন্দার গুপ্তসন্ধানের আভাস পাইয়া তথা হইতে পলায়ন করে, তাহার পরেই এইখানে আসিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া বসিয়াছিল। এখানেও মধ্যে মধ্যে পুলিশের লোক ছদ্মবেশে আসিয়া ইহাকে দেখিয়া যাইত।

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া একটী ভদ্রলোক একটু চমকিয়া উঠিলেন। কি একটা পূর্ব্বকথা তাঁহার মনে পড়িল। দুই একবার তিনি এক একজন হিন্দুস্থানী লোককে পাকুড়তলায় দেখিয়াছিলেন, একদিন সেই রকমের একজন লোকের পায়ে পুলিশের ধরণের জুতা দেখিয়া পুলিশের লোক বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, ভাব কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। সেই কথা তাঁহার মনে হইল, কিন্তু দারোগাকে কিছু বলিলেন না।

দারোগা বলিতে লাগিলেন, লোকটা এইখানে সন্ন্যাসী হইয়া বসিয়া ছিল, মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে যাইত, কোথা হইতে যোগাড় করিয়া টাকা আনিত, দশ পনের দিন বাড়ীতে থাকিত; বাড়ীতে ইহার যে কন্যা আছে, তাহার বয়স এক বৎসর। লোকটা এখানে আছে দুই বৎসর, ইহার মধ্যে এক বৎসর পূর্ব্বে সেই কন্যার জন্ম। বাড়ীতে যাইবার সময় ইহার সন্ন্যাসী বেশ থাকিত না, নিজবেশেই সংসারের কাজকর্ম্ম করিত। অনেক থানার পুলিশ গোপনে গোপনে তক্কে তক্কে ফিরিত,

সমস্ত খবর রাখিত; প্রমাণ চূড়ান্ত হওয়াতে এইবার গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এইবার নিজ বাড়ীতেই ধরা পড়িয়াছে।

একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্দী এখন বলে কি ?"

দারোগা বলিলেন,—"অপরাধ কবুল করিয়াছে। যখন বন্ধন করা হয় নাই, ছাড়িয়া দিবার আশ্বাস দিয়া সেই সময় আমরা ইহার সমস্ত গুপ্ত কথা বাহির করিয়া লইয়াছি। লোকটা বোকা; লেখাপড়া জানে না, ১০।১২ বৎসর বয়স হইতেই পেসা ছিল চুরিকরা। প্রথমে ছিল ছিঁচ্‌কে চোর, ক্রমে ক্রমে হইয়া দাঁড়াইয়াছিল পাকা চোর। নদীয়া জেলার ডাকাতি ভিন্ন তৎপূর্ব্বে আরো দুই তিন যায়গায় ডাকাতি করিয়াছিল, ধরা পড়ে নাই। এইবার ধরা পড়িয়া একে একে কবুল দিয়াছে, বাড়ীর গোলাঘরের নীচে গর্ত্ত খুঁড়িয়া চোড়ামাল ও নগত টাকা পুতিয়া রাখিয়াছিল, সেই গুপ্তস্থান হইতেই দফা দফা টাকা তুলিয়া আনিয়া এখানে ব্রাহ্মণভোজন করাইত। ইহার কথা প্রমাণে সেই গোলার নীচে হইতে আমরা নগতে ও ব্যাঙ্ক নোটে ১৫০০ দেড় হাজার টাকা এবং সোনারূপার অনেক অলঙ্কার বাহির করিয়াছি। আর কোন প্রমাণের অপেক্ষা না রাখিয়া, আমরা ইহাকে বন্ধন করিয়া এখানে আনিয়াছি। বন্ধনের অগ্রে ইহার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী জনকতক প্রতি-বাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা হইয়াছে, যৌবনের প্রথম অঙ্কুর হইতেই লোকটা বদ্‌মাস্; ইতর জাতীয়া ৫।৭টী স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ করিয়াছিল, গ্রামের মধ্যেও এক একজনের বাড়ীতে চুরি করিতে গিয়া, তাড়া খাইয়া পলায়ন করিয়াছিল।"

যাঁহারা দারোগার মুখে ঐ সকল কথা শুনিলেন, ক্রোধে, ঘৃণায় তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ ফুলিতে লাগিল। তাঁহারা মনে মনে ভাবিলেন, কি পাপ! আমরা এই বদ্‌মাস ডাকাতের পদধূলি লইয়াছি, সন্ন্যাসী বলিয়া প্রণাম করিয়াছি, প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে। ধর্ম্মের মহিমা ধর্ম্মই

দেখাইয়া দেন ; ধর্ম্মের বিচারেই এই পাপিষ্ঠ পাষণ্ড কারাগারে প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

দারোগা মহাশয় অতঃপর সেই ভদ্রলোকগুলিকে প্রহরী বেষ্টিত শৃঙ্খলাবদ্ধ ভণ্ড সন্ন্যাসীটাকে সঙ্গে লইয়া সেই গ্রামের বাড়ী বাড়ী দেখাইয়া আনিলেন, সকলেই তাঁহাদের পূজ্য সন্ন্যাসীর ইতিহাস শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মের জয়কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বন্দীকে যখন অমৃতময়ী দেবীর সদরবাড়ীর উঠানে লইয়া যাওয়া হইল, উপরের গবাক্ষপথ হইতে অমৃতময়ী যখন সেই বন্দীর মূর্ত্তি দর্শন করিলেন, পূর্ব্বাপর জীবন-কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ শ্রবণ করিলেন, ধর্ম্মের উদ্দেশে গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া তখন তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "এই সেই কলির কন্দর্প! এই পাষণ্ডের করাল-কবল হইতে ধর্ম্মই আমাকে রক্ষা করিয়াছেন ; ইহাকে দণ্ড দিবার নিমিত্ত আমাকে কোন চেষ্টা করিতে হইল না, সংসারে যিনি পাপী লোকের দণ্ডবিধানে সর্ব্বময় কর্ত্তা, তিনিই সমুচিত দণ্ডবিধান করিলেন। চিরদিন ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পরাজয়।"

যাদবকৃষ্ণ সমাদ্দার ফৌজদারীতে চালান হইয়া গেল, দায়রায় জজ সাহেবের বিচারে তাহার দশ বৎসর দ্বীপান্তরবাসের দণ্ডাজ্ঞা হইল। সন্ন্যাসীর চেলাদের কোন অনুসন্ধান হইল না।

সুখের বাসর

ঐতিহাসিক উপন্যাস

“[illegible]মহল”, “শিশমহল”, “নূরমহল” প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়-লিখিত

বিজ্ঞাপন

"সুখের বাসর" ইতিপূর্ব্বে মৎ সম্পাদিত "বসুধা" নাম্নী মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক বাহির হইয়াছিল, এক্ষণে ইহা স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হইল।

২রা ফাল্গুন, ১৩২০ সাল
২২, ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন,
কলিকাতা।

প্রকাশক।

সুখের বাসর

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুনীল গগনের নীলিমার কোলে কেবল কতকগুলি উজ্জ্বল তারা জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। গগনে তখনও চন্দ্রোদয় হয় নাই এবং হইবার বিলম্ব নাই, তাই আবার অত আধিপত্য। সমুজ্জ্বল হীরকখণ্ডের মত কোনটা বা খুব জ্বলিয়া উঠিতেছে, আবার কোনটা খুব ক্ষীণপ্রভ হইয়া বিশাল গগনের কলঙ্ক রূপে বিরাজ করিতেছে। আবার কোথাও বা কতকগুলি তারকা ঘোট বাঁধিয়া প্রাণে প্রাণে মিশিয়া নিভৃতালাপ করিতেছে।

আকাশ সম্পূর্ণরূপে মেঘশূন্য। সেদিন যেন মেঘগুলা মতলব আঁটিয়াই আকাশে দেখা দেয় নাই, চাতক যেমন মেঘবারি না হইলে পান করে না—তেমনি মেঘগুলা পূর্ণচন্দ্রের সমুজ্জ্বল জ্যোতি ভিন্ন আর কিছুই অঙ্গে মাখিতে চায় না। সেদিন চাঁদ ছিল না—তাই তাহারা এখনও আসে নাই, বোধ হয় চাঁদ উঠিলে তাহারা নিশ্চয়ই গগনগাত্রে ছড়াইয়া পড়িবে।

প্রকৃতি সমীরণ কম্পন বিহীন। শ্যামল বিটপীর একটী পত্রও বিকম্পিত করিয়া শ্রুতিসুখময় মর্ম্মরধ্বনি উঠিতেছিল না। সম্মুখের সমুন্নত ভূধর শীর্ষাশ্রিত তরুগুল্মগুলি একটুও সঞ্চালিত হইতে ছিল না। সব যেন--নিথর—নিস্পন্দ—শক্তিহীন।

সুদারুণ আঁধারে পর্ব্বতচূড়া শ্যামল বিটপীশীর্ষ দরী, উপত্যকা

ঘেরিয়াছে। সমীরণ প্রবাহবিহীন—সেই ভীষণ অন্ধকারে যেন আরও ভীম মূর্ত্তি ধরিয়া সিংহগড় দুর্গের আদ্যোপান্ত গ্রাস করিয়াছিল।

রজনীর দ্বিযাম উত্তীর্ণপ্রায়। সুপ্ত প্রকৃতির বুকে কেহই জাগিয়া নাই। আছে পেচকাদি নিশাচর। তাহাদেরই মৃদু বা দ্রুতগতি গমন সঞ্জাত শুষ্ক পত্র সমন্বিত ভূপৃষ্ঠের উপর কখন কখন মৃদু শব্দ সমুত্থিত হইতেছিল। আর সেই শব্দে দুর্গপ্রাকারের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় সমধিষ্ঠিত এক যৌবনোন্মুখী বালিকা বিরাট নিস্তব্ধতার মধ্যে একটু যেন কম্পন অনুভব করিতেছিল।

সেই বালিকা গৌরকান্তি। সে কান্তির তুলনা নাই—প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। সেই কৃতজ্ঞতাময় বিশালায়ত লোচন পলকবিহীন। অবেণী সম্বদ্ধ ভ্রমর কৃষ্ণ কেশরাশি—পৃষ্ঠাবরণকারী কারুকার্য্যময় ওড়নার উপর অসংযতভাবে বিক্ষিপ্ত। তাহার মুখে—প্রতিভা—তেজ—উত্তমও উদ্দীপনা। রমণীসুলভ চপলতা সে মুখে নাই। সে মুখ যেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত অতি গভীর, বালিকা তাহার উৎসুক দৃষ্টি দূরে—অতিদূরে প্রসারিত করিয়া উৎকণ্ঠার সহিত এক চঞ্চল আলোক শিখার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে বলিতেছিল,—"ঐইত মুসলমান শিবিরের আলোক। ঐখানেই ত রাজপুতের শত্রু-শিবির সংস্থাপন করিয়া আছে। কাল হয় ত তাহারা এই দুর্গে উপস্থিত হইয়া আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে পারে। আমাদেরও পথের ভিখারী করিতে পারে! পিতা মহাচিন্তায়—শয্যায় শুইয়া ছট্‌ফট করিতেছেন—আর আমি প্রাণের যাতনায় এখানে আসিয়াছি। এ রাজ্যে এমন বীর কেহ কি নাই—যে এক্ষণে ঐ মুসলমান শিবিরের বিনাশসাধন করিতে পারে?"

এই চিন্তার সহিত বালিকার মুখ হইতে অস্ফুট স্বরে তাঁহার মনোভাব বাহির হইয়া পড়িল। বায়ুস্তরে কে যেন প্রতিধ্বনি করিল—"কেহ কি নাই—যে এখানে ঐ মুসলমান শিবিরের ধ্বংস সাধন করিতে পারে।"



অপ্সরী পান্নাদেবী

BURMAN PRESS CALCUTTA

[সুখের বাসর—৩৯ পৃঃ।]

সেই গভীর অন্ধকার মথিত করিয়া এক গম্ভীর স্বর নীচে হইতে বলিল—"পারে। অনেকেরও প্রয়োজন হয় না—ইচ্ছা করিলে একজনেই করিতে পারে।"

এ কণ্ঠস্বর বালিকার পূর্ব্বপরিচিত। সে যেন এই কণ্ঠস্বরে ব্যাধভয় ভীতা হরিণীর ন্যায় চমকিয়া উঠিল। তাহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তন হইল। যদি অন্ধকার না হইয়া দিবালোকে এই ব্যাপার ঘটিত, তাহা হইলে যে কেহ সেখানে উপস্থিত থাকিত,—সেই দেখিত—ঘৃণায় লজ্জায় সেই কিশোরীর রক্তরাগ রঞ্জিত গণ্ডদেশ আরও আরক্তিম হইয়াছে।

বালিকা সেই সমুন্নত দুর্গ প্রাকার হইতে—ঘৃণামিশ্রিত-স্বরে বলিল,—"পারে! কিন্তু তোমার মত লোকের নিকট এরূপ প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।"

সেই দুর্গ নিম্ন হইতে যে ব্যক্তি কথা কহিয়াছিল—সে বলিল,—"প্রাণ অতি তুচ্ছ! এ রাজ্য যার বাহুবলে রক্ষিত—সে ইচ্ছা করিলেই সেই বাহুর শক্তিতেই সম্রাটের এ বিশাল বাহিনী নর্ম্মদা পারে পৌঁছাইয়া দিতে পারে। কিন্তু—কিন্তু পান্না—"

দুর্গ প্রাকার হইতে সেই রমণী বলিল,—"দুর্জ্জয়সিংহ! তোমার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল কেন? এক "কিন্তুতেই" সব শেষ করিলে কেন? পান্নাকে তুমি চাও! অনেক দিন হইতে তা জানি! কিন্তু মনে ভাবিয়া দেখ দেখি—তুমি কি পান্নার উপযুক্ত!"

দুর্জ্জয়সিংহ বলিল,—"না—স্বীকার করিতেছি—কিছুতেই নয়। পান্না—অপ্সরী—পান্নাদেবী। পান্নার রূপ দেখিয়া—ভুবন মোহিত হয়! আমি জানি—আমি পান্নার উপযুক্ত নই। কিন্তু কিসে তার উপযুক্ত হইব—পান্না যদি একথা খুলিয়া বলে—আমি তাহাই করিব। সহস্র প্রাণ বলি দিলে—যদি পান্না সন্তোষ হয়—আমি তাহাই করিব।"

গর্ব্বিতা মরালীর ন্যায় গ্রীবা উন্নত করিয়া সেই দুর্গ প্রাকার হইতে

গম্ভীর স্বরে পান্না বলিল—"যদি তাহাই হয় দুর্জ্জয়সিংহ! তাহা হইলে তুমি এখনই—সেনা লইয়া ভীমবেগে ঐ মুসলমান শিবিরের ধ্বংশ সাধন কর। মালবরাজের শত্রু ভয় নিবারণ কর। এ কার্য্যে যদি তোমার জীবন যায়—যুদ্ধে যদি তুমি বীরের গৌরব অর্জ্জন করিয়া মরিতে পার—যদি তোমার মৃত দেহের শোণিতে ধরা রঞ্জিত হয়—জানিও—এই পান্না তোমার মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া—চিতারোহন করিবে! পরলোকে তোমার সহিত মিলিত হইয়া—অনন্ত সুখ সম্ভোগ করিবে।"

"যদি তাহাই হয়—তাহা হইলে জানিও—পান্না—এ অধম দুর্জ্জয়সিংহ এক্ষণেই আকবর সাহের স্কন্ধাবার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া আসিবে। বল—পান্না—তুমি যাহা বলিতেছ— তাহা তোমার মনের কথা কি না?"

পান্না বলিল,—"রাজপুত কন্যারা—কখনও মিথ্যা বলিতে জানে না। যোধসিংহের কন্যা কখনও মিথ্যা বলিতে শিক্ষিত হয় নাই। জানিও দুর্জ্জয়! যখন দেখিব—তুমি বাহুবলে, অসিবলে, মুসলমানের শিবির ধ্বং করিয়া—এ স্বাধীন মালবের ভয় নষ্ট করিয়াছ—যোধসিংহের দুশ্চিন্তা অবসান করিয়াছ—তখন—তোমার চরণের দাসী হইয়া আত্মবিক্র করিব। নচেৎ—তোমার সঙ্গে এই শেষ সাক্ষাৎ।"

দুর্জ্জয়সিংহ কোষ হইতে সুতীক্ষ্ণ তরবারি বাহির করিয়া বলিল,—"পান্না—তোমার পিতা আমাকে এই গভীর নিশীথে দুর্গ পরিদর্শন করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন। দাঁড়াও—পান্না অই খানে! সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র হইয়া – অইখানে দাঁড়াইয়া আমার হইয়া এই দুর্গ পর্য্যবেক্ষণ কর। যদি কল্য প্রভাতে—মুসলমান শিবির ধ্বংশ করিয়া এই দুর্গে প্রবেশ করিতে না পারি, তাহা হইলে তুমি আমার মুখদর্শন করিও না।

পান্না বলিল,—"তাহাই হউক দুর্জ্জয়! আমি ঘৃণা ভুলিব, বিরাগ ভুলিব—চিরানুরাগিনী হইয়া তোমার চরণের দাসী হইব। কিন্তু যাহা বলিতেছ—তাহা পারিবে কি?"

কলির কন্দর্প

ভণ্ডযোগীর গুপ্ত কথা

ঙ্কিমবাবুর গুপ্ত কথা", "হরিদাসের গুপ্ত কথা" প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীভূবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-লিখিত

বিজ্ঞাপন

"কাজল কমল" ইতিপূর্ব্বে মৎ সম্পাদিত "মহুয়া" নামী মাসি পত্রিকায় ধারাবাহিক বাহির হইয়াছিল, এক্ষণে ইহা স্বতন্ত্র ভা বাহির হইল।

৫ই ফাল্গুন, ১৩২০ সাল
২২, [illegible] চক্রবর্ত্তীর রোড,
কলিকাতা।

প্রকাশক।

"দোহাই একলিঙ্গের! দোহাই ভগবানের! আমি বিদ্রূপ করি নাই, বৃথাগর্ব্ব করি নাই। চলিলাম—পান্না! হাসি মুখে বিদায় দাও।" এই কথা বলিয়া দুর্জ্জয়সিংহ দুর্গ ত্যাগ করিয়া অন্ধকারে মিশাইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দুর্জ্জয় সিংহ সেই ভীমান্ধকার মধ্যে মিশাইয়া গেলে, পান্না বহুক্ষণ ধরিয়া এক দৃষ্টে তাহার গন্তব্য পথের দিকে চাহিয়া রহিল বটে—কিন্তু সে ভীষণ অন্ধকারে সে কিছুই দেখিতে পাইল না। সে এক একবার মনে মনে ভাবিল হয় ত দুর্জ্জয় সিংহ তাহাকে স্তোকবাক্যে ভুলাইয়াছে,—আবার ভাবিল, না—তাহা সম্ভব নয়। সে বাহ্য আকৃতিতে কুৎসিৎ হইলেও—তাহার হৃদয়ে যথেষ্ট সাহস—বাহুতে যথেষ্ট শক্তি, আর অসির লক্ষ্যও অব্যর্থ। কিন্তু এই স্বল্পপরিমাণ রাজপুত সৈন্য লইয়া সে যে কি করিয়া আকবর সাহের বিশাল বাহিনীর ধ্বংশ সাধন করিবে—তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

পান্না দুর্গ প্রাকারে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নানা কথা ভাবিল। আবার আশাপূর্ণ নেত্রে, সেই অন্ধকারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অস্ফুট-স্বরে বলিল, "যাও দুর্জ্জয়—তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া আইস। এই সিংহগড়ের সেনাপতি বলিয়া তোমার যে দর্প অভিমান, তেজ আছে—তাহাতে যেন তিলমাত্র কলঙ্ক স্পর্শ না করে। ভগবান একলিঙ্গ তোমার প্রাণের আশা পূর্ণ করুন।"

পান্না একটী দীর্ঘ নিশ্বাস্ ফেলিয়া দুর্গ প্রাকার হইতে ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিল। তাহার সহসা মনে পড়িল,—"দুর্জ্জয় সিংহ বলিয়া

ছিল—যে সে—রাত্রিকালে দুর্গপরিরক্ষার ভার পাইয়াছে। সে যদি চলিয়া গেল—তাহা হইলে দুর্গ রক্ষা করিবে কে? তবে কি সে তাহার অধীনস্থ কোন সেনানায়ককে দুর্গ রক্ষার ভার দিয়া গিয়াছে? যদি তাহা না করিয়া থাকে—যদি হৃদয়ের উত্তেজনা বশে সে সহসা চলিয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে কি হইবে। নিকটবর্ত্তী প্রান্তরেই যে শত্রু শিবির। এই রাত্রে শত্রু যদি উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া দুর্গাক্রমণ করে—তাহা হইলে দুর্জ্জয় সিংহ ভিন্ন তাহা রক্ষা করিবে কে? তাহার পিতা যখন শুনিবেন, একমাত্র কন্যার নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে এই মহাসর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে—তখন তিনিই বা বলিবেন কি?"

পান্না এই সব ভাবিয়া উন্মাদিনীর মত হইল—তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সেই অন্ধকার বেষ্টিত নিস্তব্ধ নৈশ জগত তাহার চক্ষের সম্মুখে যেন ভাটার মত ঘুরিতেছে। দারুণ মর্ম্ম জ্বালায় কাতর হইয়া, উন্মাদিনী পান্না দুর্গ প্রাকার হইতে নামিয়া পিতার কক্ষে উপস্থিত হইল। পান্না দেখিল তাহার বৃদ্ধ পিতা যোধসিংহ এক মনে উন্মুক্ত বাতায়ন পথ দিয়া সুনীল আকাশের দিকে চাহিয়া কি দেখিতেছেন! কক্ষ দীপোজ্জ্বলিত। সে উজ্জ্বল আলোকে পান্না দেখিল তাহার বৃদ্ধ পিতার মুখ বিরস মলিন-চিন্তা কাতর—বিষন্ন ভাব সমাচ্ছন্ন।

পান্না স্নেহ মধুর-স্বরে দ্বারের নিকট হইতে ডাকিল—"বাবা—কি ভাবিতেছ! এক দৃষ্টে আকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছ"?

বৃদ্ধ কন্যার কণ্ঠস্বর শুনিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন। রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। একি আশ্চর্য্য—পান্না এখনও ঘুমায় নাই।

বৃদ্ধ যোধসিংহ—তিরস্কার পূর্ণ স্বরে বলিলেন—"পান্না! তুমি এখনও নিদ্রা যাও নাই কেন?"

পান্না কিয়ৎক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া বলিল, "নিদ্রা! কই—সে ত বহুদিন আমার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছে।—হায়! হায়! কেন পিতা আমি তোমার কন্যা হইয়া জন্মিয়াছিলাম।"

বৃদ্ধ যোধসিংহ দেখিলেন—পান্নার কণ্ঠস্বর গম্ভীর। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—তাহার নয়নে অশ্রুধারা। যোধসিংহ কন্যার চক্ষে অশ্রুধারা দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তাহার সকল চিন্তা, সকল দুর্ভাবনা যেন সেই অশ্রুরাশি কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল। তিনি কন্যাকে নিজের কাছে বসাইয়া উত্তরীয় দ্বারা তাহার গণ্ড প্রবাহী অশ্রুধারা মুছাইয়া দিলেন। তার পর সস্নেহ স্বরে বলিলেন, "কেন মা পান্না! কাঁদিতেছ কেন?"

পান্না বলিল "যে সন্তান পিতার দুঃখ মোচন করিতে পারে না, যে সন্তান দুর্ভাবনা কাতর বিপদাপন্ন পিতার মনের কার্য্য চিন্তার ভার লইতে পারে না—তাহার সন্তান জন্মই বৃথা! এই বৃদ্ধ বয়সে কোথায় আপনি শান্তি সুখ সম্ভোগে দিন কাটাইবেন—তাহা না হইয়া আজ আপনার এ দুর্দ্দশা। এই রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে আপনার সামান্ত দরিদ্র প্রজাকুল সুখে ঘুমাইতেছে—আর আপনি আকাশের দিকে চাহিয়া বিনিদ্র নেত্রে রাত্রি যাপন করিতেছেন।"

যোধসিংহ বলিলেন, "মা! এজন্য ত তুমি দায়ী নও! আমি আবার নিজ কর্ম্ম ফল ভোগ করিতেছি। সেই ক্ষত্রিয় কুলাধম মানসিংহ, যখন তোমার রূপলাবণ্য দেখিয়া বিমোহিত চিত্তে, তোমায় পত্নীত্বে বরণ করিবার জন্য দূত পাঠাইয়াছিল—তখন যদি আমি সে দূতকে অবমাননা না করি, কঠোর উত্তরে—অথবা রক্তের অর্ঘ্যে প্রেরণ বিদায় না করি—তাহা হইলে আমার আজ এ বিপদ উপস্থিত হয় না। কিন্তু যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। এ জগতে যাহা হইয়াছে তাহার স্রোত ফিরাইতে কেহই সক্ষম নয়। আমার কর্ম্ম ফল আমি ভোগ করিতেছি—তাহাতে

তোমার অপরাধ কি মা? যাও, রাত্রি অধিক হইয়াছে—শয়ন-কক্ষে যাও।”

পান্না কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিয়া বলিল, “পিতঃ—মানসিংহের সহিত সন্ধি করিলেও সব হাঙ্গাম মিটিয়া যায়। আর আমি আপনার কষ্ট দেখিতে পারি না। আমার অনুরোধ—আমার কাতর প্রার্থনা—সেই অম্বররাজকে এক্ষণে বলিয়া পাঠান যে—আপনি আমাকে তাঁহার কাছে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত। তাহাতে আপনার রাজ্য—প্রাণ—সম্পদ—শান্তি সবই রক্ষা পাইবে। নিজের কর্ম্ম ফলই যদি তাহার জন্য নিয়ন্তা হয়—আপনি এই মাত্র যাহা বলিলেন—তাহা যদি সত্য হয়— পিতা—পিতা—আমায় মানসিংহের হাতে তুলিয়া দিন। না—দেন, আমি স্বেচ্ছায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আত্ম সমর্পণ করিব। ধিক্! এ সন্তান জীবন! ধিক্ এ নারী জীবন! যদি পিতার কষ্ট মোচন করিতে না পারিলাম।”

যোধসিংহ এই কথায় বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে পান্নার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তৎপরে ভীষণ স্বরে বলিলেন—“না—না—তা হইতে পারে না। হইতে দিব না। যতক্ষণ এ দেহে এক বিন্দু শিশোদিয়া শোণিত কণা থাকিবে—ততক্ষণ হইতে দিব না—যতক্ষণ এ প্রাণের স্পন্দন জন্মের মত না থামিবে, ততক্ষণ হইতে দিব না। পান্না! হতভাগিনী, তুই কি ভুলিয়া গিয়াছিস্—যে রক্তে মহারাণা প্রতাপের জন্ম,—তোর পিতার দেহে মজ্জায় অস্থিতে ধমনীতে সেই শোণিত স্রোত প্রবহমান। যদি তুই এ ঘৃণিত কার্য্যে অগ্রসর হোস, বুঝিব তুই আমার ঔরসজাত কন্যা নস্। যে মুহূর্ত্তে দেখিব—তুই নীচ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিস, সেই মুহূর্ত্তে এই তীক্ষ্ণ ছুরিকা তোর বুকে আর আমার বুকে বসাইয়া দিয়া সকল যাতনা, সকল কলঙ্কের অবসান করিব। তোকে মানসিংহের হস্তে তুলিয়া দেওয়া অপেক্ষা, স্বহস্তে তোর মৃত্যু ঘটান আমি শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচনা করি।”

পান্না পিতার এ ভীষণ প্রতিজ্ঞাবাণী শুনিয়া মনে মনে শিহরিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"পিতঃ! আমার নিজের কোন স্বার্থ লইয়াই আমি এ প্রস্তাব করি নাই। যাহাতে আপনার রাজ্য রক্ষা হয়, এ বৃদ্ধ বয়সে আপনার রাজ-সম্মান বজায় থাকে—যাহাতে শত্রু হস্তে আপনার শোচনীয় মৃত্যু না ঘটে, তাহার জন্যই আমি এ কথা বলিয়াছি।"

যোধসিংহ তখনও আহত সর্পের ন্যায় ক্রোধে ফুলিতেছিলেন। কন্যার এই কথা শুনিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন,—"পান্না! রাজ্যসুখ অনেক ভোগ করিয়াছি। ক্ষত্রিয় রাজগণ আমার বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। ক্ষত্রিয়, শত্রু হস্তে প্রাণ দিতে কখনই ভীত হয় না। মৃত্যু? কি মৃত্যুভয় দেখাইতেছ পান্না! জীবনের সুখময় যৌবন সময়ে যে যোধসিংহ অসিহস্তে রণক্ষেত্রে প্রতাপের পাশে পাশে থাকিয়া, রাজপুত-গৌরব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, সে কখনও মৃত্যুকে ভয় করে না। রাজ-সম্মান, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সব নর্ম্মদা সলিলে নিমগ্ন হউক, তাহাতে এ বৃদ্ধ যোধসিংহ কিছুতেই কাতর হইবে না। সংসারে আলো আঁধার ছাড়া যেমন আর কিছুই নাই, সেইরূপ মানব ভাগ্যে সুখ ও দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নাই। সমগ্র মেবারেশ্বর মহারাণা প্রতাপ সিংহ যখন রাজকক্ষের বিলাস, স্বর্ণময় পাত্রে আহার্য্য ত্যাগ করিয়া, পর্ণশয্যায় শুইয়া, মৃত্তিকার উপর বজরির রুটি খাইতে পারিয়াছিলেন—তখন সেই বংশে জন্মিয়া, আমি যে রাজ্যচ্যুতির সামান্য কষ্ট সহ্য করিতে পারিব না, তাহা মনে করিও না; মা! তুমি বালিকা, এ সব বিষয়ে যোধসিংহ বালিকার পরামর্শ প্রার্থী নন। আমার দক্ষিণ বাহু স্বরূপ দুর্জ্জয় সিংহ বর্ত্তমান থাকিতে আমার কোন ভয়ই নাই।"

পান্না বলিল, "সত্যই তাই পিতা! আপনাকে দুর্জ্জয়ের শক্তি সাহসের কথা বলিতেই আসিয়াছিলাম।"

এই বলিয়া পান্না সেই রাত্রের সমস্ত ঘটনা পিতার নিকট অকপটে ব্যক্ত করিল।

যোধসিংহ সমস্ত কথা শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া রুষ্ঠ স্বরে বলি‧লেন "পান্না! সর্ব্বনাশ! কেন তুই আমার কন্যা হইয়া জন্মিয়াছিলি! কেন কন্যা হইয়া তুই পিতার এ সর্ব্বনাশ করিলি! কেন তুই আমার দক্ষিণ বাহু ভাঙ্গিয়া দিলি! দুর্জ্জয়! দুর্জ্জয়! করিলে কি! এক সংসার জ্ঞান হীনা রাজপুত তেজ দর্পিতা বালিকার কথা শুনিয়া তুমি ভীষণ বিপদের মুখে আত্মসমর্পণ করিলে! পান্না! পান্না! তুই আমার সম্মুখ হইতে দূরহ!"

এই বলিয়া যোধসিংহ উন্মাদের ন্যায় সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। পান্না পিতার এ অবস্থা দেখিয়া ভীত ও স্তম্ভিত! সে নির্ব্বাক নিশ্চল প্রতিমার ন্যায় সেই কক্ষ মধ্যে দাঁড়াইয়া কত কি ভাবিল। কিন্তু সে ভাবনার কূল কিনারা নাই। তাহার কৃষ্ণায়ত লোচন যুগল অশ্রু ভারাক্রান্ত হইল। সে আশ্রু সেই উদ্বেগ উত্তেজিত, আরক্ত গণ্ডের উপর দিয়া ধীরে বহিয়া হর্ম্ম্যতল আর্দ্র করিল। রূপসম্পদময়ী—মহিমা-ময়ী, রাজপুতকুল-গৌরব-প্রদীপ্ত-চিত্ত পান্না, সেই হর্ম্ম্যতলে বসিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে, যুক্তকরে—বলিল—"হে ত্রিকালেশ্বর! হে শিশোদিয়ের কুল দেবতা—ভগবান একলিঙ্গ—দেখিও যেন দাসীর দর্প চূর্ণ না হয়। দুর্জ্জয় সিংহের বীর দর্প অসার বাণীতে পরিণত না হয়, তাহার পিতা যেন এ বার্দ্ধক্যে কোন কষ্ট না পান।"

পান্না সেই হর্ম্ম্যতলে বসিয়া খুব কাঁদিল। তাহাতে তাহার হৃদয়ের ভার লাঘব হইল। কিন্তু কেহ তাহাকে সান্তনা করিতে আসিল না, কারণ সে মাতৃহীনা।

এই ভাবে নিশ্চল প্রতিমার ন্যায় পান্না সেই দীপোজ্জ্বলিত কক্ষতলে বসিয়া মর্ম্ম জ্বালায় জ্বলিতেছে—এমন সময়ে তাহার বৃদ্ধা ধাত্রী আসিয়া সস্নেহে তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া বলিল, "পান্না মা! কাঁদিতেছ কেন? রাত্রি যে দুই প্রহর হইয়া গিয়াছে। শয়ন করিবে এস।"

পান্না উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার চক্ষের অশ্রুধারা ওড়না দ্বারা মুছিয়া ফেলিয়া বলিল,—"দাই! আমার একটা উপকার করিতে পারিবি?"

"কি উপকার মা?"

আমায় এই রাত্রে একবার দুর্গের বাহিরে লইয়া যাইতে পারিস্—?

"কেন—?"

"আমি পাহাড়ের ওপারে মহাদেবের মন্দিরে পূজা দিয়া আসিব।"

"কি সর্ব্বনাশ! পান্না তুমি কি পাগল হইলে মা! পাহাড়ের ওপারেই ত দুষ্‌মন্ ছাউনি করিয়াছে।"

"আমি ত দুষ্‌মনের কাছে যাইতেছি না।"

"তা না হইলে ত্রিকালেশ্বরের মন্দিরের এক রশি দূরে তারা ছাউনি করিয়াছে, আর এরাত্রে ত তুমি দুর্গের বাহিরে যাইতে পারিবে না।"

"কেন আমার পিতার দুর্গ, তাহার কন্যার স্বাধীন গতিতে বাধা দিবে কে? "তুমি শোন নাই"—রায় রাণার হুকুম, সেনাপতি দুর্জ্জয় সিংহের হুকুম, রাত্রে কোন লোক দুর্গ হইতে বাহির হইতে পারিবে না। স্বয়ং রাণা যদি বাহিরে যান, তাহা হইলে তাহাকেও প্রহরীরা আটক করিবে।"

পান্না বুঝিল, দুর্জ্জয় সিংহ চলিয়া গেলেও সে দুর্গ রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়াই গিয়াছে। ইহাতে তাহার বড়ই আনন্দ হইল, প্রাণের চিন্তা অনেকটা কমিয়া আসিল।

পান্না বলিল—"চল্ দাই! তবে আমরা শুইগে যাই।"

উভয়ে শয়ন কক্ষে গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভীষণ অন্ধকার রাশি মথিত করিয়া দুর্জ্জয় সিংহ মনের দারুণ উত্তেজনায় উন্মাদের মত অগ্রসর হইয়াছে। তাহার দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান নাই। অপরিমেয় মোগল সৈন্য সেই পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে ছাউনি করিয়াছে। আর দুর্জ্জয় সিংহ একা সেই মোগল স্কন্ধাবারের দিকে ধাবমান। সঙ্গে একটী মাত্র সেনা নাই, খালি কটিদেশে আবদ্ধ শাণিত তরবারি তাহার সহায়।

তবে কি দুর্জ্জয় সিংহ উন্মাদ! তবে কি তাহার মনে কোন গূঢ় উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত! কি করিয়া জানিব! আমরা ত কিছুই বলিতে পারি না।

দুর্জ্জয় সিংহ মনে মনে ভাবিতেছে, "পান্না! যা প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ না করিয়া আর তোমায় মুখ দেখাইব না। তোমার মত সুন্দরী শ্রেষ্ঠার জন্য আমি সব করিতে পারি। জাননা পান্না! আমার হৃদয়ের মধ্যে তোমার ও মনোমোহিনী বিশ্ববিমুগ্ধকারিণী সৌন্দর্য্যের ছবি আমি কত গভীর ভাবে আঁকিয়াছি! আমি জানি কুরূপ কুৎসিৎ বলিয়া তুমি আমায় ঘৃণাকর। কিন্তু আমি তোমায় চাই! যে উপায়ে পারি তোমায় লাভ করিব। তোমায় না পাইলে এ তুচ্ছ জীবনে আমার কোন প্রয়োজনই নাই। সমস্ত জগৎ সংসার একদিকে—আর তুমি একদিকে!"

দুর্গ হইতে দুই রশি আসিয়া দুর্জ্জয় সিংহ একবার মুক্ত গগনের দিকে দৃষ্টি করিল। সে দেখিল যে অনন্ত সীমাহীন সুনীল গগন ছাইয়া, নিত্য যেমন তারা রাশি ফুটিয়া থাকে, সেদিনও তাই! নৈশ সমীরণ, নির্জ্জনে

প্রস্ফুটিত কুসুম স্তবকের সুগন্ধ অপহরণ করিয়া যেরূপ ধীর ভাবে নিত্য বহিয়া থাকে, সেদিনও তাই! জগতের একটী সামান্য ঘটনারও ব্যতিক্রম হয় নাই। জগত নিত্য যেমন চলে সেই রূপই চলিতেছে! কিন্তু তাহার প্রাণে মহাবিপ্লব!

সুনীল আকাশের জ্বলন্ত তারাগুলি বিদ্রুপের হাসি হাসিয়া বলিতেছে, "উন্মাদের মত কোথায় যাইতেছ দুর্জ্জয়সিংহ! অসংখ্য সৈন্য পরিবেষ্টিত শত্রু শিবিরে তুমি একা গিয়া কি করিবে! তোমাকে দেখিতে পাইলেই তাহারা বন্দী করিবে, হত্যা করিবে। তোমার শীতল শোণিতে মালবের উপত্যকা রঞ্জিত হইবে। এ আত্মবলি ত প্রশংসার নয়। তার চেয়ে কেন প্রকাশ্য যুদ্ধে সমরাঙ্গণে দেহ ত্যাগ করিয়া বীরের গৌরব লাভে যশস্বী হও না!"

নৈশ সমীরণ যেন—বিদ্রুপ করিয়া বলিতেছে, "পান্না না হয়—পরমাসুন্দরী, কিন্তু—তুমি এত স্বার্থ লোলুপ যে, সামান্য রূপ-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পান্নার জন্য নিজের সর্ব্বনাশ—প্রভুর সর্ব্বনাশ—পান্নার সর্ব্বনাশ করিতেছ! আকবর সাহের সেনাপতি এত নির্ব্বোধ নহেন—যে তোমার কথায় ভুলিবেন। তোমার মনের সংকল্প ত্যাগ কর—এখন—পান্নাকে ভুলিয়া যাও। কর্ত্তব্যের জন্য কর্ত্তব্য কর। প্রভুর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া শত্রুকে পরাস্ত কর। জয়লক্ষ্মী যখন তোমার গলদেশে স্বহস্তে গৌরব-মাল্য পরাইয়া দিবেন—তখন দেখিবে—পান্না ত কোন্ ছার—তার চেয়েও শত শত সুন্দরী তোমার পদ প্রান্তে লুণ্ঠিত হইবে।"

কল্পনার খেয়ালে—দুর্জ্জয় সিংহ এইরূপ ভাবিতে ভাবিতেই যাইতেছিল, সম্মুখের দিকেই তাহার দৃষ্টি আবদ্ধ। কিন্তু সে বড়ই অন্যমনস্ক। চিন্তা-পীড়িত হৃদয়ে অন্ধকারে অগ্রসর হইতে হইতে সহসা সে উপত্যকার এমন এক স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যেখান হইতে ভীষণ জলকল্লোল শ্রুত হইতেছে।

এ গভীর গর্জ্জন কার! এত নর্ম্মদার হৃদয় ভেদী সলিল ধারার প্রবল শব্দ। আর একটু অগ্রসর হইলেই যে পাহাড় হইতে তাহাকে নীচে নদীগর্ভে পড়িতে হইত। কি সর্ব্বনাশ! সে মনের আবেগে, উত্তেজনায় পথ ভুলিয়া ভিন্ন পথে আসিয়া পড়িয়াছে।

সেই নৈশান্ধকার প্লাবিত নির্জ্জন উপত্যকার মধ্যে দাঁড়াইয়া দুর্জ্জয় সিংহ ভাবিতেছে,—"হায় করিলাম কি? পথ নির্ণয় করিতে না পারিয়া কোথায় আসিয়া পড়িলাম! মনের আবেগে—উত্তেজনায়—আমি যে ঠিক বিপরীত পথেই আসিয়াছি।

নৈশান্ধকার দুর্জ্জয় সিংহের এ মতিভ্রম দেখিয়া যেন আরও বিকট-মূর্ত্তি ধারণ করিল। সেই ভীমান্ধকারের মধ্য হইতে প্রেতগণ ভীষণ অট্টহাস্য করিয়া যেন তাহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। দুর্জ্জয় সিংহের বীর-হৃদয়—যেন সে কঠোর হাস্যে কাঁপিয়া উঠিল। কল্পনার খেয়ালে দুর্জ্জয় সিংহ শুনিতে পাইল যেন—কে তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছে। সে অসি কোষ মুক্ত করিয়া—সেই খানে স্থির হইয়া দাঁড়াইল! হায়! হায়! সবই—উন্মাদের বিকৃত খেয়াল!

সহসা সেই ভীমান্ধকারে এক—পুষ্প কোমল হস্ত পশ্চাদ্দিক হইতে তাহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল। দুর্জ্জয়সিংহ—সে স্পর্শে বিস্মিত—চমকিত হইয়া উঠিল। সে ভাবিল—হয়ত পান্না প্রচ্ছন্ন ভাবে তাহার কার্য্য-কলাপ দেখিবার জন্য—অনুসরণ করিয়াছে।

দুর্জ্জয়সিংহ—উত্তেজনাপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "কে তুমি! স্পর্শে বুঝিতেছি কোন স্ত্রীলোক।"

"হাঁ— আপনার অনুমান সত্য!"

"এ অন্ধকারে তুমি এখানে দাঁড়াইয়া কি করিতেছিলে?"

"তোমার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলাম।"

"তুমি—তুমি পান্না! না—না—আমি ত পান্নার কণ্ঠস্বর চিনি।"

"তুমি বল দেখি—আমি কে ?"

"ঠিক বলিতে পারিলাম না।"

"আমি বলিব—তুমি কে ?"

"কখনই পারিবেনা।"

"যদি—পারি !"

"তোমার সহিত তর্ক করিবার আমার সময় নাই।"

"তুমি দুর্জ্জয়সিংহ ! তুমি পথভ্রান্ত—দুরাশা তাড়িত—সেনাপতি দুর্জ্জয়সিংহ।"

দুর্জ্জয়সিংহ—এক অপরিচিতার মুখে তাহার নাম শুনিয়া অতিশয় চমকিত হইলেন ! এ কি বিষম সমস্যা ! কে এ ?

দুর্জ্জয়সিংহ—উৎকণ্ঠার সহিত শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "কে তুমি ! তুমি দেবী না মানবী !"

"আমি সামান্য মানবী।"

"কণ্ঠস্বরে বুঝিতেছিলুম যুবতী ! তুমি এত রাত্রে—এই নির্জ্জন উপত্যকায় আসিয়াছ কেন ?"

"তোমার সাহায্য করিতে !"

"আমার সাহায্য করিতে ?"

"হাঁ—তুমি মোগল-শিবির ধ্বংস করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছ।"

"তাহাতে তুমি আমার কি সহায়তা করিবে ?"

"তুমি যোদ্ধা ও বীর হইলে কি হয়—একটী নিরেট মূর্খ—জান না—রমণী না হইলে পুরুষের কোন কাজই হয় না।"

"স্বীকার করিতেছি। কিন্তু এ কার্য্যে তোমার স্বার্থ কি ?"

"তোমার মত আমি স্বার্থের অত উপাসনা করি না। আমি এখন বনাস্বার্থে তোমার উপকার করিব।"

"কেন ?"

"আমি রাজপুত-কন্যা। তুমি মোগল স্কন্ধাবার ধ্বংস করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছ—কিন্তু সঙ্গে তোমার একটীও লোক নাই। আর মোগলের অক্ষৌহিণী সেনা, তোমার উদ্দেশ্যের স্থিরতা নাই—মতিগতির ঠিক নাই। তুমি লক্ষ্যহীন।"

"তুমি—দেবী! জানি না তুমি কে? কিন্তু যেই হও—তোমার শক্তি অসামান্য। বল—বল—তুমি কে?"

"আমি যেই হই—সে পরিচয়ে তোমার প্রয়োজন নাই। পরে পরিচয় লইও। তোমার বাহুতে শক্তি আছে—প্রাণে সাহস আছে—প্রতিজ্ঞা করিয়া সত্য রক্ষা করিবার নিবন্ধ আছে! কত সেনা হইলে—তুমি মোগল স্কন্ধাবার বিধ্বস্ত করিতে পার!"

"মাত্র—পাঁচ শত!"

"যদি—তাই তোমায় দিই।"

"তোমার কাছে আজীবন ক্রীতদাস হইয়া থাকিব।"

"তাহা হইলে পান্নার দশা কি হইবে।"

এ তীব্র বিদ্রূপে—দুর্জ্জয়সিংহের মর্ম্মে আঘাত লাগিল। সে আরও বিস্মিত হইল! ভাবিল, "কে এ অদ্ভুত রমণী! যে তাহার সকল গুহ্য কথা জানে—অথচ সে তাঁহাকে চেনে না। একি তবে মন্ত্রসিদ্ধ পিশাচী। এই অন্ধকারমণ্ডিত নির্জ্জন উপত্যকায় প্রেতযোনির আগমনও অসম্ভব নয়।"

সেই রমণী বীণা-বিনিন্দিত স্বরে বলিল, "দুর্জ্জয়সিংহ! রাজপুত হইয়া রাজপুতকে সন্দেহ করিও না!—আমি প্রেত নই—পিশাচ নই—সামান্য মানবী! তুমি বিনা সন্দেহে আমার পশ্চাৎবর্ত্তী হও।"

দুর্জ্জয় সিংহ—বীরত্বাভিমানী। কাজে কাজেই সেই অপরিচিতা রমণীর এ প্রস্তাবে অমত করিতে পারিল না। সে মন্ত্রমুগ্ধভাবে বলিল, "চল, তোমার সঙ্গেই যাইতেছি।"

সেই রমণী অগ্রে অগ্রে চলিল, দুর্জ্জয় সিংহ তাহার পশ্চাতে। পথ ক্রমশঃ সংকীর্ণ ও জটিল—রমণী বুঝিল—দুর্জ্জয়সিংহের মুক্তভাবে চলিবার বাধা উপস্থিত হইয়াছে। আর দুর্জ্জয় সিংহ মনে মনে ভাবিল, "এ প্রেতিনী না হইয়া যায় না—নতুবা —এই ভীষণ অন্ধকারে বিড়ালীর মত পথ চিনিয়া যাইতেছে কিরূপে।"

দুর্জ্জয় সিংহের মনোভাব বুঝিয়া সেই অপূর্ব্বদৃষ্টা রমণী বলিল, "দুর্জ্জয়সিংহ! তুমিও যেমন তরবারি লইয়া আসিয়াছ—আমিও তেমনি—বর্ষা আনিয়াছি। তুমি আমার বর্ষার এক প্রান্ত ধর। তাহা হইলে তোমার পথ চলিবার কোন কষ্ট হইবে না।"

দুর্জ্জয় সিংহ স্পর্শ শক্তি দ্বারা সেই রমণীর হস্তস্থিত বর্ষার একদিক ধরিল। রমণী আবার পথ চলিতে লাগিল।

পথের আর শেষ হয় না! পার্ব্বত্য পথে চলিতে বড় বেশী সময় লাগে—বড় বেশী কষ্ট! দুর্জ্জয় সিংহ বিনা বাক্যব্যয়ে অনেক দূর আসিয়া বলিল, "আর কতদূর সুন্দরী।"

"কেন ভয় হইতেছে নাকি!"

"ভয়—কাহাকে বলে—বাল্যকাল হইতেই জানি না—কিন্তু আমি বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছি।"

"আর বেশী দূর নাই। আমি আমার আশ্রয় স্থানের নিকটে আসিয়াছি। দুর্জ্জয় সিংহ! প্রতিজ্ঞা কর—আজ পান্নার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছ তাহা সাধ্যমতে পূরণ করিবে।"

দুর্জ্জয় সিংহ বলিল—"আমি অন্য উপায়ে আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে যাইতেছিলাম। কিন্তু তুমি আমায় অন্যপথে আনিয়াছ। জানি না—তোমার উদ্দেশ্য কি? আর তোমার সহায়তায় আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি কতদূর হইবে।"

রমণী এ কথায় কোন উত্তর না দিয়া স্থির হইয়া এক গুহার সম্মুখে বংশীনাদ করিল।

সেই বংশীনাদ—শুনিয়া সেই জঙ্গল হইতে পঞ্চাশ জন লোক বাহির হইয়া—বলিল, "মা! তোমার জন্ম আমরা ভাবিতেছিলাম। এত বিলম্ব হইল কেন?"

রমণী প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "পরে সব কথাই জানিতে পারিবে। তোমরা স্বস্থানে যাও। প্রস্তুত হইয়া থাক। আমার সঙ্কেত শব্দ শুনিলেই বাহিরে আসিবে।

প্রেতের মত সেই পঞ্চাশ জন লোক—সেই পর্ব্বতের গভীর অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। রমণী বলিল, "দুর্জ্জয় সিংহ! এখন তোমার বিশ্বাস হইয়াছে।"

দুর্জ্জয় সিংহ বলিল, "জানি না—আপনি কে? কিন্তু এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু দেখিলাম—সবই অদ্ভুত। এখন আমায় কি করিতে হইবে!"

"আমার সঙ্গে—নিঃশঙ্ক চিত্তে এ গুহায় প্রবেশ কর।"

দুর্জ্জয় সিংহকে সঙ্গে লইয়া সেই অদ্ভুত রমণী গুহামধ্যে প্রবেশ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেটি সত্য সত্যই ক্ষুদ্র গুহা নয়। তাহার প্রবেশ পথটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুহাদ্বারের মত বটে! কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই—দুর্জ্জয় সিংহ দেখিল—একটী সুন্দর ক্ষুদ্র রাস্তা—সেই গুহামুখ হইতে বরাবর চলিয়া গিয়াছে। আর তাহার আশে পাশে কয়েকটী ক্ষুদ্র প্রস্তরময় গৃহ মধ্যে একটী ক্ষুদ্র চত্বর।

সেই ক্ষুদ্র গুহার অভ্যন্তর ভাগ—আলোকিত। সে আলোক তত উজ্জ্বল ও প্রখর নহে। তবু তাহাতে আশ পাশের যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা হইতে বোধ হয়—তাহা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

সেই অপরিচিতা রমণী আলোকিত স্থানে পৌঁছিয়াই অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়াছে। তাহার বেশ ভূষার বিশেষ কিছু পারিপাটা নাই। সুনীল বসনে তাহার সেই সুন্দর দেহযষ্টি সমাবৃত। কিন্তু হইলে কি হয়—বহ্নি যেমন বস্ত্রাবৃত হইলেও প্রচ্ছন্ন থাকে না।—সেই দেহের রূপরাশিও সেইরূপ সেই নীল বসন ভেদ করিয়া বাহির হইতেছিল।

রমণী চত্বর সমীপবর্ত্তী এক গৃহে আসিয়া বলিল, "আপনি এইখানে বিশ্রাম করুন—অতিথি পরিচর্য্যার কোন ত্রুটিই হইবে না।"

দুর্জ্জয় সিংহ একদৃষ্টে সেই রমণীর কার্য্যকলাপ দেখিতেছিল। তাহাকে চিনিবার অনেক চেষ্টা করিতেছিল—স্মৃতিসমুদ্র মথিত করিয়া অতীতের অনেক কথাই স্মরণ করিতেছিল—কিন্তু কোন কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

সেই রমণীর ইঙ্গিতে—এক পার্ব্বতীয়া রমণী—কিছু সুমিষ্ট ফল, মিষ্টান্ন, দুগ্ধ আর জল সেইখানে রাখিয়া গেল।

রমণী বলিল, "মহাশয়! আপনি পথভ্রান্ত—কিছু আহার করুন।"

দুর্জ্জয় সিংহ বলিলেন, "সুন্দরি! এ আতিথেয়তার সময় নয়। রজনী শেষ হইয়া আসিতেছে। আমি পান্নার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি—তাহা পূর্ণ করিতে হইবে।"

রমণী একটু বিদ্রূপের সহিত বলিলেন—"আপনি জানেন, যে আমিও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে আপনাকে সাহায্য করিব।"

দুর্জ্জয় সিংহ বলিল,—"সত্য! কিন্তু কি উপায়ে যে আপনি আমার সহায়তা করিবেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার সকল কার্য্যই রহস্যময়—প্রহেলিকাময় বলিয়া বোধ হইতেছে।"

রমণী বলিল, "বড় দুঃখের বিষয় যে আপনার সহিত এত কথা কহিতে হইতেছে! আপনি কিছু আহার করুন—ঠিক সময়েই আমি আপনাকে এ গুহার বাহিরে লইয়া যাইব।"

দুর্জ্জয় সিংহের হৃদয়ের তখন দারুণ উত্তেজনা। সে উত্তেজনায়, চিন্তায় তাহার কণ্ঠ শুষ্ক। প্রাণ তৃষ্ণায় জ্বলিয়া যাইতেছে। কে যেন গলিত ধাতুস্রাব তাহার কণ্ঠে ঢালিয়া দিতেছে।

দুর্জ্জয় সিংহ দারুণ তৃষ্ণায়, সদাচারের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সেই ফলগুলি আহার করিল। তারপর সুশীতল বারি পান করিয়া আত্মার তৃপ্তিসাধন করিল।

দুর্জ্জয় সিংহ একদৃষ্টে সেই রমণীর দিকে চাহিল। কিন্তু অবগুণ্ঠন ভেদ করিয়া তাহার ভিতরে যে কি আছে তাহা দেখিতে পাইল না। সেই অপরিচিতা রমণী দুর্জ্জয় সিংহকে পার্শ্বের একটী গৃহ দেখাইয়া দিয়া বলিল—ঐ গৃহে একটী বিছানা আছে, একটু বিশ্রাম করুন আমি আসিতেছি।"

দুর্জ্জয় সিংহ বলিল, "আমি আপনার কার্য্য প্রণালী ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এখন ত আমার বিশ্রামের সময় নয়। আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না—"

রমণী দর্পিত ভাবে গ্রীবা উন্নত করিয়া বলিল, "মহাশয়! আপনি রাজপুত

হইয়াও যে রাজপুতকে অবিশ্বাস করিতেছেন ইহাই রহস্যের কথা। আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন। যদি মনে করেন আমি আপনার শত্রু, তাহাহইলে বুঝিয়া রাখুন যে স্থানে আপনি আসিয়াছেন, সেস্থান হইতে আপনার উদ্ধারের কোন উপায়ই নাই।"

রমণী আর কিছু না বলিয়া দ্রুতপদে সেস্থান হইতে চলিয়া গেল। দুর্জ্জয় সিংহ মনে মনে ভাবিল, "ব্যাপার কি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না। বনের মধ্যে দুইশত রাজপুত সেনা প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিতে আদেশ দিয়া আসিয়াছি, তাহারা হয়ত এতক্ষণ আমার অপেক্ষায় থাকিয়া আশাহীন ও নিরুৎসাহ হইয়াছে। হয় ত ভীম প্রতাপ মোগলগণ তাহাদের সন্ধান পাইয়া তাহাদের শোণিতে এই নির্জ্জন উপত্যকা রঞ্জিত করিয়াছে।" যতই সময় যাইতেছে দুর্জ্জয়সিংহ ততই অধীর হইতেছে। এমন সময়ে সেই রাজপুত রমণী তথায় আসিয়া দেখা দিল, বলিল, "মহাশয়! আমার সঙ্গে আসুন। আর আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন নাই।"

দুর্জ্জয় সিংহ আবার মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইল। আবার সেই প্রাঙ্গণ পার হইয়া সেই গুহার বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিয়া সে যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে বিস্মিত, মোহিত ও চমকিত হইল।

দুর্জ্জয়সিংহ দেখিল সেই ক্ষুদ্র উপত্যকার আশেপাশে মশাল আলোক উজ্জ্বলিত। অধিত্যকা ভূমিতে পর্ব্বতের পার্শ্বে গাত্রে উর্দ্ধে অধে সহস্র সহস্র ভীলসৈন্য সজ্জিত হইয়া আছে। উপত্যকার স্থানে স্থানে মশালের আলো জ্বলিতেছে, সেই ক্ষীণ আলোকচ্ছটা সেই সব সেনার মুখে প্রতিফলিত। তাহাদের দক্ষিণ হস্তে বর্শা, বাম হস্তে তীর ধনুক!"

রমণী বাহিরে আসিয়া বলিল, "দুর্জ্জয়সিংহ! এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ স্বার্থহীন নই। তবে তোমার আর আমার স্বার্থ এক নয়। তুমি পান্নার জন্য এ বিপদে অগ্রসর হইতেছ, আর আমি প্রতিহিংসার জন্য এ বিরাট আয়োজন করিয়াছি। এ আয়োজন এক দিনের নয়। পলে পলে দিনে দিনে,

মাসে মাসে বৎসরে বৎসরে এ বিরাট আয়োজনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আজ পাঁচ বৎসর ধরিয়া এ আয়োজন করিয়াছি। কিন্তু আমি রমণী—শক্তিহীনা। এ সেনা পরিচালন করিবার উপযুক্ত লোক এতদিন পাই নাই। আজ ভবানী তোমায় জুটাইয়া দিয়াছেন। দুর্জ্জয় সিংহ!—তোমার রাজপুত সৈন্য ও আমার এই ভীল বাহিনী লইয়া তুমি মোগল শিবির আক্রমণ কর। এ গভীর রাত্রে মোগলগণ ঘোর সুষুপ্তিতে সমাচ্ছন্ন।"

দুর্জ্জয়সিংহ স্থির ভাবে সমস্ত কথা শুনিয়া এই রাজপুত রমণীর শৌর্য্য বীর্য্যে মোহিত হইল। বিনম্র ভাবে বলিল, "দেবি! জানিনা আপনি কে? কিন্তু বুঝিতেছি আপনি মহাশক্তিময়ী। আপনি কিরূপে জানিলেন যে, এই পর্ব্বতের মধ্যে আমার রাজপুত সৈন্য আসিয়া পৌছিয়াছে!"

সেই রমণী বলিল, "এই পর্ব্বতের এমন কোন স্থান নাই, যাহা আমার অপরিজ্ঞাত। চারিদিকেই আমার গুপ্তচর ঘুরিতেছে। তাহাদেরই একজন এই মাত্র আমার এ সংবাদ দিয়া গেল।"

দুর্জ্জয়সিংহ অবনত ভাবে ভূমিতে বসিয়া সেই রাজপুত রমণীর বস্ত্রাঞ্চল চুম্বন করিয়া বলিল, "আদেশ করুন—আমায় কি করিতে হইবে।"

রমণী দুর্জ্জয় সিংহকে হাত ধরিয়া উঠাইল। তাহার বস্ত্র মধ্য হইতে একখানি সুতীক্ষ্ণ তরবারি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, "দুর্জ্জয়সিংহ! ভবানীর মন্ত্রপুতঃ এই খরধার তরবারি আমার স্বামীর ছিল। যখন আমি তোমায় আমার পরিচয় দিব, তখন বুঝিবে এই তরবারি এক স্বনামখ্যাত বীরের দক্ষিণ হস্তের শোভাবর্দ্ধন করিত। সাবধানে ইহা ব্যবহার করিও। দেখিও যেন তোমার হস্তে ইহার অপমান না হয়।"

দুর্জ্জয়সিংহ সেই তরবারি লইয়া চুম্বন করিয়া বলিল, "দেবি! নিশ্চয়ই জানিবেন এ তরবারির অমর্য্যাদা আমার দ্বারা হইবে না। এখন আমাদের বিদায় দিন।"

সেই অবগুণ্ঠনাবৃত রাজপুতবালা তখনই তাঁহার দলের একজন লোককে লক্ষ্য করিয়া ডাকিল, "ভামসা!" এই ডাকের সঙ্গে সঙ্গে এক বীরপুরুষ শাণিত বল্লম হস্তে তাঁহার নিকটে গিয়া বল্লম অবনত করিয়া বলিল, "কি আদেশ মা!"

সেই রমণী বলিল—"বৎস! তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত। তুমি আমার সুহৃৎ, মন্ত্রী, বুদ্ধিদাতা বন্ধুপুত্র। আজ যে এতগুলি বীর সন্তানের মা আমি সে তোমারই জন্য। এত দিন ধরিয়া যে মহাব্রতের অনুষ্ঠানে জীবন লাভ করিয়াছি, আজ তাহার উদ্‌যাপনের দিন। এই মহাবীর দুর্জ্জয়সিংহ তোমাদের সেনাপতি। ভবানীর আদেশে তাঁহারই প্রেরণায় ইনি আজ আমাদের এ পাহাড়ে আসিয়া পৌছিয়াছেন। তোমরা আমায় যেমন মান্যকর, ভক্তি কর—স্নেহ কর, ইহাকেও সেইরূপ করিবে। ভবানী তোমাদের মঙ্গল করুন।"

একটীও সেনা একথা শুনিয়া জয়োচ্চারণ করিল না। সেই নিশীথান্ধকার মণ্ডিত উপত্যকার বক্ষে কোনরূপ জয় নামই প্রতিধ্বনিত হইল না। কিন্তু সকলেই মনে মনে বলিল, "জয় মা ভবানীর জয়।" সকলই মনে মনে বলিল,—"জয় রাণীমায়িকী জয়।"

ভামসা দুর্জ্জয় সিংহের চরণ বন্দনা করিয়া বলিল, "এ সংকীর্ণ উপত্যকায় অশ্বের গমনাগমন বড়ই অসুবিধাকর। এজন্য আমরা সকলেই অশ্বহীন। অনুমতি করিলে আমরা পদব্রজেই যাত্রা করি।"

দুর্জ্জয়সিংহ ভামসাকে বলিল, "আমার নিকট ত পথঘাট সম্পূর্ণ অপরিচিত, আমাকে পথ দেখাইবে কে?"

ভামসা বলিল—"আমিই মার নিকট এই ভার পাইয়াছি। চলুন, আমিই পথ দেখাইয়া লইয়া যাইব।"

"কিন্তু হেমকুটের উপত্যকায় যে আমার রাজপুত সৈন্যেরা অপেক্ষা করিতেছে তাহার ব্যবস্থা কি?"

ভামসা বলিল,—"সে ব্যবস্থা আমরাই করিয়া আসিয়াছি। মার আদেশে আমি আপনার প্রধান সেনানায়ক খড়্গধর সিংহকে সমস্ত কথাই বুঝাইয়া বলিয়া আসিয়াছি। আমাদের একজন প্রতিনিধিও সেখানে অপেক্ষা করিতেছে। চলুন আগে আমরা সেই থানেই যাই।"

ভামসা অগ্রে। দুর্জ্জয়সিংহ তাহার পশ্চাতে। ভামসার হস্তে একটী ক্ষুদ্র মশাল। তাহাতে পথ চলিবার কোন কষ্টই হইতেছে না। আর তাহার পৃষ্ঠরক্ষক রূপে পরিণত ভীল সৈন্য পিপীলিকার মত সারি দিয়া সেই অন্ধকারে চলিয়াছে। তাহাদের নিকট একটীও আলো নাই। ভামসার হাতের জ্বলন্ত মশালটী যে দিকে যাইতেছে, ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে তাহারাও সেইরূপ করিতেছে।

কিয়দ্দূর পথ চলিয়া দুর্জ্জয় সিংহ একটী বিস্তৃত উপত্যকা পাইল, পাইয়া আনন্দের সহিত ভামসাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "এইবার আমি পথ চিনিয়াছি। ইহাই হেমকূটের উপত্যকা! আমাদের দুর্গ এখান হইতে বড় বেশীদূর নয়। ভামসা! একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিব ভাবিতেছি। তাহার প্রকৃত উত্তর পাইব কি?"

ভামসা বলিল—"বলুন!"

দুর্জ্জয় সিংহ বলিল—"এই শৌর্যাবীর্য্যময়ী রাজপুত রমণী যাহাকে তুমি মাতৃসম্বোধন করিলে, যাহার পরিচয় আমি কোন রূপেই পাইলাম না—ইনি কে?"

ভামসা করজোড়ে বলিল, "বীরবর! আমায় মার্জ্জনা করিবেন। আমাদের রাণীমার আদেশ যে, তাঁহার সম্বন্ধে আমরা কোন কথাই বলিব না।"

রজনী তখন দ্বিযাম উত্তীর্ণ হইয়া তৃতীয় যামে পড়িতেছে। আকাশে তারারাজি তখন সেই ভাবে জ্বলিতেছে। শ্যামাঙ্গিনী রজনীর বক্ষ্য ব্যাপী তামস রাশি তখনও বিরল হয় নাই। সেই উপত্যকা আরও গভীর নিস্তব্ধতায় ডুবিয়াছে।

দুর্জ্জয়সিংহের মন চিন্তামগ্ন। সে কত কি ভাবিতেছে তাহার ঠিক নাই। সমুদ্র বক্ষ প্রবাহিত অসংখ্য তুরঙ্গ রাজির মত শত সহস্র চন্তাতরঙ্গ তাঁহার প্রাণকে ব্যাকুল করিতেছে। বারিধি বক্ষস্থিত তরঙ্গ রাজি যেমন দ্রুত ভাবে বেলা ভূমিকে প্রহৃত করে, সেইরূপ কতশত চিন্তা-তরঙ্গ তাহার বীর হৃদয়কে ব্যাকুল ও বিত্রস্ত করিতেছে।

ভামসা বলিল, "সেনাপতি! আর আমাদের ভাবিবার সময় নাই। রজনী দ্বিযামে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এইবার কার্য্য আরম্ভের সময়। আমার সঙ্গে একবার এদিকে আসুন।"

ভামসা তাহার হস্তস্থিত মশালটী নিভাইয়া দিয়া অগ্রসর হইল, দুর্জ্জয় সিংহ তাহার পশ্চাতে।

দুই দশ মিনিট পরে তাহারা এক উন্নত উপত্যকা ভূমিতে উপস্থিত হইল। ভামসা দুর্জ্জয়সিংহকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখুন। ঐ যে সবুজ আলোটী জ্বলিতেছে, উহাই মোগল সেনা-পতির শিবির। আমাদের সবেগে ঐ শিবিরই আক্রমণ করিতে হইবে।"

দুর্জ্জয় সিংহ বলিল, "ভামসা, যখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি, তখন যাহা করিলে সম্মান রক্ষা হয় তাহাই করিব। আমি আমার রাজপুত সৈন্য লইয়া এক পার্শ্ব আক্রমণ করিব, তুমি তোমার ভীল সৈন্য লইয়া তাহার বিপরীত দিক আক্রমণ করিবে।"

উভয় সেনাপতি সেইখানে অনেকক্ষণ স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া নানা কথা কহিলেন। ইহার পরই তাঁহারা দুইটী ভিন্ন দিক দিয়া প্রান্তর মধ্যে উপস্থিত হইল। পাহাড় হইতে বন্যা প্রবাহের মত যে কত সৈন্য নামিয়া আসিল, তাহা সুষুপ্তি ক্লান্ত মোগল সেনারা কিছুই জানিতে পারিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দুর্জ্জয়সিংহ যাহা ভাবিয়াছিলেন—তাহাই হইল। সহসা সেনাপতির শিবিরের দিকে উপস্থিত হইয়া তিনি—"হর হর মহাদেও! জয় ভগবান একলিঙ্গকি জয়", বলিয়া সেনাপতি আসফ খাঁ মহব্বত জঙ্গ বাহাদুরের শিবির পার্শ্বস্থ স্কন্ধাবার আক্রমণ করিলেন।

চীৎকার শব্দে মোগলদের নিদ্রা ভাঙ্গিল বটে, কিন্তু তাহারা যেন কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িল। কোথায় বা সেনাপতি—কেই বা আদেশ দেয়—কিছুরই স্থিরতা নাই। এসব দুস্‌মনগুলি পাহাড়ের কোথা হইতে নামিয়া আসিল, তাহাও তাহারা স্থির করিতে পারিল না। তবুও অনেকে তাড়াতাড়ি বেশভূষা করিয়া, হাতিয়ার হাতে লইয়া মার মার শব্দে চারিদিকে ধাবিত হইল। কিন্তু শত্রুসৈন্য দলে বেশী। রাজপুতগণ শিবিরের একাংশ ঘিরিয়া ফেলিয়াছে—দুই একস্থানে হস্তস্থিত মশাল দিয়া শিবিরে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ভীষণ অগ্নি-কাণ্ডের সূচনা হইল!

প্রায় পাঁচ হাজার মোগল-সৈন্য সেই প্রান্তরে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে। সহসা সমুদ্রের তরঙ্গ ফুলিয়া উঠিয়া যেমন সমগ্র বেলা ভূমিকে স্রোতোচ্ছ্বাসিত করিয়া দেয়, সেইরূপ ভীষণ রণ-কোলাহল দিক-দিগন্তরে ব্যাপ্ত হইয়া সমগ্র মোগল-বাহিনীকে জাগাইয়া তুলিল।

যে অংশে রাজপুতেরা আক্রমণ করিয়াছিল, সেই অংশের সেনারাই বেশী বিপদগ্রস্ত। ভামসা, তাহার ভীল-সৈন্য লইয়া ভীষণ ব্যূহ রচনা করিয়াছে। অপর দিক হইতে মোগল সেনা আসিয়া পৌঁছিবামাত্রই ভীলগণ তীর ছুড়িতে লাগিল। সেই বিষাক্ত তীরে শত শত মোগল-সেনা মরিতে লাগিল।

সেনাপতি আসফ খাঁ, সুখ-সুষুপ্তি-মগ্ন হইয়া হুরীর স্বপ্ন দেখিতে-ছিলেন। এই ভীষণ রণ-কোলাহলে তিনি চমকিত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। ব্যাপারটা যে কি, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তাহা হইলে তিনি অস্ত্রাদিতে ভূষিত হইয়া অশ্বের সন্ধানে ছুটিতেন। কিন্তু দেখিলেন,—শিবিরে একটীও অশ্ব নাই। কে সর্ব্বাগ্রে অশ্ব শিবিরেই আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। দুই চারিটী ঘোড়া পুড়িয়া মরিয়া গিয়াছে, বাকিগুলা দড়ি ছিঁড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে।

আসফ খাঁ দেখিলেন, বিপদ বড় ভয়ানক! তিনি সম্পূর্ণরূপে পশ্চাৎবল বিহীন। এ সময়ে বিজয়াশঙ্কা কিছুমাত্র নাই। এ পরাজয়ে মোগলের নামে ভীষণ কলঙ্ক স্পর্শিবে। আসফ খাঁ মনে মনে ভাবি-লেন,—"হায় এ জীবন! হায়! স্বজাতির গৌরব রক্ষা করিতে পারিলাম না! দিল্লীতে ফিরিয়া গিয়া বাদসাহকে কি করিয়া মুখ দেখাইব! আমার এতদিনের যশ মান, সম্ভ্রম মর্য্যাদা সবই যে নষ্ট হইল। ইয়ে মোর খোদা! কি করিলে প্রভু!"

বীরপ্রবর আসফ খাঁ উন্মুক্ত করবাল হস্তে, শত্রুব্যূহের দিকে ধাবিত হইতে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি উন্মাদের মত ভ্রূকুটি-ভঙ্গীতে ধীরবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এমন সময়ে রাজপুত সেনাপতি দুর্জ্জয়সিংহ, তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কঠোর স্বরে বলিল,—"সাহেব! আমরা সহসা আসিয়া আপনার বিশ্রাম-সুখে বাধা দিলাম, এজন্য বড় দুঃখিত! আপনি আত্মসমর্পণ করুন—আমাদের সকল বিবাদ মিটিয়া যাইবে। এ রাজপুত, দুর্জ্জয়-সিংহ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছে—সে আপনার কেশাগ্রও স্পর্শ করিবে না।"

"রাজপুতের উপযুক্ত কথাই, বটে!" মোগল সেনাপতি বিদ্রূপের সহিত এই কয়েকটী কথা বলিয়া, মুহূর্ত্তমধ্যে নিজের তরবারি যেখানে

ছিল, সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। দুর্জ্জয়সিংহ মধ্যপথে আসিয়া তাঁহার অগ্রসর হওয়ার মুখে বাধা দিয়া বলিলেন,—"সহসা সহস্রাধিক রাজপুত আপনার শিবির আক্রমণ করিয়াছে—এখন আপনার পরিত্রাণের আশা বড় কম! বৃথা অস্ত্র লইয়া কি হইবে? যুদ্ধে কোন ফল হইবে না। ভাবিবেন না সেনাপতি! এই জয়োন্মত্ত দুর্জ্জয়সিংহের ক্ষুরধার তরবারির আঘাত হইতে আপনি আজ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন।"

সেনাপতি আসফ খাঁ ভ্রুকুটী ভঙ্গি করিয়া বলিলেন,—"রাজপুত-কলঙ্ক! তোমার মনের উদ্দেশ্য বুঝিয়াছি। আমি অস্ত্রহীন, আমাকে নিঃসহায় অবস্থায় তুমি বন্দী করিতে চাও—ছি! ছি! এই মুখে তুমি রাজপুত বলিয়া পরিচয় দিতেছ!"

দুর্জ্জয়সিংহ এই তিরস্কারে ক্ষুধিত-ব্যাঘ্রবৎ সেস্থান হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। ঘৃণাপূর্ণ স্বরে বলিলেন—"যাও—যাও, জন্মের মত একবার তরবারি ধারণ কর। বিনাযুদ্ধে তোমার যদিও বা প্রাণে বাঁচিবার আশা ছিল, তাহাও গেল।"

মোগল সেনাপতি আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, নিজের তরবারি তুলিয়া লইলেন। সুশাণিত অসি কোষমুক্ত করিলেন। শিবির-মধ্যস্থ তীব্রালোকে সে অসি ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। সেনাপতি আসফ খাঁ ভীমবেগে দুর্জ্জয় সিংহকে আক্রমণ করিলেন। দুর্জ্জয়সিংহের মস্তক লক্ষ্য করিয়াই সে ভীষণ অসি পরিচালিত হইয়াছিল। কিন্তু দুর্জ্জয়সিংহ রণ-কৌশলবিহীন নহেন। তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে সরিয়া দাঁড়াইয়া আসন্নমৃত্যুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া উভয়ে ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল—অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় সেই ক্ষুদ্র শিবির-কক্ষ বিকম্পিত হইতে লাগিল। উভয়েই স্বেদজলে আর্দ্র রণশ্রম-ক্লান্ত। আসফ খাঁ ভীষণবেগে পুনরায় দুর্জ্জয়সিংহের মস্তক লক্ষ্য করিলেন। দুর্জ্জয় সিংহ মস্তক বাঁচাইলেন বটে, কিন্তু সেই অসির

তীক্ষ্ণাগ্রভাগ তাঁহার স্কন্ধদেশে বিদ্ধ হইল। তিনি যন্ত্রণাসূচক চীৎকার করিয়া ভূমিতে পড়িলেন।

মোগল সেনাপতি আসফ খাঁ ক্ষুধিত ব্যাঘ্রবৎ ভীমবেগে লম্ফপ্রদান করিয়া যেমন দুর্জ্জয়সিংহের বক্ষের উপর বসিতে যাইতেছেন, এমন সময় কে পশ্চাৎদিক হইতে আসিয়া তাঁহার স্কন্ধদেশে ভীষণ বর্ষাঘাত করিল। সে আঘাত অতি প্রচণ্ড—অতি শক্তিময়। বিশালকায়া মোগল সেনাপতি আর্ত্তনাদ করিয়া ভূপাতিত হইলেন।

এই আঘাতকারী আর কেহই নহেন—ভীলসর্দ্দার ভামসা।

আসফ খাঁ মূর্চ্ছিত, ভূপতিত। রক্তস্রাবে তাঁহার শরীর অবসন্ন। চেতনা বিলুপ্ত। দেহ-যষ্টি স্পন্দহীন! ভীমকায় ভীলসর্দ্দারের ভীষণ আঘাত অব্যর্থ হয় নাই। শত সহস্র রাজপুত, দশ দিন ধরিয়া যুদ্ধ করিলে যাহা না হইত, ভামসা এক মুহূর্ত্তে তাহা করিল।

ভামসা মনে মনে ভাবিল—দুর্জ্জয় সিংহের জীবনরক্ষায় সে একটা মহা পুণ্যময় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। নিশ্চয়ই দুর্জ্জয় সিংহ এজন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হইবেন।

কিন্তু দুর্জ্জয় সিংহের মনের ভাব অন্যরূপ। সে ভামসার এ কার্য্যে আদৌ কৃতজ্ঞ নহে। তাহার দেহ যুদ্ধশ্রমে স্বেদ-প্লাবিত, তাহার ধমনী দারুণ পরিশ্রমে ঘন ঘন স্পন্দিত। কিন্তু তাহার চক্ষু, আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় জ্বলিতেছে।

ভামসা ইতিপূর্ব্বে মোগল স্কন্ধাবারের নানা স্থানে আগুন লাগাইয়া কোন কোন স্থানে খণ্ড যুদ্ধ করিয়া, সমস্ত মোগল সৈন্যকে শিবির ত্যাগ করাইয়াছিল। অতর্কিত আক্রমণে মোগলেরা যে যে দিকে পারিল, জ্ঞানশূন্য হইয়া দিক্‌বিদিকে পলাইয়া গেল। ভামসার আদেশে তাহার ভীলসৈন্যগণ বহুদূর পর্য্যন্ত তাহাদের অনুসরণ করিল। মধ্যপথে অনেক ভীলসৈন্য

প্রহরীর কার্য্য করিতে লাগিল—ইহাতে পরাজিত মোগল-সৈন্য আর সে রাত্রে শিবিরে ফিরিতে পারিল না।

এদিকে কাজ শেষ করিয়া, অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হইয়া ভামসা দুর্জ্জয় সিংহের সন্ধানে সেনাপতি আসফখাঁর শিবিরে প্রবেশ করিল। সেখানে গিয়া দেখিল—দুই যোদ্ধা ভীষণ যুদ্ধে ব্যাপৃত। আসফ খাঁর প্রতিহিংসা-পরায়ণ, ভীষণ খড়্গ সবেগে দুর্জ্জয় সিংহের মস্তকের উপর নিপতিত হইতে উদ্যত। ভামসা উপস্থিত বুদ্ধিবশে, ন্যায়ান্যায় বিচার না করিয়া মোগল সেনাপতির স্কন্ধদেশে শাণিত বর্ষার আঘাত করিয়া তাহাকে ভূপতিত করিল।

ভামসা যখন দেখিল, এই অদ্ভুত উপায়ে জীবনরক্ষা করায় দুর্জ্জয়সিংহ তাহার প্রতি একটুও কৃতজ্ঞতা দেখাইল না—অথচ গম্ভীরমুখে ভ্রুকুটিপূর্ণ চক্ষে, তাহার দিকে চাহিয়া রহিল—তখন সে একটু বিস্মিত হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে দুর্জ্জয় সিংহ মৌন ভঙ্গ করিয়া বিষাদ, মলিন, ক্ষীণ-স্বরে নিরাশার সহিত বলিলেন—"ভামসা! ভামসা! কেন আমার এ সর্ব্বনাশ করিলে?"

"কি সর্ব্বনাশ সেনাপতি।"

"এ যুদ্ধে আমি যদি মরিতাম তাহাও আমার শ্রেয় ছিল। ক্ষত্রিয় সামান্য ভীলের বাহুর শক্তিতে তাহার জীবন ফিরিয়া চায় না।"

"এই ভীলইত বহুবার, অনেক প্রথিতযশা রাজপুত সামন্তের নরপতির, রাজ্যেশ্বরের, জীবনরক্ষা করিয়াছে! রাণা প্রতাপের প্রাণ এক সময়ে এক ভীলসর্দ্দারের উপস্থিত বুদ্ধিতেই বাঁচিয়া যায়। কিন্তু রাজপুত-শ্রেষ্ঠ, রাণা প্রতাপসিংহ আজীবন তাঁহাকে প্রাণের কৃতজ্ঞতা দেখাইতে কুণ্ঠিত হন নাই!"

ভামসার এ তিরস্কার বড়ই মর্ম্মভেদী! দুর্জ্জয় সিংহ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন। একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"তা নয় ভীল

সেনাপতি! মনে ভাবিও না যে, আমি এ উপকারের জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞ নই! কিন্তু তুমি আজ আমার উপকার করিতে গিয়াও মহাক্ষতি করিলে!"

"কেন—"

"আসফখাঁকে নিহত করিতে পারিলে, আজ আমি বড়ই গৌরব লাভ করিতাম। যদি ঘটনাস্রোত ফিরিয়া দাঁড়াইত, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতাম, তাহা হইলেও আশা অপূর্ণ থাকিত না। যাহাকে বীরত্ব গৌরব দেখাইবার জন্য আমি এত আনন্দিত, সেও যে বিষাদ-নীরে মগ্ন হইত।"

"যাহার কথা বলিতেছ। সে পান্না! সে দুর্গাধিপের কন্যা সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা পান্না।"

"সাবধান, পান্নার নাম দ্বিতীয়বার উচ্চারণে তোমার অনিষ্ট ঘটিবে। সামান্য এক ভীল সেনাপতির মুখে পান্নার প্রসঙ্গ আমার আদৌ প্রীতিকর নহে।"

"আপনার না হইতে পারে, কিন্তু জানিবেন—পান্নায় আমার বিশেষ স্বার্থ আছে। পান্নার জন্যই আমার এ ছদ্মবেশ—আমার এ ছদ্মনাম, আমার ভীলত্ব, আর তোমার দাসত্ব! জানিও দুর্জ্জয় সিংহ—পান্নারূপ শ্রেষ্ঠ রত্নলাভে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী এখনও বর্ত্তমান।"

"তবে কি তুমি দুর্ব্বিজয় সিংহ! অজয় গড়ের নির্ব্বাসিত সেনা-পতি!"

"হাঁ তাই! আমি ভামসা নই, ভীল নই, আমি সেই দুর্ব্বিজয় সিংহ। আর এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু করিয়াছি, সবই সেই পান্নার জন্য। তাহার মুখ চাহিয়া আমি যতটা আত্মত্যাগ করিয়াছি, তাহার একাংশও তুমি করিতে পার নাই।"

"যদি তাই হয়, আমায় স্বজ বাঁচাইলে কেন?"

"তোমায় একদিন স্বহস্তে আয়ত্ব করিব বলিয়া।"

"তাহার পরীক্ষা না হয় এখনই হইয়া যাক্—"

"না—"যতক্ষণ না স্থির বুঝিব, যে পান্না তোমায় বেশী ভালবাসে, ততক্ষণ তুমি আমার মিত্র।"

"এখন রাত্রি কত ?"

"শেষযাম।"

"চল আমরা শিবিরে ফিরিয়া যাই।

"রিক্তহস্তে যাইবে ?"

"চল—তবে শিবির লুঠ করি।"

"না—রাজপুত সামান্য দ্রব্যের লোভ রাখে না। যাহা আজ আমাদের পক্ষে মহালুণ্ঠন—আজ তাহাই করি এস।"

"কি ?"

"চল—সেনাপতির মূর্চ্ছিত দেহ মাতাজীর গুহায় লইয়া যাই।"

"মাতাজি—তিনি! তিনি এ দেহ লইয়া কি করিবেন ?"

"এই আসফখাঁ বাদসাহের একজন প্রধান সেনানী। ইহাকে জীবন দান করিবেন। তারপর ইহাকে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করাইবেন।"

"কি প্রতিজ্ঞা—"

"যাহাতে এই শান্তিময় মালবে আর কোন উৎপাত না ঘটে।"

মাতাজী কি এইরূপ আদেশ দিয়াছেন ?

"হাঁ—"

"তার আদেশ পালন করিতে আমি বাধ্য।"

তখন দুই বীরে সেই দেহ উঠাইয়া লইয়া, শিবির হইতে বাহিরে আসিল। চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার। স্কন্ধাবার সম্পূর্ণরূপে মোগল-সৈন্যশূন্য। যে দুই একশত এদিক ওদিকে লুকাইয়া আছে, তাহারা অস্ত্র-হীন, একতাহীন, আত্মরক্ষা মাত্র।

ভীল-সৈন্যেরা, ভামসার দীর্ঘদেহ দূর হইতেই চিনিল। তাহারা দেখিল—ভামসা স্কন্ধে করিয়া কি একটা বহিয়া আনিতেছেন। তখনই দশজন ভীল মশাল লইয়া দ্রুতবেগে সেই দিকে অগ্রসর হইল।

ভামসা তাহাদের মধ্যে, একজনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"এই মূর্চ্ছিত দেহ, সযত্নে মাতাজীর কাছে পৌছিয়া দাও। তোমরা বনের পথে যাইও। শীঘ্র যাইতে পারিবে। আমরা সমস্ত সেনাসমেত সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই পৌঁছিব।"

তখন সে ভীমান্ধকারে দাঁড়াইয়া ভামসা ও দুর্জ্জয়সিংহ!

ভামসা, দুর্জ্জয়ের স্কন্ধে হাত দিয়া বলিল—"এইবার চল—আমরা স্বস্থানে ফিরিয়া যাই।"

দুর্জ্জয় সিংহ বলিল—"কোথায় যাইব ভামসা ?"

"মাতাজীর আশ্রয়ে!"

"না"—

"কেন"—

"মা'কে এ কলঙ্কিত মুখ দেখাইতে পারিব না।"

"মুখ কিসে কলঙ্কিত হইল—"

"ঐ ছার জীবন অপরের সহায়তায় বাঁচিয়াছে। আমি নিজে আত্ম-রক্ষা করিতে পারি নাই।"

"এ কথা তুমি আমি ভিন্ন আর কেউ জানে না—"

"সত্য—কিন্তু আসফ খাঁ তোমায় দেখিয়াছে।"

"দেখিলেও চিনিতে পারে নাই। আমি পশ্চাৎদিক হইতে তাহাকে বর্শার দ্বারা আঘাত করিয়াছিলাম। এস দুর্জ্জয়! প্রভাত হইয়া আসিতেছে। জানি না—প্রভাতে সমস্ত মোগলসৈন্য একত্রিত হইয়া আবার কি বিভ্রাট উপস্থিত করিবে!"

দুর্জ্জয়সিংহ—দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"চল। এখন বুঝিয়াছি মানুষ কর্ম্মফলের প্রবল শক্তির অধীন। পুরুষকার কেবলমাত্র আত্ম-প্রবঞ্চনা।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নির্জ্জন বনভূমি অতিক্রম সময়ে ভামসা ও দুর্জ্জয় সিংহ একাবারে কথোপকথন বন্ধ করিয়াছিল।

ভামসা অগ্রে অগ্রে। আর নির্ব্বাক দুর্জ্জয় সিংহ তাহার পশ্চাতে।

ভীষণ ঝটিকা সঞ্চারের পূর্ব্বে সমগ্র জড় প্রকৃতি যেমন স্থির ও নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করে, এই দুইজন বীরের অবস্থাও তাই!

জানিনা—তাহাদের মনে কিসের ঝড় বহিতেছিল! কিন্তু এটুকু বলিতে পারি, যে ঝড় উঠিয়াছিল—তাহাতে উভয়েরই হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতেছিল।

প্রভাতের বালার্ক-কিরণে সেই সুন্দর শ্যামল উপত্যকা পথ, স্বর্ণ রঞ্জিত হইয়াছে। পর্ব্বত স্থাণুদেশবাহী ক্ষুদ্র গিরি-তরঙ্গিনীর বুকে সেই বালার্ককিরণ রেখা পড়িয়া, গলিত স্বর্ণের মত চিক্ চিক্ করিতেছিল।

বিহঙ্গমকুল সমস্ত রাত্রি শব্দশূন্য অবস্থায় ছিল। প্রভাতালোক পরিস্নাত হইয়া, তাহারা যেন নবজীবন লাভ করিল! কুলায় ত্যাগ করিয়া শান্ত সুনীল বালার্ককিরণ-প্লাবিত, সমুজ্জ্বল উষার আকাশে স্বর্ণকর-রঞ্জিত মেঘরাশির অন্তরালে থাকিয়া, মধুর কূজনে নবসঞ্জীবিত প্রকৃতিকে সঙ্গীতোচ্ছাসে মুগ্ধ করিতে লাগিল।

সে সঙ্গীতে কত সুধা উছলিয়া পড়িতেছে। সে ভৈরবী-আলেয়া-কানাড়ার মিশ্রিত ধ্বনিতে, নীলাকাশের শীতল বায়ুপ্রবাহে কতই সঙ্গীত-স্রোত উথলিয়া পড়িতেছে। প্রস্ফুটিত কুসুমস্তবক, প্রভাত-সৌন্দর্য্য মুখরিত হইয়া, সুপবিত্রতা অঙ্গে মাখিয়া নবোদিত রবির স্বর্ণময় কিরণ-রেখা পাতে ঝলমল করিতেছে। সেই কুসুমবক্ষ-নিঃসারিত মনোহর সুগন্ধ, চুরি করিয়া চতুর প্রভাত সমীর বড়ই বিচিত্র খেলা করিতেছে।

সোণার প্রকৃতি, সোণার রঙ্গে রঞ্জিত। পাহাড়ের উপত্যকা ও অধিত্যকা ভুমি স্বর্ণধারা প্লাবিত। পর্ব্বতবক্ষবাহিনী নির্জ্জনে স্বননময়ী গিরিনদীর, বনস্পতি-ছায়াময় সুকৃষ্ণ বক্ষেও সে স্বর্ণকিরণ প্রভা প্রতিফলিত হইয়াছে। কিন্তু হায়! এই লোকবিমোহন সৌন্দর্য্য দেখে কে?

সেই প্রভাত সমীরচর্চ্চিত, প্রভাত-রবিকিরণ-প্লাবিত, উপত্যকা-পথে আর কোন মনুষ্যই নাই! খালি আছে—এই ভামসা আর দুর্জ্জয়সিংহ! জানি না—তাহারা প্রাণের গভীরতর স্তরে এ প্রভাত-সৌন্দর্য্যের শক্তি অনুভব করিতেছিল কি না!

তা যাই হউক, সৌন্দর্য্য মানবের দাসী নহে। তুমি আমি বা আর কেহ তাহা উপভোগ করিল না—দেখিল না—বুঝিল না, দেখিয়া মজিল না—মরিল না, তা বলিয়া যে সৌন্দর্য্য অভিমানিনী হইয়া লজ্জায় মুখ লুকাইবে, এরূপ কোনও কথা সৌন্দর্য্যের অভিধানে বা প্রকৃতির পক্ষপাতশূন্য নিয়মের মধ্যে নাই।

দুর্জ্জয়সিংহ প্রথমে মৌনভঙ্গ করিল। কারণ সম্মুখেই নাতিপ্রশস্ত সুপবিত্র সলিলপূর্ণ গিরিনদী। উপত্যকা সমতল ভূমি হইলেও, সুবিমল সলিল-সম্পদপূর্ণা পার্ব্বত্য নদী দশহাত নিম্নে!

দুর্জ্জয়সিংহ বলিল,—"ভামসা! আর কতদূর যাইতে হইবে! এ নদীর উপর ত কোন সেতু নাই। তবে কি আমাদের হাঁটিয়া নদী পার হইতে হইবে?"

ভামসা মৌনভঙ্গ করিয়া বলিল,—"হাঁ অবশ্য তাই বই কি! দুর্জ্জয়! এ স্থান কেমন নির্জ্জন!"

দুর্জ্জয়সিংহ একথায় চমকিয়া উঠিল। ভামসার স্বর কঠোর বিদ্রূপ-পূর্ণ। তাহার প্রত্যেক শব্দে দারুণ শ্লেষ ক্ষরিত হইতেছে।

দুর্জ্জয়সিংহ চমকিতভাবে প্রশ্ন করিল—"কেন ভামসা! একথা বলিতেছ কেন?"

"তুমি মনে মনে কি ভাবিতেছিলে—দুর্জ্জয়সিংহ!"

"আমার চিন্তা অতি পবিত্র! সে কথা নাই বা শুনিলে?"

"কিন্তু যদি তোমার আর আমার চিন্তা এক বিষয়েরই হয়।"

"হইলেই বা! তাহাতে ক্ষতি কি?"

"অত উদার মত আমার নয়! আমি বলি, তাহাতে সমূহ ক্ষতি আছে।"

"বৃথা তর্কে প্রয়োজন কি? আগে বল দেখি, আমি কি ভাবিতেছিলাম?"

"পান্নার কথা!"

"কেমনে জানিলে! আমি যদি বলি না—"

"তাহা হইলে তুমি মিথ্যাকথা বলিতেছ।"

"সাবধান! দুর্জ্জয়সিংহ কখনও মিথ্যা কথা বলে না।"

"ভামসা—ভীল। অন্ততঃ এখনও সে তাই বলিয়া পরিচিত! ভামসাও মিথ্যা কথা বলিতে শেখে নাই।"

"যদি তাই হয়—"

"তাহা হইলে আমি তাহা হইতে দিব না।"

"সাধ্য কি তোমার ভামসা! যে পান্নার রূপ আমার অস্থিমজ্জা-শোণিতকণার মধ্যে—যে পান্না আমার হৃদয়ে রাজ-রাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে বিরাজিতা—যার জন্য আজ আমার এ লাঞ্ছনা, এ কষ্ট, এ অপমান, তার

চিন্তা ত্যাগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব! আমার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করিয়া শোণিতধারা ঢালিয়া দিয়াও আমি জীবিত থাকিতে পারি, কিন্তু পান্নার চিন্তা হইতে একদণ্ড বিরত হইলে আমার জীবনান্ত ঘটিবে।"

"পান্না তোমার চক্ষে এত উচ্চ!"

"হাঁ—তাই।"

"তবে পান্নার জন্য হৃদয়ের শোণিত ধারা ঢালিয়া দাও!"

"দিতে পারি, যদি পান্না নিজে এস্থানে উপস্থিত হইয়া, আমার আত্মদান যজ্ঞে পূর্ণাহুতি গ্রহণ করে।"

এমন সময় সেই নির্জ্জন বনস্থলী বিকম্পিত করিয়া কে যেন গম্ভীর-কণ্ঠে বলিল—"হা হতভাগ্য! তোমাদের দেশ বিপন্ন! আক্রমণকারী শত্রুর করতলগত! এই কি তোমাদের আত্মবিগ্রোহের সময়! হায় রাজপুত! তোমার প্রকৃতি এত নীচ হইয়াছে।"

সেই তীব্র রবিকরোজ্জ্বলিত শষ্প-বীথি-পূর্ণ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যময়ী উপত্যকায় সেই গিরিনদীকূলে দাঁড়াইয়া ধীরগম্ভীর স্বরে, আবার সেই মূর্ত্তি বলিল,—"হায় মূর্খ! এখনও তোমাদের চেতনা হইল না!"

উভয়ে সবিস্ময়ে দেখিল—গৌরিক-মণ্ডিতা, ত্রিশূল-ধৃত-করা, বিভূতি-ভূষণ-চর্চ্চিতা, রুদ্রাক্ষমালা-বিভূষিতা এক সৌম্যমূর্ত্তি রমণী তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া।

সেই রমণীর বিশালায়ত লোচনদ্বয় হইতে যেন অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে!

ভামসা ও দুর্জ্জয়সিংহ সে রমণীকে চিনিল। উভয়েই বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া এতক্ষণ নির্ব্বাক অবস্থায় ছিল। কিন্তু রমণী কণ্ঠোচ্চারিত সেই বজ্রনাদবৎ তীব্র কঠোর তিরস্কার স্বরে, যেন তাহাদের মোহ ছুটিয়া গেল।

দুর্জ্জয়সিংহ উত্তরবিহীন! ভাম্‌সা সেই শক্তিশালিনী রমণীর পাদমূলে বসিয়া বলিল—"মা! আমায় মার্জ্জনা কর।"

যেন প্রকৃতির বুক হইতে ভীষণ ঝড় কোথায় চলিয়া গেল। সেই তীব্র-রোষ-কষায়িত, আয়ত-লোচনদ্বয় হইতে অমৃতময় স্নেহধারা ক্ষরিত হইল। সেই ক্রোধ বিকম্পিত রক্তোৎফুল্ল ওষ্ঠাধর হইতে সরস হাস্য নিঃসৃত হইল। রমণী কঠোর বিদ্রূপময় স্বর পরিবর্ত্তন করিয়া স্নেহময় স্বরে বলিলেন—"ভাম্‌সা! আমি তোমায় আমার সন্তানের অপেক্ষাও বেশী স্নেহ করি, তুমি আমার প্রিয়শিষ্য! কিন্তু বৎস! এই কি তোমাদের তুচ্ছ রমণী লইয়া বিবাদ করিবার সময়! তোমরা, আমার স্বার্থ, আমার দেশের স্বার্থ, তোমাদের জন্মভূমির স্বার্থ ভুলিয়া যে আত্ম দ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছ, ইহা যে রাজপুতের নামে কলঙ্ক প্রক্ষেপ করিবে। আমি তোমাদের যে কার্য্যে পাঠাইয়াছিলাম, তাহার কি হইল! মোগল সেনাপতি আসফ্‌ খাঁ কোথায়!"

ভামসা এই কথায় চমকিত হইয়া বলিল—"কি বলিতেছেন জননি! আসফ্‌খাঁকে যে আমি স্বহস্তে বন্দী করিয়া, ভীলসৈন্য পাহারা দিয়া, বহুক্ষণ পূর্ব্বে আপনার কাছে পাঠাইয়াছি।

সেই সন্ন্যাসিনী বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্তে বলিলেন—"কি বলিতেছ ভাম্‌সা! কোনও ভীল সৈন্য এ পর্য্যন্ত আমার গুহায় উপস্থিত হয় নাই। তা মোগল সেনাপতি আসফ খাঁ ত দূরের কথা!"

ভাম্‌সা একথায় যেন বড়ই চিন্তিত হইল! সমস্ত ঘটনা বুঝিতে তাহার বাকী রহিল না। সে যে রজনীর শেষযামে তাহার অধীনস্থ কয়েকজন বিশ্বাসী ভীলের তত্ত্বাবধারণে আসফ্‌খাঁকে মাতাজীর নিকট পাঠাইয়াছে! ধরিতে গেলে, প্রভাতের পূর্ব্বেই তাহাদের আশ্রমে পৌছান উচিত ছিল। তাহাদের সকলেই ত এই পর্ব্বতময় উপত্যকার সহজ পথ জানে। তাহাদের সকলেই ত শক্তিশালী যোদ্ধা। আসফ্‌খাঁর সাধ্য কি, যে তাহাদের কবল হইতে সহজে পলাইতে পারে।

দুর্জ্জয়সিংহ—এতক্ষণ নানাকথা ভাবিতেছিল! সে উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া বলিল,—"মা! আসফ্‌খাঁকে আমি খুব ভাল চিনি! আর



বৎস্য । এই কি [redacted]র তুচ্ছ রমণীর জন্য বিবাদ করিবার সময় ?

[সুখের বাসর—৭৪ পৃঃ ।]

আকবর সাহের স্বহস্তে শিক্ষিত মোগল সৈন্যের ও প্রভাব জানি। আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি—আপনার একজনও ভীল সেনা জীবিত নাই। যে সমস্ত মোগল সৈন্য আমাদের অতর্কিত আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহারাই শিবিরে ফিরিয়াছে! আসফ্‌খাঁকে দেখিতে না পাইয়া দলবদ্ধ হইয়া তাহাকে খুঁজিবার জন্য এই পাহাড়ে উঠিয়াছে। অসংখ্য মোগল সেনার সঙ্গে আপনার কুড়িজন ভীলসৈন্য কেমন করিয়া যুঝিবে মা!"

সেই গৌরিক ধারিণী রমণী, এই সব কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া তীব্র বিদ্রূপের সহিত বলিলেন,—"এত বুদ্ধি তোমাদের যে এই ভীষণ বিপদের সময় তোমরা আত্মনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে! আমার আদেশ যেখান হইতে পার আসফ্‌খাঁকে বন্দী করিয়া আনিতেই চাও।"

ভামসা বলিল, "মা! আপনার কাজে ত আমি জীবনোৎসর্গ করিয়াছি। আমাদের আরও কিছু সেনা দিন।"

সেই সন্ন্যাসিনী গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "বাবা বল্লভের মন্দিরের সাম্‌নে তুমি দুই শত ভীলের সন্ধান পাইবে। ভাম্‌সা! দুর্জ্জয়! তোমরা পারত সৈন্য সহায়তায় আসফ্‌খাঁকে বন্দী কর।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পাঠক! বহুদিন আমরা পান্নার কোন খবর লই নাই। যে পান্নাকে লইয়া এতকাণ্ড, যে পান্নার জন্য দুর্জ্জয়সিংহ ও ছদ্মবেশী ভামসার মধ্যে এত বিবাদ, যে পান্না দুর্জ্জয়সিংহকে একাকী মহাহব মুখে পাঠাইয়া শঙ্কিতা অনুতপ্তা, যাহার জন্য পান্না পিতার বিরাগ ভাজন হইয়াছে, সে পান্নার একবার সংবাদ লওয়া প্রয়োজন।

প্রভাত হইয়াছে। সেই কালনিশীথে, দারুণ উত্তেজনার মর্ম্ম যাতনায় পীড়িতা পান্না, দুর্জ্জয়সিংহকে তিরস্কার করিয়া, তাহাকে মহাবিপদের মুখে পাঠাইয়াছেন। যে পান্না এজন্য পিতার নিকট লাঞ্ছিতা ও তিরস্কৃতা পর্য্যন্ত হইয়াছে, পিতার চির আদরিণী কন্যা অনুরাগের বিনিময়ে বিরাগ লাভ করিয়াছে, সেই পান্নার সংবাদ লওয়া একবার প্রয়োজন।

সে রাত্রি কাটিয়াছে! দিনরাত ত কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। তুমি চোখের জল ফেলিয়া রাত কাটাইতেছ, আমি বিলাস বিভ্রমে উন্মত্ত হইয়া হাঁসিয়া দিন কাটাইতেছি—তোমারও দিন যাইবে, আমারও যাইবে। তোমারও রাত্রি প্রভাত হইবে, আমারও হইবে।

এই সনাতন নিয়মের অধীন হইয়া পান্নার রাত্রি কাটিয়াছে। কিন্তু কোথায় দিয়া কাটিয়াছে সে তাহা জানিতে পারে নাই। সমস্ত রাত্রিই সে নিদ্রাহীন নেত্রে একবার অলিন্দে, একবার দুর্গ প্রাকারে, একবার গৃহ কক্ষে একবার সু-উচ্চ পর্ব্বত শিখরে উঠিয়া, বারি প্রত্যাশিতা চাতকীর মত, দুর্জ্জয়সিংহের প্রত্যাগমন প্রত্যাশায় সেই অন্ধকার মণ্ডিত প্রকৃতির চারিদিকেই আকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে! নিশাচরগণ এদিকে ওদিকে ছুটিতেছে, পান্না ভাবে অই দুর্জ্জয়সিংহ আসিতেছে। শুষ্ক পত্রের উপর দিয়া শৃগাল কুকুর চলিয়া যায় —সে ভাবে অই বুঝি দুর্জ্জয়সিংহের প্রত্যাগমন-পদ শব্দ।

দুর্জ্জয়সিংহকে সে চির দিনের জন্য বিরাগ নেত্রেই দেখিয়াছে। তাহার কারণ আর কিছুই নহে—দুর্জ্জয়সিংহ স্বভাবতঃই দাম্ভিক। তাহার মনে মনে অহঙ্কার যে, সে পান্নার পিতার—দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ—কাজেই পান্না তাহার।

কিন্তু ইহা না করিয়া দুর্জ্জয়সিংহ যদি পান্নার কাছে আসিত, তাহার একটু তোষামোদ করিত, তাহার রূপের প্রশংসা করিত, তাহার মত মালবে আর কোন সুন্দরী নাই, একথাটা অনুরক্ত ভক্তের মত বুঝাইতে পারিত, তাহা হইলে হয়ত অভিমানিনী পান্না অভাগা দুর্জ্জয়সিংহের উপর

কতকটা বিরক্ত হইত না। দুর্জ্জয়সিংহ সত্য সত্যই ভাবিত, সে পান্নার পিতার দক্ষিণ বাহু স্বরূপ থাকিয়া পান্নাকে লাভ করিবে। দুর্গাধিপের পুত্র নাই, সিংহাসনের অধিকারী নাই, পান্নাকে বিবাহ করিতে পারিলে এ সিংহাসন তাহার!

আর দুর্জ্জয়সিংহের এ কল্পনাটা যে অলীক ছিল তাহা নহে। সে যে নিতান্তই আকাশের উপর বাড়ী বানাইতেছিল, স্বপ্নের খেয়ালে মাতোয়ারা ছিল তাহাও নহে।

এক দিনের ঘটনায় সে বুঝিতে পারিল তাহার অদৃষ্ট প্রসন্ন হইয়াছে। মালবের সীমান্তে ভীল প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছিল। তাহাদের কেহই দমন করিতে ছিল না। তাহারা দু'দশ দিন অতর্কিত ভাবে প্রজাদের আক্রমণ করিয়া তাহাদের সব লুঠিয়া লয়। দুর্গাধিপতি পান্নার পিতা, তাঁহার পার্শ্বচর দুই এক জন সেনাপতিকে এ বিদ্রোহ দমন করিতে পাঠাইয়াছিলেন। কেহই সেই দুর্দ্দান্তলুণ্ঠনশীল ভীলদের আয়ত্ব করিতে পারে নাই। শেষ দুর্গাধিপ দুর্জ্জয়সিংহের উপর এই দুরূহ কার্য্যের ভার দিলেন। বলা বাহুল্য স্বভাব সিদ্ধ কৌশলী বলিয়া, দুর্জ্জয়সিংহ সেই বিদ্রোহী ভীলদিগকে দমন করিয়া আসিল। কেবল যে দমন আর আনুগত্য স্বীকার করান তাহা নয়, দুর্জ্জয়সিংহের কূটনীতিতে অনেক ভীল দুর্গাধিপের সেনাদল ভুক্ত হইল।

ভীলেদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ আর নাই। অতি দূর হইতে জঙ্গলের অন্তরালে পাহাড়ের উপরে থাকিয়া শত্রুর মস্তিষ্ক ভেদ করিতে তাহারা সিদ্ধ হস্ত! তাহাদের দূর নিক্ষিপ্ত দৃঢ়লক্ষ্য বিষবাণে একবার বিদ্ধ হইলেই নিশ্চিত মৃত্যু। এই সময়ে মুসলমানের সহিত যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল। আকবর সাহের সেনাপতি মালবের অনেক দুর্গাধিপতিকে আয়ত্বে আনিয়াছিলেন। কেবল জনকতককে পারেন নাই। এজন্য সম্রাটের নিকট তাঁহাকে যথেষ্ট অপমানিত হইতে হইয়াছিল।

আসফ্ খাঁ দুই তিনবার, গোপনে বন পথাশ্রয়ে পান্নার পিতার সুদৃঢ় দুর্গ আয়ত্ব করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্জ্জয়সিংহের এই সমস্ত দিবারাত্র সজাগ বিশ্বাসী ভীলসেনার জন্য তাহা করিতে পারেন নাই। কেন পারেন নাই তাহা একটু বুঝাইয়া বলিতে হইবে।

দুর্জ্জয়সিংহ তখন দুর্গাধিপতির একজন বিশ্বাসী সেনাপতি। দুর্জ্জয় বীর, যৌবনমদোভ্রান্ত রণকুশলী, সাহসী ও প্রকৃত পক্ষে সমরে দুর্জ্জয়। একদিন দুর্গাধিপতি তাহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন, "দুর্জ্জয়! শুনিয়াছ কি, প্রবল প্রতাপশালী দিল্লীশ্বর আকবর সাহ এই ক্ষুদ্র রাজ্যের উপর কুদৃষ্টি করিতেছেন। তাঁহার সেনাপতি আসফ খাঁ আমাকে পত্র লিখিয়াছেন—"যদি এই পত্র প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে আমি দুর্গ সমর্পণ না করি, বাদসাহের অধীনস্থ সামন্ত নরপতি বলিয়া তাঁহার তরকারি চুম্বন না করি, তাহা হইলে তিনি আমার দুর্গাক্রমণ করিয়া বন্দী করিবেন। আমার কন্যাকে বাঁদীরূপে সম্রাটের অন্তঃপুরে পাঠাইবেন।"

পান্না! তাহার জীবনের জীবন, প্রাণের প্রাণ, দেহের শোণিত, ধমনীর স্পন্দন, নেত্রের জ্যোতি, পান্না মোগল বাদসাহের ক্রীতদাসী হইবে? —না—না একথা কল্পনার চক্ষেও অতি ভীষণ। শত দুর্গাধিপতি জাহান্নামে যাক্, মালবের স্বাধীনতা মোগল করতলস্থ হউক, মালব ক্ষেত্র—হিন্দুর শোণিতে পূর্ণ হউক, তাহাতে তাহার কোন ক্ষতিই নাই! কিন্তু পান্নার একটী মাত্র কেশও যেন কেহ স্পর্শ করিতে না পারে।

দুর্জ্জয়সিংহ মনে মনে ভাবিল, তাহার প্রাণের প্রাণ পান্নাকে বাঁচাইতে হইলে মোগলকে বাধা দিতে হইবে। আসফ্ খাঁকে দলবল সমেত বিনাশ করিতে হইবে! কিন্তু শেষের কাজটা তত সহজ ন... অগণ্য বাহিনীর অধীশ্বর মোগলসেনা নায়ককে সাক্ষাৎ যুদ্ধে হটাইয়া দেওয়া, তাহার ত সাধ্যায়ত্ব নয়।

কূটবুদ্ধি দুর্জ্জয়সিংহ মনে মনে কি ভাবিল। দুর্গাধিপতিও চিন্তার

বিষণ্ণ। কাজেই তিনি দুর্জ্জয়ের অবাধ চিন্তা স্রোতে কোন বাধা দিলেন না। দুর্জ্জয় অনেকক্ষণ ভাবিয়া স্থির করিল সম্মুখ যুদ্ধে অসংখ্য মোগল সৈন্যের প্রতিযোগীতা করা, তাহার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর নহে। যে মোগল বাহিনী হল্‌দীঘাটের মৃত্যুচ্ছায়ামণ্ডিত উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া রাজপুতের স্বাধীনতা নষ্ট করিয়াছে—বীর কেশরী রাজপুত কুল গৌরব রাণা প্রতাপের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাঁহাকে পথের ভিখারী করিয়া, তাঁহার জীবনাহুতি লইয়া ক্ষান্ত হইয়াছে—সে মোগলকে প্রকাশ্য যুদ্ধে বাধা দেওয়া অতি ধৃষ্টতার কাজ।

দুর্জ্জয়সিংহ মনে মনে সংকল্প আঁটিল যে, বিশ্বাসী ভীল সৈন্য চারিদিকে বেড়াইয়া বেড়াইয়া আসফখাঁর গতি বিধির সন্ধান রাখিতে হইবে, সর্ব্বদা রাজধানী হইতে তাহাকে দূরে দূরে রাখিতে হইবে, যাহাতে সে দুর্গের সীমানায় আসতে না আসিতে পারে, দুর্গাধিপতির রাজ্যের সীমানায় না আসিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অতি দরিদ্র ব্যক্তি সহসা সম্মুখে অসংখ্য দ্রবিণ রাশি দেখিতে পাইলে যেমন প্রফুল্লচিত্ত হয়, দুর্জ্জয়-সিংহ মস্তিষ্ক আলোড়নকারী ভীষণ চিন্তার ফলে এই পথ দেখিতে পাইয়া সেই রূপ আশান্বিত হইল। দুর্জ্জয় আশা বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে, উৎসাহপূর্ণ স্বরে বলিল—,"রাজন্! যদি আমি আপনার রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হই—আসফখাঁকে, এ রাজ্যের ত্রিসীমানায় না আসিতে দিই, তাহা হইলে আমার জীবনব্যাপী পরিশ্রমের কি পুরস্কার দিবেন?"

দুর্গাধিপতি দুর্জ্জয়ের এই কথা শুনিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিলেন। কেন তাহার কারণ তিনি ভালরূপ জানেন। তিনি বুঝিলেন দুর্জ্জয়সিংহ অতি স্বার্থপর! কর্ত্তব্য তাহার জীবনের মূলমন্ত্র হইলেও সে নিঃস্বার্থ ভাবে কর্ত্তব্য করিতে চাহে না।

কিন্তু এ স্বার্থ কি? ধনরত্ন? না—তাহা হইলে সে ত তাহা খুলিয়াই বলিতে পারিত। তবে কি? পান্না—পান্না! যদি তাই-ই হয়! তাহাতেই

বা ক্ষতি কি? আমি রাজ্য চাই, স্বাধীনতা চাই, পূর্ব্বপুরুষের শৌর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাই। এরূপে যে আমার সহায়তা করিবে, তাহাকে অদেয় ত কিছুই নাই!

দুর্গাধিপতি সব বুঝিলেন! মানব চরিত্রের বৈচিত্রতা দেখিয়া তিনি চুল পাকাইয়াছেন! দুর্জ্জয়সিংহ তাহার চক্ষে শিশুমাত্র। দুর্জ্জয়সিংহের প্রকৃত মনোভাব জানিবার জন্য দুর্গাধিপতি প্রসন্ন মুখে বলিলেন, "কি চাও দুর্জ্জয়সিংহ! অর্থ—প্রচুর অর্থ তোমায় দিতে পারি। যেরূপে তুমি আমার মান ইজ্জত সম্ভ্রম রক্ষা করিবে, তাহার পুরস্কার ত অর্থ নয় দুর্জ্জয়-সিংহ।"

দুর্জ্জয়সিংহ একথায় উৎসাহিত হইল! তাহার চিন্তা ক্লিষ্ট মুখমণ্ডল হর্ষ প্রভামণ্ডিত হইয়া উঠিল। দুর্জ্জয় বুঝিল—তাহার অদৃষ্ট অতি সুপ্রসন্ন। সুন্দরী লালমভূতা পান্না তাহার। পান্নার পিতার সুদূর বিস্তৃত রাজ্য তাহার!

দুর্জ্জয়সিংহ ধীরভাবে নম্রস্বরে বলিল, "আপনার কাজে আমি এ জীবন সমর্পণ করিতে পারি। যে আপনার শত্রু, সে আমার এ স্বাধীনরাজ্যের শত্রু, আমার স্বার্থের শত্রু, তাহার উচ্ছেদের জন্য আমি এ হৃদয়ের উষ্ণ শোণিত-ধারা ঢালিয়া দিতে পারি!—কিন্তু—কিন্তু—আমি অর্থ চাই না—সম্পদ চাই না, চাই আপনার বিমল স্নেহ, চাই আপনার পুত্রত্ব! দিতে পারিবেন কি?"

দুর্গাধিপতি সব বুঝিলেন, কিন্তু তিনি দুর্জ্জয়ের নিজের মুখ হইতে কথাটা শুনিতে চান্। কাজেই পুনরপি বলিলেন—"আমি ত তোমায় সন্তান অপেক্ষাও স্নেহ করি। আমার ত সন্তান নাই। একমাত্র কন্যা ঐ পান্না! তাহার জন্যই আমার এত ভাবনা, এত চিন্তা! বল—বল দুর্জ্জয়! কি পুরস্কারের বিনিময়ে তুমি আমার সম্ভ্রম রক্ষা করিতে পার।"

দুর্জ্জয়সিংহ আর মনোভাব চাপিয়া রাখিতে পারিল না! সে দুর্গাধি-

পতির কথার ভাবে যথেষ্ট প্রশ্রয় পাইয়াছে, যথেষ্ট সাহসী হইয়াছে। কাজেই সে বলিল, "আমি অর্থ চাই না, কিছুই চাই না। এ বিশ্বের একমাত্র অমূল্য সম্পদ পান্নাকে আমায় দিন।"

দুর্গাধিপতি সবিস্ময়ে একবার দুর্জ্জয়ের মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার চোখের সম্মুখে যেন সমস্ত বিশ্ব ঘুরিতে লাগিল। দুর্জ্জয়সিংহ তাঁহার অপেক্ষা কুলেশীলে অনেক নীচে। পবিত্র সূর্য্যবংশের শোণিত কখনও চন্দায়তের সহিত মিশিতে পারে না।

কিন্তু শত্রু নগর দ্বারে, যে পান্নার বংশ গৌরবে তিনি এত গর্ব্বিত, সেই পান্নারই সমূহ বিপদ। চন্দায়ৎ কে তিনি অযোগ্য পাত্র ভাবিতেছেন, কিন্তু মুসলমান বাদসাহের অনুগ্রহের দাসী হওয়া অপেক্ষা কি চন্দায়ৎ ভাল নয়। তিনি নিজে সাহসী, রণকুশল। কিন্তু জরা বার্দ্ধক্য পীড়িত। দুর্ব্বল হস্তে অসি চালনা করা, নিজের রাজ্য নিজ বাহুবলে রক্ষা করা, পান্নাকে রক্ষা করা, তাঁহার ত সাধ্যায়ত্ব নহে।

দুর্গাধিপতি দেখিলেন একদিকে পান্না আর দুর্জ্জয়সিংহ, অপর দিকে মোগল বাদসাহ ও পান্না। পান্না সুন্দরী; সমগ্র ভারতের মধ্যে পান্নার রূপের গর্ব্ব-কথা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দুর্গ রাখিতে হইলে, পান্নাকে রাখিতে হইলে, দুর্জ্জয়সিংহকে বিশেষ প্রয়োজন।

দুর্গাধিপ কি ভীষণ চিন্তায় পীড়িত, তাহা দুর্জ্জয়সিংহ তখনই বুঝিতে পারিল। পারিয়া একটু বিদ্রূপ পূর্ণ স্বরে বলিল,—"রাজন্! কি ভাবিতেছেন? একটা সামান্য প্রশ্নের উত্তর দিতে এত কিসের ভাবনা।"

দুর্গাধিপ। তুমি যেটা সহজ বলিয়া ভাবিতেছ, আমি তাহাকে বড়ই দুরূহ ভাবিতেছি।

দুর্জ্জয়। আর পান্নার ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট কি আরও দুরূহ সমস্যাময় নয়!

দুর্গাধিপ। বটে! কিন্তু সে সমস্যার নিরাকরণ রাজপুত অতি সহজেই করিতে পারে। রাজপুতনার ইতিহাসে এরূপ উদাহরণের অভাবও নাই।

দুর্জ্জয়। বটে! তাহা হইলে আপনি পান্নাকে হত্যা করিতে চান? মোগলের কাছে বলি দিবার পূর্ব্বে কালের নিকট বলি দিতে চান।

দুর্গা। তা ভিন্ন আর উপায় কি দুর্জ্জয়!

দুর্জ্জয়। তবু আমায় দিবেন না।

দুর্গা। বৎস! তুমি যে চন্দায়ৎ!

দুর্জ্জয়। চন্দায়ৎ কি এত নীচ! কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—যদি আপনার সংকল্প সিদ্ধির অবসর না পান? পান্নার সুকোমল বক্ষের শোণিত আকর্ষণে আমার এই দুর্ব্বল হস্ত রক্ষার্থ না হয়, তাহা হইলে!

দুর্গাধিপ সকল দিক দিয়া কথাগুলি ভাবেন নাই। দুর্জ্জয় সিংহ যে ভাবে ঘটনাটাকে বুঝিতেছে তিনি সে ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই! পিতার স্নেহময় প্রাণে ভীষণ ঝঞ্চা উঠিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—দুর্জ্জয়সিংহ যাহা বলিয়াছে সত্যই তাই ঠিক। পান্নার জন্যই আসফখাঁর এ দুর্গাক্রমণ। পান্নাকে লুঠ করিয়া সে হয় নিজের অঙ্কলক্ষ্মী করিবে, না হয় মোগল বাদসাহকে উপহার দিবে। আর মুখে যাহা বলিতেছি তাহা কাজে করিতে পারিব কি? তখন এই ক্ষীণ কম্পিতহস্তে, চিন্তাজর্জ্জরিত প্রাণে সাহস আসিবে কি? তীক্ষ্নধার উজ্জ্বল ছুরিকা যখন আলোক রশ্মিতে চক্ চক্ করিয়া উঠিবে, তখন আমার শক্তি ও সাহস সবই পলাইবে। অকারণ কন্যাঘাতীর দুরপণেয় কলঙ্ক পসরা মাথায় লইয়া ফিরিতে হইবে।

দুর্জ্জয়ের কথায় দুর্গাধিপতির চক্ষু ফুটিল। তিনি এক সামান্য কথাতে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সকল ঘটনাই মনশ্চক্ষে দেখিলেন। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া ক্ষুব্ধ স্বরে কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—"তাহা হইলে কি চাও দুর্জ্জয়!"

"যা—চাই, তাহা ত বলিয়াছি।"

"পান্না—আমার স্নেহময়ী পান্নাকে চাও"

"যাহা একবার বলিয়াছি, তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া কোন ধৃষ্টতা করিতে চাই না।"

"পান্নার হৃদয় বুঝিয়াছ কি? পিতা হইয়া একথা জিজ্ঞাসা করা ভাল দেখায় না। কিন্তু—পান্না রাজপুত কন্যা।"

"আমিও রাজপুত। অসি আমার ব্যবসা! পান্নার হৃদয় আমি জানি। সে বীর পূজায় বড় আনন্দ অনুভব করে।"

"কিন্তু আমি শুনিয়াছি—"

"কি শুনিয়াছেন—"

"পান্না আর এক জনকে ভালবাসে!

"যার প্রাণ উদার, সে জগতের সবাইকে ভালবাসে। পান্না স্বর্গের দেবী। আপনি পিতা হইয়াও তাহাকে চিনিতে পারেন নাই।"

"ধর—যদি পান্না তোমায় প্রত্যাখ্যান করে।"

"পান্না নারী। মহত্বে তাহার হৃদয় পূর্ণ। আত্মত্যাগে প্রেমের পুষ্টি। আমি যদি প্রচুর আত্মত্যাগ করিতে পারি—আর পান্না যদি তাহা বুঝিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে আমার হইবে।"

দুর্গাধিপ আর কিছু না বলিয়া—দুর্জ্জয়ের পৃষ্ঠদেশে স্নেহময় হাত বুলাইয়া বলিলেন,—"বৎস! তাহাই হউক। পান্না তোমারই হউক। ভগবান একলিঙ্গ তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন।"

ইহা হইতেছে কিছুদিন পূর্ব্বের কথা। এই ব্যাপারের প্রায় একমাস পরে—দুর্জ্জসিংহ পান্নার নিকট হইতে উন্মাদের মত বিদায় লইয়া সে রাত্রে আসফখাঁর শিবিরে যাইতেছিল। তাহার পর কি ঘটনা ঘটিয়াছে—পূর্ব্বের কয়েকটী পরিচ্ছেদে পাঠক তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দুর্জ্জয়সিংহকে পান্না যে রাত্রে বিদায় দেয়, তাহাকে আশান্বিত ও উৎসাহিত করিয়া বিপদের মুখে প্রেরণ করে, তাহার পর হইতে চল্লিশ ঘণ্টা, সে দুর্জ্জয় সিংহের কোন সংবাদই পায় নাই।

পান্না এজন্য বড়ই ভাবিতেছিল! সে দুর্জ্জয়কে মনে মনে ঘৃণাই করুক, বা ভাল না বাসুক, তাহার বীরত্ব শৌর্য্যবীর্য্যের পূজা সে মনে মনে করিত। আর পান্না জানিত এই দুর্জ্জয়সিংহ তাহার পিতার দক্ষিণ হস্ত। দুর্জ্জয় না থাকিলে, তাহাদের সর্ব্বস্ব যাইবে। পিতা যাইবেন, দুর্গ মুসলমানের দখলে আসিবে, শেষ তাহার সর্ব্বনাশ হইবে।

পান্না প্রভাতে উঠিয়া দুর্গ প্রান্তবর্ত্তী স্বচ্ছ সলিলা নর্ম্মদা জলে স্নান করিয়া আসিয়াছে। সেই সুবিমল প্রভাতে উষা কিরণ রাগরঞ্জিত, স্বর্ণচূড়াময় ত্রিকালেশ্বর দেবের মন্দিরে গিয়া তাঁহার পূজা করিয়া আসিয়াছে। পূজায় তত একাগ্রতা, তত তন্ময়তা সে জীবনে কখনও দেখায় নাই। পূজা করিতে করিতে কখনও তাহার চোখ দিয়া জল বাহির হয় নাই। আজীবন পূজাকালে সে পিতারই মঙ্গল কামনা করিয়া আসিয়াছে, আর কাহারও করে নাই। সে দিন সে একজনের জন্য কেবল সেই নিশ্চল, ভাষাহীন শিবলিঙ্গকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছে,—"হে ঠাকুর! হে রাজপুতের ইষ্ট দেবতা; হে ক্ষত্রিয়ের কুল নায়ক! তুমি যদি সত্যের হও, তাহা হইলে দুর্জ্জয় সিংহকে বিপদে আপদে রক্ষা করিও। আমি না বুঝিতে পারিয়া হৃদয়ের আবেগ ভরে তাহাকে উত্তেজিত করিয়াছি। তাহাকে বাঁচাও। তাহাকে বড় মুখ করিয়া পাঠাইয়াছি, দেখিও ঠাকুর! যেন মুখ রক্ষা হয়। আজীবন তাহাকে ঘৃণা করিয়া

আসিয়াছি, তাহার হঠকারিতার জন্য, দাম্ভিকতার জন্য তাহাকে বিরাগ ভরে দেখিয়াছি ; হে ঠাকুর ! সে যেন আমার পিতার শত্রু, মালবে রাজ-পুত স্বাধীনতার শত্রু, আমার শত্রু মোগল সেনাপতি আসফখাঁকে বিধ্বস্ত করিয়া আসিতে পারে।"

সেই পাষাণ দেহ, পাষাণ মন, ঠাকুর, পান্নার সেই নেত্রনিঃসৃত অশ্রু ধারার সহিত, তাহার প্রাণের কাতর প্রার্থনা শুনিলেন কি না, শুনিয়া তাহা পূর্ণ করিলেন কিনা, তাহা ত কেহ বলিতে পারে না। তবে পাঠক পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার বিকাশে দেখিয়াছেন ঠাকুর পান্নার কাতর প্রার্থনা শুনিয়াও শুনেন নাই।

পান্না অঞ্জলি ভরিয়া বিল্বদল লইয়া তাহা চন্দন পরিসিক্ত করিয়া ভগবান একলিঙ্গের মাথায় চড়াইল। তারপর গললগ্নীকৃত বাসে প্রণাম করিয়া সেখান হইতে ধীরে ধীরে নিজকক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

পাঠক! এইবারবার আমাদের আসফ খাঁর অনুসরণ করিতে হইবে। কি করিয়া আসফ খাঁ, ভীল সৈন্যের ভীষণ কবল হইতে মুক্তি-লাভ করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিল, তাহা একবার বলিতে হইবে।

ভামসা, দুর্ম্মদ সিং নামক একজন অধীনস্থ অথবা উচ্চপদস্থ সৈনিককে, মাতাজীর নিকট আসফখাঁকে হাজির করিবার ভার দিয়া-ছিল। এই দুর্ম্মদ রণে দুর্জ্জয় হইলেও বুদ্ধিতে একটু নির্ব্বোধ ছিল। সে মনে মনে ভাবিল,—আসফ খাঁ একা—তাহার সঙ্গে কেহ নাই। মোগলেরা যেরূপ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে তাহাদের প্রত্যাগমনেরও কোন সম্ভাবনা নাই। কাজেই সে জনকয়েক বিশ্বস্ত ভীল-সেনার জিম্মায়

আসফ-খাঁকে দিয়া সৈন্যদলকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার অগ্র ও পশ্চাতে রাখিয়াছিল—আর নিজে সকলের অগ্রে অগ্রে যাইতেছিল।

সিকি পথ যাইবার পর আসফ-খাঁ মনে মনে বলিলেন—"কি কলঙ্ক! কি লজ্জা! এই হতভাগ্য নির্ব্বোধ ভীলগণ শেষ কিনা আমাকেই বন্দী করিল? হায়! কেন আমি সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত ছিলাম না! কেন নিদ্রাসুখে বিভোর হইয়া, নিজের সর্ব্বনাশ করিলাম। বাদসাহের সেনাক্ষয় করিলাম! আকবর সাহ কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন সেনানীকে কখনই মার্জ্জনা করেন না। যদি কখনও এই হতভাগ্য ভীলদিগের হাত হইতে মুক্তি পাই, তাহা হইলে আগরায়ও আর ফিরিতে পারিব না। প্রচুর অর্থদান করিলেও কি আমি মুক্তি পাইব না!"

এই সমস্ত কথা ভাবিতে ভাবিতে আসফ খাঁর উর্ব্বর মস্তিস্কে একটা মতলব আসিল! তিনি উন্মুক্ত-কৃপাণ-ধৃতকর এক ভীলকে বলিলেন—"তোমাদের সেনাপতির নাম কি ভাই?"

ভীল বলিল—"তাঁহার নাম ভামসা।"

আসফ। তিনি কোথায়! একবার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাই।

ভীল। তিনি অনেক পশ্চাতে আছেন। মাতাজীর আশ্রমে তাঁর দেখা পাইবেন।

আসফ। মাতাজী কে?

ভীল। কে তা জানিনা, তবে তিনি আমাদের সকলের মা।

আসফ। তিনি সকলের মা কিরূপ?

ভীল। সকলকে তিনি সমানভাবে স্নেহ করেন। দরিদ্র, অন্ধ, আতুর তাঁর চিরপ্রিয়।

আসফ। যদি তাঁর এত দয়া, তিনি এক মাটির মানুষ—তাহা হইলে আমাকে তাঁর কাছে লইয়া যাইতেছ কেন?

ভীল। তা জানি না। ভীলদের স্বভাবই এই, তাঁর আদেশ পাইলে তাহা পালনই করিয়া থাকে—তাহার কারণানুসন্ধান করে না।

আসফ। এই মাত্র বলিলে ভামসা চলিয়া গিয়াছেন। এখন তোমাদের দলপতি কে?

ভীল। দুর্ম্মদ সিংহ।

আসফ। তিনি কোথায়? তাঁর কাছে আমায় লইয়া চল।

ভীল। আপনি অপেক্ষা করুন, আমি এখনি তাঁহার মত জিজ্ঞাস করিয়া আসি।

এই বলিয়া সেই ভীল যুবক পাশ কাটাইয়া, একদিকে দ্রুত চলিয়া গেল। আসফখাঁর হস্তপদ আবদ্ধ নহে! কিন্তু প্রহরীগণ তাঁহাকে এরূপভাবে ঘেরিয়া চলিয়াছে, যে তাঁহার পক্ষে কোনরূপে ছুটিয়া পলায়ন অসম্ভব ব্যাপার।

তখনও উষার আলোক দেখা দেয় নাই। তখনও আকাশের কোলে অন্ধকারের রাজত্ব। তখনও গগনপ্রান্ত বালার্ক-কিরণ-রাগে রঞ্জিত হয় নাই। তখনও পক্ষী সকল কোটর হইতে বাহির হইয়া প্রভাত-গগনে উড্ডীয়মান হয় নাই।

আসফ খাঁ মনে মনে ভাবিলেন—এই অপরিচিত পর্ব্বতময় প্রদেশে পলাইয়াই বা বাঁচিব কোথায়! এই ভীলগণ এখনি আমায় ধরিয়া ফেলিবে। তার—পর, তারপর, এ পলায়নের অখ্যাতির কলঙ্ক জীবনেও মুছিবে না।"

আসফ খাঁ আরও ভাবিলেন—"আমি মোগলের নাম কলঙ্কিত করিয়াছি, সম্রাটের গৌরবান্বিত নামের উজ্জ্বল প্রভা মলিন করিয়াছি—হায় খোদা! আমার কি সর্ব্বনাশ করিলে?"

এমন সময়ে সমস্ত ভীলবাহিনী এক তূর্য্য-নিনাদ শুনিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল! আসফ খাঁ এ তূর্য্য নিনাদের কারণ কি বুঝিতে পারিলেন না।

সেই যুবক ভীল ঠিক এই সময়ে ত্বরিত পদে অগ্রসর হইয়া বলিল—"আপনি এখনি আমার সঙ্গে আসুন। সেনাপতি আপনাকে ডাকিতেছেন।"

দশম পরিচ্ছেদ

আসফ খাঁ সেই ভীলের সহিত দুর্ম্মদসিংহের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি সেখানে যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার কেশ কণ্টকিত হইল।

দুর্ম্মদসিংহ প্রস্তরাসনে এক ন্যগ্রোধ-বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন। আর তাঁহার সম্মুখে আর একটী গাছের গায়ে বন্য লতা-গুল্মাদির দ্বারা আবদ্ধ এক মোগল সৈনিক!

দুর্ম্মদ সিংহ আর একটী অনতিবৃহৎ শিলাখণ্ডের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ধীরস্বরে বলিলেন—"খাঁ সাহেব! এই বৃক্ষে আবদ্ধ ব্যক্তিকে চেনেন?"

আসফ খাঁ সে মূর্ত্তি দেখিয়া চিনিলেন, সে ব্যক্তি তাঁহার সহকারী সেনাপতি হিম্মত খাঁ।

দুর্ম্মদ সিংহ—বজ্রগম্ভীরকণ্ঠে বলিল—"মোগল সেনাপতি! এই আবদ্ধ মোগল সৈনিক একজন ভীলকে হত্যা ও আর একজনকে অস্ত্রাহত করিয়াছে। আমি এখনই ইহার প্রাণদণ্ড করিতাম, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আপনাকেই অনুরোধ করিতেছি, ইহাকে জিজ্ঞাসা করুন,—কেন এই ব্যক্তি এই কার্য্য করিল!"

আসফ-খাঁ হিম্মত সিংহকে ভালরূপই চিনিতেন। দুইজন ভীলকে হত্যা করিলেই যে তাঁহার উদ্ধারসাধন হইবে, তাহা নহে। তবে কেন সে এরূপ গর্হিত কাজ করিল?

দুর্দ্দম সিংহ যে শিলাতলে বসিয়াছিল, সে স্থান হইতে, সেই মোগল সৈনিক প্রায় দশ হাত দূরে একটী মধ্যমাকৃতি বৃক্ষকাণ্ডে আবদ্ধ।

আসফ খাঁ ধীরপদে সেইদিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"হিম্মত খাঁ! কেন এ কাজ করিলে?"

হিম্মত খাঁ আসফের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিল,—"কেন করিয়াছি তাহা বলিব না।"

এই কথাগুলি একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া সে অস্ফুট স্বরে বলিল—"ইহাদের গতি সংযত করিবার জন্যই এই কাজ করিয়াছি। আপনার উদ্ধারের জন্যই এ সব করিয়াছি। আমার একটু সময়ের প্রয়োজন! তাই এইভাবে সময় করিয়া লইতেছি। মোগলসেনা সমূহ একত্রিত ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আপনার উদ্ধারের জন্য পাহাড়ে উঠিতেছে।"

আসফ খাঁ—এতক্ষণে সবকথা বুঝিলেন। হিম্মত খাঁকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"সত্য কথা প্রকাশ করিয়া বল, আমিও এই হত্যাকাণ্ড জন্য তোমার উপর অসন্তুষ্ট।"

দুর্দ্দম সিংহ এ কথাগুলি শুনিতে পাইল। সে বলিল—"যদি না বল জানিও মৃত্যু তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।"

হিম্মত খাঁ বলিল—"একটী পিপীলিকা বধ করিতে যেমন কষ্টবোধ হয় না, বিশেষ পাপ হয় না, একটা ভীলকে বধ করা আমি তাহাই মনে করি।"

এ কথায় দুর্দ্দমসিংহ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের বর্শা উর্দ্ধে তুলিল। কিন্তু আবার কি ভাবিয়া বর্শাটী ধীরে ধীরে পার্শ্বে রাখিয়া বলিল, "আমি তোর মত পশুকে অতি সহজেই বুঝাইতে পারিতাম যে একজন সাহসী ভীলের জীবনের মূল্য, আর একজন মোগল সৈনিকের জীবনের মূল্য ইহার পার্থক্য কতদূর। বড় দুঃখ রহিল, যে তাহা এ যাত্রা পারিলাম না। আমরা যুদ্ধ ব্যতীত মনুষ্য হনন করিব না এ প্রতিজ্ঞায় যদি

মাতাজীর নিকট আবদ্ধ না হইতাম, তাহা হইলে এতক্ষণ তোর ছিন্নমুণ্ড এই উপত্যকাবাসী শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য হইত।" দুর্ম্মদসিংহ আর কিছু না বলিয়া একজন ভীলকে বলিল—"তোমার পাগাড়ীর কাপড় দিয়া এই পাপিষ্ঠকে উত্তমরূপে বাঁধিয়া লও। সেনাপতি ভামশা ও মাতাজী স্বয়ং ইহার বিচার করিবেন।" এই বলিয়া সে তূর্য্যধ্বনি করিবামাত্র, বন্দী-দ্বয়কে মধ্যে করিয়া, অজাগর-গতিতে এই ভীলসৈন্য আবার পর্ব্বত-পথ অতিক্রম করিতে লাগিল।

আসফ খাঁ ও হিম্মত খাঁ পাশাপাশি যাইতেছেন।

আসফ খাঁ বলিলেন,—"হিম্মত! উপায় কি? হয়তঃ দুইজনকেই ইহাদের হাতে মরিতে হইবে।"

হিম্মত মৃদুস্বরে বলিল—"আমি সমস্ত বন্দোবস্ত না করিয়া কিছু এই ভীলদের সহিত বিবাদ করি নাই।"

অগ্রগামী ভীলগণ এই সময়ে সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহারা আর অগ্রসর হইতে চাহে না।

দুর্ম্মদ সিংহ বজ্র-নির্ঘোষস্বরে বলিলেন—"ব্যাপার কি?"

একজন বলিল—"মোগলসৈন্য পাহাড়ের মুখে কামান বসাইয়াছে।"

কথা শেষ না হইতে হইতে "আল্লা হো আকবর" শব্দে দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। মোগল সৈন্যগণ সত্য সত্যই পাহাড়ের উপর উঠিয়া পড়িয়াছিল।

দুর্ম্মদ সিংহ বলিলেন—"ভীলগণ! যুদ্ধে কাজ নাই। যে যেখানে পার পলায়ন কর।"

বিপর্য্যস্ত ভীলগণ দুর্ম্মদসিংহের আদেশ পালনে কাল বিলম্ব করিল না। যে যে দিকে পারিল, পাহাড়ে জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করিল। মোগল সৈন্যেরা বিনাযুদ্ধে জয়লাভ হইল।

আর আসফ খাঁ! তিনি সহাস্যমুখে মোগল সেনাদলে প্রবেশ করিলেন। মোগল সেনাগণ তাঁহাকে অক্ষত শরীরে ফিরিতে দেখিয়া—"আল্লা হো আকবর" শব্দে সেই উপত্যকা ভূমি কোলাহলময় করিয়া তুলিল।

আসফ খাঁ—হিম্মত খাঁকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"আজ হইতে তুমি আমার দোস্ত! তোমার জন্যই আমি এ প্রাণ ও স্বাধীনতা ফিরিয়ে পাইয়াছি।"

হিম্মত খাঁ—নতজানু হইয়া ভূমিতে বসিয়া বলিল,—"এ অধীন যখন, দিল্লী সহরে না খাইতে পাইয়া মরিতে বসিয়াছিল, তখন আপনি আশ্রয় দিয়া আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছেন। ইহা কিছু নয় জনাব!"

আসফ-খাঁ, মোগলসেনাসমেত, নিম্নের উপত্যকায় নামিলেন। উঠিবার সময়ে যত সময় লাগে নামিবার সময়ে তাহার অপেক্ষা অনেক কম সময়ে কাজ হয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মোগল-সৈন্য নিরাপদে, পর্ব্বতনিম্নস্থ প্রান্তরে উপস্থিত হইল।

সেই ক্ষুদ্র উপত্যকা—যেস্থান চিরদিনই পক্ষীকূজনের প্রতিধ্বনি বুকে বহিয়া আসিয়াছে—মোগল ও রাজপুতের সংঘর্ষে অতি অল্প সময়ের মধ্যে শোণিত রঞ্জিত হইয়া উঠিল। তবে শোণিতপাতের পরিমাণ খুব কম। সেই পার্ব্বত্যভূমি সম্পূর্ণরূপে শোণিত রঞ্জিত হইবার পূর্ব্বে রাজপুত ভীলগণ পরাজিত হইল। মোগল সেনাপতি পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

আসফ খাঁর সকল ক্রোধ, দুর্গাধিপতি যোধসিংহের উপর পড়িল। যে সমস্ত রাজপুতের সহিত তিনি সেই উপত্যকার খণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার বিশ্বাস তাহারা দুর্গাধিপতি যোধ সিংহের লোক

শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া অপরাহ্নে তিনি তাহার দলের প্রধানবর্গকে একত্রিত করিয়া বলিলেন,—"আমি রাজপুত হস্তে বন্দী হওয়ায় মোগল গৌরবের যথেষ্ট অবনতি হইয়াছে। এ গৌরব পুনরুদ্ধারের একমাত্র উপায় দুর্গাধিপতি যোধ সিংহকে বন্দী করা। এই নির্ব্বোধকে যখন বন্দীরূপে শৃঙ্খলিত করিয়া আগরায় আকবর সাহের নিকট পাঠাইব, তখন সে বুঝিবে মোগলকে অন্যায় স্কন্ধে বন্দী করার কি ফল, প্রায়শ্চিত্ত কি ভীষণ।"

প্রধান প্রধান মোগল সেনানীগণ,আসফ খাঁর চারি পার্শ্বে দণ্ডায়মান। তাঁহার এই কথায় সকলেই অসি কোষমুক্ত করিয়া তাহা উর্দ্ধদিকে তুলিয়া বলিল,—"জনাবের হুকুম এখনি পালিত হইবে। আমরা অদ্যই দুর্গাক্রমণ করিতে প্রস্তুত।"

তাহাদের মধ্যে তুরাণ খাঁ নামক একজন সেনাপতি বলিল "রাজপুতেরা বড় সুচতুর। যদি তাহারা পূর্ব্বাহ্নে জানিতে পারে, যে আমরা তাহাদের আক্রমণ করিতে যাইতেছি, তাহা হইলে আমরা যথেষ্ট বাধা পাইব। হয়তঃ দুর্গাক্রমণ ব্যাপার একটা উপন্যাসের ব্যাপারে পরিণত হইবে। আর এক কথা শুনিয়াছি, যোধসিংহের এক পরমাসুন্দরী কন্যা আছে। তাহাকে রঙ্গমহলের বাঁদী করিতে না পারিলে আমাদের এ অপমানের প্রতিশোধ অসম্পূর্ণ থাকিবে।"

সকলেই এই কথায় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। আসফ খাঁ মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন—"তুরাণ খাঁ! যোধ সিংহের দুর্গ দখল করা যতদূর সহজ, তাহার কন্যা সেই রাজপুতবালাকে আয়ত্ত করা তদপেক্ষা বিপদজনক। রাজপুতেরা কথায় কথায় জহর খায়,কথায় কথায় আগুনে

ঝাঁপ দেয়, ও সংকল্প ছাড়িয়া দাও। এই স্বয়ং সম্রাট চিতোর বিজয় করিলেন—কয়জন রাজপুতনীকে তিনি জীবন্ত ধরিতে পারিয়াছিলেন? সে ক্ষেত্রে আমিও সম্রাটের প্রধান সেনাপতির পার্শ্বরক্ষক ছিলাম—সবই ত স্বচক্ষে দেখিয়াছি।"

তুরাণ খাঁ এই কথায় একটু অপ্রস্তত হইয়া বলিল—"সে পরের কথা, সে ভারটা আমারই রহিল।"

তারপর সেই সান্ধ্য সমরসভায় আর এক প্রশ্ন উঠিল—"দুর্গের পশ্চাৎ-ভাগ হইতে সহসা আক্রমণ করাই ঠিক। কিন্তু পথঘাট আমাদের অপরিচিত। সহজ পথ দেখায় কে?"

এমন সময়ে সেই শিবির-কক্ষের এক প্রান্ত হইতে প্রতিধ্বনি হইল, "আমি দেখাইব।"

যে দিক হইতে সেই প্রতিধ্বনি আসিয়াছিল, সকলের দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। শিবির উজ্জ্বল আলোক-পূর্ণ। সকলেই সেই উজ্জ্বলালোকে দেখিল—এক সুদীর্ঘকায় ভীল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

আসফ খাঁ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"এখানে এ ভীল আসিল কি করিয়া? নিশ্চয়ই এ শত্রুর গুপ্তচর। ইহাকে বন্দী কর।"

সেই দীর্ঘকায় ভীল সেই স্থান হইতে অতি তীব্রস্বরে বলিল—"আপনাদের অতকষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না। বৃথা রক্তপাতে কোন ফল নাই। আমি স্বেচ্ছায় আপনাদের নিকট যাইতেছি। বন্দী হইবার ভয় থাকিলে এখানে আসিতাম না।"

ভীল ধীর পদবিক্ষেপে আসফ খাঁর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই সমুন্নত দেহ—সেই অগ্নিময় তেজপূর্ণ চক্ষু—সেই প্রশস্ত ললাট—সেই আজানুলম্বিত বাহু দেখিয়া আসফ খাঁ বুঝিলেন—লোকটী বাজে লোক নয়। সে একজন বীর পুরুষ।

সেই ব্যক্তি নিকটে আসিয়া আসফ খাঁকে একটা লম্বা সেলাম করিয়া বলিল—"মোগল সেনাপতি! আপনি আমার সহায়তা চান কি?"

আসফ খাঁ—তাহাকে বসিতে আসন গ্রহণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। সে নিকটস্থ এক শূন্য আসন অধিকার করিয়া বসিল। কোন দিকেই তাহার দৃষ্টি নাই। কোন ব্যাপারেই তাহার ভ্রুক্ষেপ নাই।

আসফ খাঁ ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"তুমি এখানে আসিলে কিরূপে? এ শিবির প্রহরী রক্ষিত।"

সেই ব্যক্তি ঈষৎ হাস্য করিয়া বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে বলিল,—"আজ ত আমি একা আসিয়াছি, কিন্তু সেইদিন তিন শত রাজপুত ও ভীল আপনার প্রহরীদের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া শিবিরে আসিয়াছিল কিরূপে সাহেব!"

আসফ খাঁ এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি এই বিদ্রূপপূর্ণ কথায় একটুও বিচলিত না হইয়া বলিলেন—"তুমি কে?"

"আমার পরিচয়ে আপনার লাভ কি? আপনার সহায়তা করিতে আসিয়াছি—পরিচয়ের প্রয়োজন কি?"

"পরিচয় না পাইলে আমি তোমায় বিশ্বাস করিব কিরূপে?"

"আমার পরিচয় এই—আমি দুর্গাধিপতি যোধ সিংহের শত্রু। তাহার সর্ব্বনাশ আমার জীবনের ব্রত।

"এ শত্রুতার কারণ কি?"

"তাঁহার সুন্দরী কন্যা—পান্না!"

"পান্না—পান্না, যোধ সিংহের সুন্দরী কন্যার নাম পান্না?"

সেই যুবক যেন, মুসলমান সেনাপতির মুখে পান্নার নামোচ্চারণেও মর্ম্মব্যথা পাইল। তাহার মুখমণ্ডল লোহিত বর্ণ ধারণ করিল। কিন্তু তখনই সে মনোভাব প্রচ্ছন্ন করিয়া বলিল—"হাঁ পান্না!"

"কন্যার জন্য তাঁহার পিতা তোমার শত্রু! ব্যাপার ত কিছু বুঝিতে পারিতেছি না—"

"আপনি অত বড় সেনাপতি—আর এই সহজ কথাটা বুঝিতে পারেন না? আমি ভীল নই—একজন রাজপুত।"

আমি পান্নার হস্তপ্রার্থী হই—আর দাম্ভিক দুর্গাধিপতি আমায় অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেয়। সেই অবধি আমি বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।"

আসফ খাঁ—যেন সমস্ত ঘটনাটী বুঝিয়াছেন, এরূপভাবে উহার শির সঞ্চালন করিয়া বলিলেন—"ওঃ! এখন সব কথা বুঝিয়াছি। কিন্তু পান্নার অপেক্ষাও ত তুমি আরও সুন্দরী পাইতে পার!"

"আমি পান্নাকে চাই। তাহাকে পাইলে নরকে যাইতেও প্রস্তুত।"

"কি স্বত্বে আপনি আমাদের সহায়তা করিতে চান? আর এ ক্ষেত্রে কি সহায়তা করিবেন?"

"যোধসিংহের দুর্গ, পর্ব্বতের উপত্যকায়। এ পর্য্যন্ত কেহ তাহা জয় করিতে পারে নাই। আপনারাও পারিবেন না। কিন্তু একটী গুপ্তপথ আছে—যাহার সন্ধান পাইলে আপনারা এক মুহূর্ত্তে এই অজেয় দুর্গ জয় করিতে পারেন।"

"সে পথের সন্ধান আপনি বলিয়া দিতে পারিবেন না?"

"পারিব—তাহা না হইলে আসিয়াছি কেন?"

"আপনি কি যোধসিংহের আবাসপুরীর সকল তথ্যই জানেন?"

"হাঁ—বহুদিন সেখানে বাস করিয়াছি—জানি বই কি।"

"আপনি আমাদের দুর্গের গুপ্তপথ দেখাইয়া দিবেন?"

"দিব—"

"কি পুরস্কার?

"পান্নার মর্য্যাদা!"

"এ কথার অর্থ কি?"

"যিনি দুর্গ জয় করিবেন, পান্নার উপর তাঁহার কোন অধিকার থাকিবে না। পান্নাকে আমি লইয়া আসিব।"

"যদি পান্না আপনার সঙ্গে না আসে?"

"সে কথা আমি বুঝিব।"

"পান্না এখনও অবিবাহিতা?"

"হাঁ—"

"আপনি তাহাকে কুপথে লইয়া যাইতে চান!"

"দ্বিতীয় বার ওকথা বলিবেন না! সে আমার ভাবী ধর্ম্মপত্নী—সে রাজপুতকন্যা। আমিও রাজপুত। তাহার মর্য্যাদা রক্ষা, আমার প্রধান উদ্দেশ্য"।

"আচ্ছা ইহাতে স্বীকৃত হইলাম। অর্থ চান?"

"না—অর্থে আমার প্রয়োজন নাই।"

"আপনার আর কোন প্রার্থনা নাই?"

"আছে—"

"কি?"

"যোধসিংহের স্বাধীনতা—"

"তাহা হইবে না—"

"তাহা হইলে আমিও আপনাদের সহায়তা করিব না।—আমি উঠিলাম।"

"যখন আমাদের ভিতরের কথা জানিয়াছেন—তখন আপনাকে ছাড়িয়া দেওয়ায় আমাদের সম্পূর্ণ বি"

"না দিলেও বিপদ—"

"কেন?"

"এক সহস্র ভীল আপনাদের ধ্বংসের জন্য ওই বনমধ্যে তাহাদের বর্শা শানাইতেছে! তাহাদের তূণীরে বিষপূর্ণ তীর।"

"তুমি প্রাণভয়ে একথা বলিতেছ।"

"রাজপুত মৃত্যুর ভয় করে না। আর সে ভয় থাকিলে, এখানে আসিতাম না।"

"সে ভীল সৈন্যের নায়ক কে? যোধসিংহ?"

"না—মাতাজী!"

"মাতাজী! সে ত স্ত্রীলোক! তাহার কথা আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি।"

"সে স্ত্রীলোক হইলেও সিংহী—আপনার সেনা—তাহার সেনার সহিত সম্মুখ যুদ্ধে এক দণ্ডও দাঁড়াইতে সক্ষম হইবে না।"

"মাতাজীর ত কোন শত্রুতাই আমি করি নাই!"

"কিন্তু আপনি যোধসিংহের শত্রুতা করিতেছেন?"

"যোধসিংহের সহিত মাতাজীর সম্বন্ধ কি?"

"প্রত্যেক রাজপুত-কন্যা দেশাধিপতিকে পিতা বা ভ্রাতারূপে গণ্য করে।"

"এ সৈন্য-পালনে মাতাজীর স্বার্থ কি?"

"যাহাতে মুসলমান মালবের স্বাধীনতা নষ্ট না করিতে পারে, তজ্জন্যই এই বিশাল সৈন্যের সৃষ্টি।"

"তাহা হইলে আমি অগ্রে মাতাজীকে বন্দিনী করিব!

"সাহেব! আপনার দুনিয়ার দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে দেখিতেছি!"

"কেন?"

"স্বেচ্ছায় আপনি কালসর্পের বিবরে হস্ত প্রবেশ করাইতে উদ্যত! এই মাতাজীকে ধরিবার জন্য আপনার প্রভু আকবর-সাহ অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন—কিন্তু পারিয়াছিলেন কি?"

"তিনি পারেন নাই বলিয়া, যে আমি পারিব না—তাহার কারণ কি? বিশেষতঃ যে সময়ে তিনি চেষ্টা করেন—সে সময়ে রাজপুতানার যুদ্ধ লইয়া তিনি মহাব্যস্ত!"

"তবে আপনার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করুন।"

সেই সভায় উপস্থিত মোগল সেনানীগণ—স্থিরচিত্তে এই সমস্ত কথা শুনিতেছিল। এই সময়ে তাহাদের মধ্য হইতে তুরাণ খাঁ একটু অগ্রসর হইয়া আসফ খাঁর কাণে কাণে কি বলিল।

আসফ খাঁ সেই ভীলবেশী রাজপুতকে বলিলেন,—"মাতাজীর কথা পরে হইবে। উপস্থিত যোধসিংহের দুর্গ ধ্বংস করাই, আমার অভিলাষ। অদ্য নিশীথে আমারা আপনার প্রদর্শিত পথে—গুপ্তভাবে দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিব। কিন্তু যদি আপনার সহায়তায় দুর্গ জয় না হয়।"

"তাহার জন্য কি আমি দায়ী সাহেব! মোগলের বাহুবল—দুর্গ জয় করিবে। মোগল সেনার সমর-কুশলতায় দুর্গ আপনার অধীনে আসিবে। আমি পথ-প্রদর্শক মাত্র। দুর্গ জয়ের জন্য নিযুক্ত সেনাপতিও নই।"

"যদি আপনার কোন বিশ্বাসঘাতকতা প্রমাণ হয়—"

"তাহা হইলে আমি উপযুক্ত দণ্ডের অধীন হইব। আমি ত আপনাদের সঙ্গেই থাকিব।"

"কিন্তু যতক্ষণ না দুর্গ জয় হয়, ততক্ষণ আপনার কোন স্বাধীনতাই থাকিবে না।"

"তাহাও স্বীকার করিতেছি!"

"আপনি এখন আমাদের বন্দী!

"তাহাতেও কোন বাধা দিব না।"

পাঠক! এ রাজপুতকে চিনিয়াছেন কি! ইনি স্বয়ং দুর্জ্জয়সিংহ।

আসফখাঁ এতক্ষণের পর দুর্জ্জয়সিংহকে বসিতে আসন দিবার আদেশ করিলেন।

দুর্জ্জয়সিংহ বিদ্রূপ পূর্ণ স্বরে বলিলেন—"মোগল সেনাপতির সৌজন্যে আমি বিশেষ আহ্লাদিত হইলাম।" দুর্জ্জয় এই কথা বলিয়া নিকটস্থ এক আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

যদি কেহ এই সময়ে দুর্জ্জয়ের হৃদয়ের ভিতর অনুসন্ধান করিত—তাহা হইলে সে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কথাগুলির প্রতিধ্বনি পাইত।

আর ঠিক এই সময়ে দুর্জ্জয় সিংহ তখন মনে মনে বলিতেছিলেন—"পান্না! পান্না! এতদিনের পর আমার আশা সফল হইল। আমি প্রভু-দ্রোহী নহি। দুর্গাধিপতি বাল্যকাল হইতে আমায় পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিয়া আসিতেছেন। তাঁর অন্নে এ প্রাণ পুষ্ট—দেহ পুষ্ট। তাঁহার অনিষ্ট করিবার জন্য, আজ এ মহাযজ্ঞের আয়োজন করি নাই। তোমাকে ও তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্যই এ কৌশল করিয়াছি। মোগল-সৈন্যের উত্তপ্ত রুধিরে, আজ তোমাদের দুর্গপ্রাঙ্গণ রঞ্জিত হইবে। সেই রক্ত-ধারাময় পথে, আমি তোমায় লইয়া আসিব। আজ তোমায় ঘৃণা ভুলিতে হইবে—বিরাগ ভুলিতে হইবে। কৃতজ্ঞতায় আমার কণ্ঠলগ্ন হইতে হইবে। ভগবান একলিঙ্গ জানেন—পান্না, আমি তোমার জন্য কি ভয়ানক কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছি।"

দুর্জ্জয় সিংহের সহিত আসফর্খাঁর কথোপকথন ভঙ্গীতে, পাঠক বোধ হয়, তাহার উপর বিরক্ত হইয়াছেন। মনে মনে তাহাকে নরাধম, বিশ্বাসঘাতক প্রভৃতি আখ্যা দিতেছেন! তা দিন—তাহাতে আমার কোন ক্ষতিই নাই। আমরা অনেক কার্য্যের উদ্দেশ্যের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, আগে হইতেই তৎসম্বন্ধে মতামত করিয়া বসি। দোষীকে নির্দ্দোষী করি, নির্দ্দোষীকে দোষী করিয়া ফেলি। ইহাই ত হইতেছে—এই একদেশ-দর্শী স্বার্থপর জগতের নিয়ম।

দুর্জ্জয় সিংহ যখন সহসা আসফ্ খাঁর শিবির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের কথোপকথনের শেষাংশের প্রতিধ্বনি করেন—তখনও তাহার সঙ্গে একজন ভীল অনুচর ছিল।

সেই সভামধ্যস্থ সকলেরই দৃষ্টি—বিশালাকার, ভীমদর্শন দুর্জ্জয়ের উপরই পড়িল। আর একজন লোক যে তাঁহার সঙ্গে আছে—তাহা কেহ বড় একটা লক্ষ্য করিল না।

সেই লোক দুর্জ্জয়ের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া, সেই ক্ষুদ্র সংগ্রাম শিবিরে এমন একস্থানে দাঁড়াইয়াছিল, যে কেহই তাহাকে দেখিতে পায় নাই। আসফ খাঁ দুর্জ্জয়ের সহিত কথোপকথনেই উদ্ভ্রান্ত চিত্ত—কাজেই তিনিও কিছু জানিতে পারেন নাই।

দুর্জ্জয়ের সঙ্গী—আসফ খাঁর সহিত দুর্জ্জয়ের যাহা কিছু কথোপকথন হইয়াছিল—সে তাহার সব শুনিল। দুর্জ্জয়ের ইঙ্গিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে সে যে কোথায় অদৃশ্য হইল—তাহা কেহ জানিল না।

সন্ধ্যার প্রাক্কাল। সূর্য্যদেব অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইয়াছেন। নীলীমা-ময় পশ্চিম গগন অস্তগামী সুলোহিত সূর্য্যকিরণে আরক্তরাগ ধারণ করিয়াছে। তাহা দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন প্রকৃতি সুন্দরী, তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য লোহিতবস্ত্রে দেহাচ্ছাদন করিয়া, ভগবান লোকলোচনকে বিদায়ী অর্ঘ্য প্রদান করিতেছেন।

সন্ধ্যা সমাগম দেখিয়া পাখীগণ কোলাহল করিয়া তাহাদের নীড়াভি-মুখে ধাবিত। তাহাদের কলকণ্ঠই সান্ধ্য প্রকৃতির মধুর আহ্বান গীতি-রূপে দিক্ দিগন্তে ধ্বনিত হইতেছিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পর্ব্বতের উপর মাতাজীর আশ্রম। এ আশ্রম অপরিচিতের পক্ষে দূরগম্য। সেই পর্ব্বতের উপত্যকার সমস্ত পথঘাটগুলি যদি দুইমাস ধরিয়া খুঁজিয়া তাঁহার আবাস স্থানের কেহ অনুসন্ধান করে, তাহা হইলেও তাহা খুঁজিয়া পাইবে না। মাতাজীর অধীনস্থ অনেক সৈন্যও এ গুপ্ত আশ্রম নিবাসের সন্ধান জানে না। জানে কেবল মাতাজীর জনকয়েক বিশ্বস্ত সহচর। তাহাদের মধ্যে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত ভামশা ও দুর্জ্জয় সিংহই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

দুর্জ্জয় সিংহ যে একজন শক্তিশালী বীর, তাহা মাতাজী পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। ভবানীর দ্বারা প্রেরিত হইয়া দুর্জ্জয় তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। ভবানীর আদেশেই তিনি তাঁহাকে সন্তান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। দুর্জ্জয় সিংহ ও ভামশার মধ্যে যে মনের মিল নাই, মাতাজী তাহাও জানিতেন। কি কারণে যে এ মনোমালিন্য তাহাও তাঁহার অবিদিত ছিল না। আসফ্ খাঁ যে শীঘ্রই রায়গড় দুর্গ আক্রমণ করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব পরাভবের প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিতেছেন—তাহাও তিনি জানিতেন।

মাতাজী সুদূরদর্শিনী। বুদ্ধি আর প্রজ্ঞার সহায়তায় তিনি ভূত ভবিষ্যৎ ভালরূপই বিচার করিতে জানিতেন। এইজন্য তাঁহার অনেক অনুরক্ত ভক্ত, দেবীজ্ঞানে তাঁহাকে মনে মনে পূজা করিত।

দুর্জ্জয় সিংহ যে আসফ্ খাঁর শিবিরে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য জানিবার জন্য গিয়াছেন—তাহাও মাতাজীর অপরিজ্ঞাত ছিল না। তিনি আশঙ্কিত চিত্তে, দুর্জ্জয়ের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

কিন্তু দুর্জ্জয় ফিরিয়া আসিল না। আসিল তাহার সঙ্গী। দুর্জ্জয়কে যে মোগল সেনাপতি কৌশল করিয়া আটক করিয়া রাখিয়াছে, এবং প্রতিশ্রুত কার্য্যের অসাফল্যে যে তাহার জীবন যাইবার সম্ভাবনা, তাহাও তিনি বুঝিলেন।

যে লোক মাতাজীকে আসফখাঁর শিবিরের সমস্ত ঘটনার সংবাদ দিল, সে দুর্জ্জয় সিংহের এক জন বিশ্বস্ত অনুচর। এই লোক দুর্জ্জয়ের নিষেধ সত্ত্বেও, পাছে তাঁহার কোন অমঙ্গল ঘটে, এই আশঙ্কায় তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়াছিল।

অর্দ্ধপথে আসিয়া দুর্জ্জয় দেখিতে পাইল যে, একজন লোক তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। সেই লোক সম্মুখে আসিয়া যখন তাঁহাকে প্রণাম করিল—দুর্জ্জয় তখন বুঝিলেন—সে তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর।

দুর্জ্জয় সিংহ অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। আর সেও কিরূপ কৌশলের সহিত স্বকার্য্য সাধন করিয়াছিল, তাহাও পাঠক দেখিয়াছেন। তারপর সে মাতাজীকে সমস্ত ঘটনা অবগত করাইবার জন্য কি প্রকারে মোগল শিবির হইতে সরিয়া পলাইয়াছিল—তাহাও পাঠক জানেন।

মাতাজী দুর্জ্জয় সিংহের জন্য বড়ই ভাবিতা হইয়া, ভামশার কক্ষের দিকে চলিলেন।

একটী পার্ব্বত্যগুহার মধ্যে ভামশার গৃহ। গৃহটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ভামশা সেই অপরাহ্নে—উপত্যকায় পাষাণময় বুকের উপর একখানি কৃষ্ণসার চর্ম্ম বিছাইয়া অতি মনোযোগের সহিত, একখণ্ড ক্ষুদ্র শাণ প্রস্তরের সহায়তায় একখানি তরবারি শানাইতেছিল। আর নিকটে একটা পার্ব্বত্য মার্জ্জারী, একদৃষ্টে তাহার হস্তের ক্ষিপ্রগতি লক্ষ্য করিতেছিল। ভামশা বড়ই অন্যমনস্ক।

মাতাজী ভামশার নিকটে গিয়া ডাকিলেন, "ভামশা—"

ভামশা তখনই তাহার কার্য্য ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মাতাজীর পদবন্দনা করিয়া, তাহার গুহার মধ্য হইতে আর একখানি কৃষ্ণাজিন আনিয়া এক প্রশস্ত শিলাখণ্ডের উপর বিছাইয়া দিল।

মাতাজী সেই শিলাতলে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তরবারীতে শান দিতেছ কেন ভাম্‌শা?"

ভাম্‌শা বলিল,—"মা—আজ রাত্রে যে মোগল নিপাত করিতে হইবে।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মাতাজী সেই প্রস্তরাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় জ্বলিতে লাগিল। সে নেত্র হইতে যেন বিদ্যুত-জ্বালা বাহির হইতেছে। তাঁহার মর্ম্মভেদী তীক্ষ্নদৃষ্টি, ভামশার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিল। ভামশা সে দৃষ্টির প্রখরতা সহ্য করিতে না পারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"মা! মা! আজ এ রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি ধরিলি কেন মা! ঐ চির প্রসন্ন, চির স্নেহময় নেত্র হইতে সহসা এ অনল বৃষ্টি কেন মা? ভামশার কত শক্তি আছে, যে সে তোর নেত্র-নিঃসৃত প্রচণ্ড দাহনের দারুণ জ্বালা সহ্য করিবে! সমগ্র সংসার যে ঐ দৃষ্টিতে জ্বলিয়া যাইবে মা।"

ভামশা আর বলিতে পারিল না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার বীর হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে একটা মহা বিপ্লব উপস্থিত হইল। সেই সংসার-বাসনা-পরিশূন্যা ভৈরবীর ভীষণ দৃষ্টিতে সে যেন সাহস শক্তি, সামর্থ্য মনুষ্যত্ব সব হারাইল।

নতজানু হইয়া সেই শক্তিশালিনী ভৈরবীর পাদমূলে বসিয়া তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া বলিল—"মা! মা! তোর ঐ রোষ কটাক্ষ, স্নেহময়-দৃষ্টিতে পরিণত কর মা।"

ভৈরবী ভামশার চক্ষে জল দেখিয়া নিজে কাঁদিয়া ফেলিলেন। সেই অশ্রুধারা তাঁহার গণ্ডদ্বয় বহিয়া সেই পাষাণের বুকে পড়িল! প্রাণের উষ্মা যেন অনেকটা কমিয়া গেল। করালবদনী, ভীম-ভৈরবী মূর্ত্তিধারিণী কপালিনী যেন দশভুজ প্রসারিণী স্নেহময়ী মাতৃরূপে ভামশার চিত্ত মোহিত করিলেন।

ভৈরবী শিলাসনে বসিয়া, এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বৎস! তোমরা আমার সন্তান। আমি তোমাদের মা। তুমি বড়— দুর্জ্জয় ছোট! সত্য বল ভামশা—তুমি দুর্জ্জয়ের বুকে এই তরবারি বসাইবার জন্য সুশাণিত করিতে ছিলে কি না?"

ভামসা একবার সেই ভৈরবীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, মেঘশূন্য আকাশের মত সেই মাতৃ মূর্ত্তি সমুজ্জ্বল দীপ্তিতে পরিপূর্ণ। ভামশা মনে মনে ভাবিল—"কে এ? এ কি মন্ত্রসিদ্ধ পিশাচী বা সর্ব্বান্তর্য্যামী দেবী? কেমন করিয়া এ আমার মনের কথা জানিল?"

ভামসা নির্ব্বাক্! এ প্রশ্নের উত্তর দিতে তাহার প্রাণে একটা মহা সংকোচ উপস্থিত হইল। সে কিছুই বলিল না। নতমুখে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল।

মাতাজী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"তোমার মত বীর সন্তান, মায়ের নিকট কখনও মিথ্যাবাদী হইতে পারে না। সন্তানের অপরাধ মার্জ্জনা করিতে জননী যেমন সর্ব্বদাই প্রস্তুত এমন আর কেহই নয়। বল ভামশা! আমার অনুমান সত্য কিনা?"

ভামশা বলিল—"মা! জানিনা তুমি কি অদ্ভুত শক্তি লইয়া এ ধরাতলে আসিয়াছ। তোমার অনুমান সম্পূর্ণ সত্য!

এই কথায় সেই ভৈরবীর ইন্দীবর নেত্রে আবার অশ্রু দেখা দিল। তিনি অশ্রু মোচন করিয়া বলিলেন—"হায়! কি দুর্দ্দৈব বশে আজ তোমার এ কুমতি হইল? আর এমন হতভাগিনী জননী আমি তোমাদের, যে আমার এ ভীষণ বিপদের সময় তুমি আমার বামবাহু ছেদন করিতে যাইতেছ!"

মাতাজীর বিপদের কথা শুনিয়া ভামশা চমকিত স্বরে বলিল—"তোমার বিপদ! কিসের বিপদ মা!"

মাতাজী। কি বিপদ তাকি তুমি জাননা?

ভামশা। না—জানিলে কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতাম না!

মাতাজী। জাননা কি তুমি ভামশা—আজ গভীর রাত্রে মোগল সেনাপতি আসফ খাঁ দুর্গাধিপতির দুর্গ আক্রমণ করিবে!

ভামশা। এই বিপদ! তার প্রতিকারার্থে প্রস্তুত হইতেছিলাম মা।

মাতাজী। আমি প্রথমে তাহা বুঝিতে পারি নাই, তাই তোমায় তরবারি শানাইতে দেখিয়া তিরস্কার করিয়াছিলাম। যদি তাই তোমার মনের উদ্দেশ্য হয়—ভামশা—তাহা হইলে আমি তোমায় প্রাণভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি। কিন্তু প্রকৃতই কি উদ্দেশ্য তাই।

ভামশা। মা! তোমার সম্মুখে কখনও মিথ্যা বলি নাই—বলিবও না। আমি দুইটী উদ্দেশ্য হৃদয়ে পোষণ করিয়া এই অব্যর্থ অসিতে শাণ দিতেছিলাম!

মাতাজী। তোমার অপর উদ্দেশ্য কি?

ভামসা। বিশ্বাসঘাতক—দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণসংহার।

মাতাজী। কি সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে যাহা ভাবিয়াছিলাম তাই! কে বলিল—দুর্জ্জয়সিংহ বিশ্বাসঘাতক! যে তাহার নামে এ অপরাধ দিতে সাহস করে, তাহার জিহ্বা শতধা বিভক্ত হউক!

ভামশা। মা! আমি কি না জানিয়াই এ কথা বলিতেছি!

মাতাজী। কি জান তুমি ভামশা! দুর্জ্জয়সিংহের হৃদয় উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত। সেই আলোক সহায়তায় আমি সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। সে প্রাণ পার্ব্বত্য নদীর স্রোত প্রবাহের ন্যায় সুনির্ম্মল!

ভামশা। হইতে পারে, কিন্তু আপনি স্নেহান্ধ হইয়া পক্ষপাতিতা করিবেন না! দুর্জ্জয়সিংহ যে মোগল-শিবিরে গিয়াছে, মোগল সেনাপতির সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছে, তাহাও আমি জানি, সে যে মোগল সেনাপতির হস্তে বন্দী—তাহাও জানি। কিন্তু তাহার এ সামান্য স্বার্থের অন্তরালে এক মহাস্বার্থ যে লুকায়িত আছে—তাহা ত জাননা মা!

মাতাজী। সে মহাস্বার্থ কি?

ভামশা। পান্না!

মাতাজী। পান্নার সহিত মোগল সেনাপতির সম্বন্ধ কি?

ভামশা। পান্নার মত শ্রেষ্ঠা সুন্দরীকে কি মোগল সেনাপতি ছাড়িয়া দিবে! দুর্জ্জয়সিংহ মোগল সেনাপতির সহিত এই পণে আবদ্ধ যে, সে দুর্গ জয় করাইয়া দিলে পান্নাকে সে তখনই লইয়া চলিয়া যাইবে।

মাতাজী। হোক্—তাহাতে ক্ষতি কি? যদি শক্তিরূপিণী নিঃসহায়া, অনাশ্রিতা রাজপুত ললনার সতীত্ব এ কৌশলে রক্ষা হয়—তাহা হইলে দুর্জ্জয়কে আমি নিন্দা করিতে পারিব না।

ভামশা। কিন্তু মা—আমি মোগলকে খুব ভালরূপ চিনি। দুর্জ্জয় সিংহ নিজের স্বার্থে অন্ধ হইয়া আসফ খাঁকে চিনিতে পারে নাই। কিছুতেই সে পান্নাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। দিল্লীর বাদসার রঙ্গমহালের গৃহকক্ষ নিবদ্ধ—সুদীর্ঘ দর্পণে পান্নার রূপের ছায়া পড়িবে!

মাতাজী। তুমি পান্নাকে বাঁচাইতে পার?

ভামশা। পারি!

মাতাজী। তোমার স্বার্থ কি?

ভামশা। পান্নার সতীত্ব রক্ষা। পান্না রাজপুত কন্যা। পান্না আমার হৃদয়ের আরাধ্যা দেবী! পান্নাকে কেহই পাইবে না—আমি না, দুর্জ্জয় না—আর সেই মোগল সেনাপতিও নয়! মা—আমি এজন্য যে প্রস্তুত নহি তা ভাবিবেন না। দুর্গাধিপকে আমিই আপনার আশীর্ব্বাদে রক্ষা করিব—কিন্তু মা—দুর্গ রাখিতে পারিব না। মালবের স্বাধীনতাও স্বাতন্ত্র রাখিতে পারিব না। দুর্জ্জয়সিংহ হিত করিতে গিয়া বিপরীত ঘটাইবে।

মাতাজী। কি করিয়া একা তুমি এ কাজ করিবে!

ভামশা। কে বলিল—আমি একা। ঐ নীলাকাশ গাত্রাবলম্বী মেঘান্তরালবর্ত্তী বিষ্ণু আমার সহায়! আপনার চরণধূলি আমার সহায়! এই সুশাণিত অসিই আমার সহায়। মা—আমায় আশীর্ব্বাদ করুন—যেন আমি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারি।

মাতাজী নির্ব্বাকভাবে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া শূন্যদৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। সে নিশ্বাসবায়ু—বায়ুস্তরে গিয়া মিশাইল, কিন্তু তাঁহার মর্ম্মব্যথা বুঝিল কিনা—তাহা জানি না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পাঠক। যে পান্নাকে লইয়া এত হুলস্থূল—এত ব্যাপার, সে পান্নার সংবাদ একবার আমাদের লইতে হইবে।

পান্না দুর্জ্জয়সিংহকে ঘৃণা করিত সত্য বটে, কিন্তু এই দীর্ঘ বিরহের পর তাহার সে ঘৃণা প্রেমে ও আনুরক্তিতে পর্য্যবশিত হইয়াছে। পান্না

মনে মনে ভাবে, "আমাকে দুর্জ্জয় প্রাণভরিয়া ভালবাসিত। সে আমার জন্য উন্মাদ, কিন্তু আমি হতভাগিনী, তাহাকে চিরদিনই বিরাগের চক্ষে দেখিয়াছি। আদরের পরিবর্ত্তে উপেক্ষা, অনুরাগের পরিবর্ত্তে বিরাগ দিয়াই আসিয়াছি। সে আমায় তাহার সব দিয়াছে, আমি তাহাকে কিছুই দিই নাই। সে আমায় সিন্ধু দান করিয়াছে, আমি তাহাকে বিন্দু দানেও কৃপণতা করিয়াছি।

এস—দুর্জ্জয় সিংহ! আবার ফিরিয়া এস। এবার দেখিবে, প্রাণভরা অনুরাগ লইয়া পান্না তোমার জন্য হৃদয়ের মধ্যে আসন পাতিয়া রাখিয়াছে। দেখিবে হৃদয়কন্দরে তোমার সম্বর্দ্ধনায় প্রেম, প্রীতি, আসঙ্গলিপ্সা পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে। এই পান্নার জন্য তুমি সর্ব্বত্যাগী হইয়াছ। রাজপদ উচ্চ সম্মানসুখ, সবই ত্যাগ করিয়া, সুখময় শয্যা, সুখপূর্ণ গৃহকে ছাড়িয়া বনে বনে শ্বাপদের সঙ্গে কাল কাটাইতেছ। তোমার সে পত্রখানি দেবতার অর্ঘের মত তুলিয়া রাখিয়াছি। নিত্য তাহা একবার পাঠ করি। আর মনে ভাবি—কি মহত্ব লইয়াই তুমি ধরণীতে আসিয়াছিলে। তোমার মনের মহত্ত্বকে কেমন কৌশলে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া আমার হৃদয়কে পরীক্ষা করিতেছিলে? আমি তোমার সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই। যদি পারিতাম, তাহা হইলে আজ আমাকে এই দুঃসহ মর্ম্মবেদনায় অধীর হইতে হইত না।

কি সুখ লইয়া আমি এ জগতে আছি দুর্জ্জয়! ভগবান আমাকে না দিয়াছিলেন কি? জগতের যাহা কিছু স্পৃহনীয় সবই ত আমার ছিল। সুখ ঐশ্বর্য্য কিছুই ত আমার অভাব নাই। অশন বসনের ত কোন ক্লেশই নাই। সত্য বটে—জননী কোমল কিশোরে আমায় ছাড়িয়া গিয়াছেন। কিন্তু মৃত্যুর উপর ত কাহারও হাত নাই। রাজকন্যা আমি, জগতের যা শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ তাহাই ত পাইয়াছি। তবে

আমি এত অসুখী কেন? কারণ অনুসন্ধান করিয়াও কিছু দেখিতে পাই না, বুঝিতে পারি না। সত্য বটে মোগল-সৈন্য পিতার দুর্গ দখলের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু তাহাতে পিতা ত কোনরূপ চিন্তিত নহেন। তাঁহার অধীনস্থ রাজপুত-সৈন্য অসিস্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছে—তাঁহার জন্য জীবন উৎসর্গ করিবে। পিতাও দুর্জ্জয় সিংহকে হারাইয়া দিন রাত বিমর্ষ। আমিই ত তার এ বিমর্ষতার কারণ! দুর্জ্জয়কে না পাইয়া তিনি এ বৃদ্ধ বয়সে মত্ত সিংহের শক্তি পাইয়াছেন। নিজে রণক্ষেত্রে যাইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।"

পান্নার ভাবনার আর কুল কিনারা নাই। প্রবল বায়ুতাড়িত সমুদ্রে যেমন একের পর আর একটী তরঙ্গ উঠে, একটী মিশাইয়া যায়, বুদ্‌বুদে পরিণত হয়, কিন্তু আর একটী পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ তাহার পার্শ্বে দেখা দেয়—পান্নার মনে চিন্তাতরঙ্গ সেইভাবেই প্রবাহিত হইতেছে।

কিছুই ভাল লাগিতেছে না! কেন—তাহা সে বলিতে পারে না। তবে—এ বিপদের সময় দুর্জ্জয় সিংহকে ফিরিয়া পাইলে যেন তাহার শক্তি ও সাহস বাড়ে। কিন্তু—কোথায় দুর্জ্জয়! পান্না তাহার পত্র পাইয়াছে—কিন্তু তাহাতে ত কোন ঠিকানা নাই, সে উত্তর দিতে না পারিয়া বড়ই মনক্ষুণ্ণ।

চিত্তের বিষণ্ণভাব কোন ক্রমেই অপসারিত হইতেছে না দেখিয়া, পান্না তাহার সাধের সখের এস্‌রাজটী তুলিয়া লইল। তাহাতে ঝঙ্কার তুলিল। সুখের তরঙ্গে সেই গৃহকক্ষ বসন্তের সৌন্দর্য্য মুখরিত হইয়া উঠিল! পান্না হর্ম্মতলে বসিয়া এস্‌রাজ বাজাইতে লাগিল।

পান্না ভৈরবীর ঝঙ্কার তুলিয়াছে। সে করুণ-নাদে, সেই গৃহকক্ষ যেন শোকোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়াছে। তাহার অন্তর্জগতের শোকের বিরহের ক্রন্দন যেন বহির্জগতের সঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছে। পান্না

তাহার চিরপ্রিয় গানটী গাহিতে লাগিল। সে গানের সুর কত মধুর, ভাব কত সরস—ভাষা কত সুন্দর!

পান্না গাহিতেছিল—

কেন—কেন সখি,
বাজে বাঁশী যমুনার তীরে,
চঞ্চল, আকুল হিয়া,
বাঁশী যবে, রাধা ব'লে ফুকারে।
তার ত অনেক আছে—
আমার ত কেউ নাই,
তবে কেন, মন দিয়ে
ও সখি! এত জ্বালা পাই,
লোকলাজ, গঞ্জনা, কলঙ্ক পরিবেদনা,
আর ত সহে না প্রাণে—
আমি থাকিতে পারি না ঘরে।
শ্বাস্ ননদিনী, ঘোর পরিবাদিনী,
বলে কালা—কলঙ্কিনী রাই,
আমি মনে ভাবি তাই—
কপোল বহিয়ে, বহে আঁখিধারা,
তবুত ভুলিতে পারি না তারে।

এই ভৈরবীর করুণ সুর আকাশপ্রান্তে বিলীন না হইতে হইতে, কক্ষমধ্য হইতে সুরের মোহিনী শক্তি অপসৃত না হইতে হইতে, দুর্গপ্রাচীর নিম্ন হইতে সহসা, শতকণ্ঠে চীৎকার ধ্বনি উঠিল,—"আল্লা হো আকবর!"

সেই ভীষণ শব্দে পাষাণবক্ষ দুর্গপ্রাচীর কাঁপিয়া উঠিল। পান্নার প্রাণ চমকিয়া উঠিল। সে গবাক্ষ-পথে মুখ বাড়াইয়া দেখিল—অসংখ্য

মুসলমান-সৈন্য—দুর্গপ্রাচীর নিম্নে অসংখ্য পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় সমবেত হইয়াছে।

ব্যাধের ভীষণ তূর্য্য নিনাদ শুনিলে, হরিণী যেরূপ ভয়চকিতা হয়, বৃক্ষতলস্থ পান্থ তাহার আশ্রয়স্থান বৃক্ষের উপর সহসা বজ্রপাত হইলে যেমন ভীত ও চকিত হয়, প্রান্তর পথগামী পান্থ যেমন সম্মুখে ভীষণ কৃষ্ণকায় সর্প দেখিলে স্তম্ভিত হয়, সঙ্গীতোচ্ছ্বাসে নিমগ্নচিত্তা, ভবিষ্যৎ-ভয়বিরহিতা বিরহ-কাতরা পান্না সহসা মোগল-সেনাগণের "আল্লা হো আকবর" শব্দে তেমনি ভয়চকিতা হইয়া উঠিল। তাহার হাত হইতে তাহার সুখভরা সাধের বীণা পড়িয়া গেল, তাহার প্রাণ হইতে সুখের ঝঙ্কার কর্পূরের মত কোথায় উড়িয়া গেল। ভবিষ্যৎ সুখের মিলন-বাসনা সহসা তাহার চিত্তক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইল। সে ভয়-চকিতা হরিণীর মত, সেই কক্ষের চারিদিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল।

আবার সেই ভীষণ ধ্বনি—"আল্লা হো আকবর।" এই যেন মৃত্যু-সঙ্গীতের অক্ষর বিন্যাস। এই তাণ্ডব-সঙ্গীত-ধ্বনিতে রাজ-পুতের স্বাধীনতা গিয়াছে—প্রতাপের অমূল্য জীবন কালগর্ভে রক্ষিত হইয়াছে—মেবার মরুক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, আর অমরসিংহ সন্ন্যাসী-বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছে।

পান্না অশ্রুপূর্ণ নেত্রে সেই হর্ম্ম্যতলে বসিয়া যুক্তকরে, প্রাণ ভরিয়া কাতরতা লইয়া ডাকিল—"কোথায় তুমি বিপন্নের দুর্গতি নিবারণ নারায়ণ—কোথায় তুমি বৈকুণ্ঠেশ্বর—একবার দাসীর মুখের দিকে ফিরিয়া চাও—একবার আমার দুর্জ্জয়কে আনিয়া দাও।"

এ করুণ প্রার্থনা প্রতিধ্বনি করিয়া গবাক্ষপথে শূন্য বায়ুমার্গে বিলীন হইয়া গেল। তখন পান্না আবার আবেগভরে, অনুতাপবিদগ্ধস্বরে—"কোথা কোথা তুমি দুর্জ্জয়! একবার এ বিপদে দেখা দাও! আমি

হতভাগিনী, স্বেচ্ছায় আমার পিতার দক্ষিণ বাহু ভাঙ্গিয়া দিয়াছি। হায় দুর্জ্জয়! কোথায় তুমি এ বিপদ সময়ে!"

কে যেন পান্নার কক্ষের দ্বারের নিকট হইতে প্রতিধ্বনি করিল—"হায়! দুর্জ্জয় কোথায় তুমি?"

পান্না, এ প্রতিধ্বনিতে চমকিয়া উঠিল। সে সবিস্ময়ে দেখিল—তাহার কক্ষদ্বারের পার্শ্বে এক দীর্ঘাকার ছায়ামূর্ত্তি। সে ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া পান্না ভয়ে শিহরিয়া উঠিল।

সে ছায়ামূর্ত্তি ধীরে ধীরে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। বিকট হাস্য করিয়া বলিল,—"হতভাগিনী ভয় পাইয়াছিস্!"

পান্না সবিস্ময়ে দেখিল—তাহার ধ্বনির এ প্রতিধ্বনিকারী আর কেহই নহেন—স্বয়ং দুর্গাধিপতি। দুর্গাধিপতির তৎকালীন আকার-প্রকার দেখিয়া পান্না ভয়ে শিহরিয়া উঠিল।

দুর্গাধিপতির মস্তক উষ্ণীসশূন্য, চক্ষুদ্বয় আরক্ত—কপালের শিরা স্ফীত—সেই আরক্ত মুখমণ্ডল উত্তেজিত ভাবপূর্ণ।

দুর্গাধিপতি অনেকটা প্রশান্তচিত্ত হইয়া বলিলেন—"ভয় পাইয়াছিস্—পান্না?"

পান্না—একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"ভয়—ভয়! প্রাণের ভয়ের কথা বলিতেছ পিতা! আমি রাজপুত-কন্যা। প্রাণের ভয় আমার নাই। ভয়—ইজ্জতের। তা—সেজন্যও আমি ভীতা নহি। রাজপুতকন্যার প্রত্যেক শোণিত-বিন্দুতে, প্রত্যেক মজ্জায়, প্রত্যেক শিরায় যে শিক্ষাশক্তি নিহিত, আজ আমি সেই শিক্ষার ফল দেখাইব।"

দুর্গাধিপতি বলিলেন,—"হায় পান্না! কোথায় আমার দুর্জ্জয়? আজ যদি দুর্জ্জয় সিংহ থাকিত, আজ যদি আমার দক্ষিণ বাহু তুই ইচ্ছা করিয়া ভাঙ্গিয়া না দিতিস্—তাহা হইলে কি মোগল আজ এ দুর্গ আক্রমণ করিতে পারিত? যদি তুই আমার কথা শুনিয়া দুর্জ্জয়কে পতিত্বে বরণ

করিতিস্—তাহা হইলে আজ আমায় উন্মাদের মত এ কক্ষে ছুটিয়া আসিতে হইত? পান্না—পান্না—কি সর্ব্বনাশ করিলি পান্না! হায়! কোথায় গেলে, কি করিলে আবার সেই দুর্জ্জয় সিংহকে ফিরিয়া পাইব!"

এমন সময়ে এক রমণী দ্রুতবেগে গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল,—"সে পাপিষ্ঠের আর নাম করিবেন না—সে নরকুলের মহাকলঙ্ক বিশ্বাসঘাতক—দুর্জ্জয়ের নাম পুনরায় উচ্চারণ করিলে এ কক্ষ কলঙ্কিত হইবে।"

দুর্গাধিপতি—এই রমণীকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন না, তাহার কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন,—"সাবধান মলিনা! আবার ওকথা বলিলে আমি তোকে হত্যা করিব।"

"নারীহত্যা যে মহাপুণ্য রাজা! কিন্তু মরিতে আমি কাতর নই। আমি আপনার কন্যার ন্যায় পালিতা। আমি আপনার দাসী বাঁদী, কিন্তু পিতা! আমি যে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলাম—দুর্জ্জয়সিংহ বিশ্বাস ঘাতক!"

দুর্গাধিপতি ত্রস্তভাবে বলিলেন—"কিসে বুঝিলে মলিনা—আমার চিরবিশ্বাসী দুর্জ্জয়, এ মহাকলঙ্কে কলুষিত।"

"কিসে বুঝিলাম? এইমাত্র যাহা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা হইতে বুঝিয়াছি—"

"কি দেখিলে—"

"দুর্জ্জয় সিংহ দুর্গের গুপ্ত দ্বারের চাবি খুলিয়া দিয়াছে।"

"সর্ব্বনাশ—তার পর—"

"মোগলসৈন্য দুর্গদ্বার দিয়া পশ্চাতের প্রাঙ্গণে আসিতেছে।"

"কত মোগল-সেনা আমার পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে?"

"পঞ্চশত জনের অধিক নহে।"

"আমার সেনারা কোথায়?"

"তাহারাই মহাশক্তিতে সেই গুপ্তদ্বারমুখে দণ্ডায়মান—তাই মোগল-সেনা আর প্রবেশ করিতে পারিতেছে না।"

"যাহারা ভিতরে আসিয়াছে, তাহারা কি করিতেছে?"

"তাহারা ঝটিকার পূর্ব্ব-প্রকৃতির মত স্থির।"

"এখনও তাহা হইলে যুদ্ধ বাধে নাই?"

"না—"

"কারণ কি?"

"কিছুই বুঝিলাম না—"

"দুর্জ্জয় সিংহ কোথায়?"

"মোগল সেনার অগ্রে—"

"আমার সেনারা বিনাযুদ্ধে অপেক্ষা করিতেছে কেন?"

"জানি না—ঠিক বলিতে পারি না। তবে আমি ইহা লক্ষ্য করিয়াছি যে, দুর্জ্জয় আপনার সেনাপতিকে কাণে কাণে কি বলিল, তাহারা অস্ত্র খুলিয়া অগ্রসর হইতেছিল; কিন্তু দুর্জ্জয়ের এ নিষেধ-বাণীতে স্থির হইয়া দাঁড়াইল।"

"বুঝিয়াছি মলিনা! আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। চারিদিকে বিশ্বাস-ঘাতক! আমার অন্নপুষ্ট দুর্জ্জয়—আমার অন্নপুষ্ট রাজপুত-সেনা—সব বিশ্বাসঘাতক! পান্না—পান্না—"

সহসা এই সময়ে আবার ভীষণ শব্দে "আল্লাহো আকবর ধ্বনি" গগণমণ্ডল বিদীর্ণ করিল।

হিন্দুগণও "হর হর মহাদেও" শব্দে তাহার প্রত্যুত্তর দিল! অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায়, সৈন্যগণের কোলাহলে কার সাধ্য সেখানে তিষ্ঠিতে পারে।

পান্না—হতভাগিনী পান্না—তখনও সেই স্থানে, নির্ব্বাক অবস্থায় দণ্ডায়মানা। ভীষণ দাবানল—চারিদিকে সহসা প্রজ্বলিত হইলে, ভয়-

চকিতা হরিণী যেমন সেই অনলরাশির মধ্যে স্থির হইয়া নির্ব্বাক অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকে, পান্নার অবস্থাও সেইরূপ।

দুর্গাধিপতি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার প্রাণে মত্ত অসুরের শক্তি জাগিয়া উঠিল। বৃদ্ধ দুর্গাধিপতি তখন অসি কোষ বিমুক্ত করিয়া সেই কক্ষ হইতে ভীমবেগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন; যাইবার সময় পান্নার দিকে একটা কাগজের মোড়ক ফেলিয়া দিয়া বলিয়া গেলেন,—"পান্না—পান্না, রাজপুত-রমণীর সতীত্ব-গৌরব চিরদিনই এ জগতে ঘোষিত। সে ঘোষণার যেন অবমাননা না হয়। ঐ মোড়কে বিষ আছে। আমি পিতা হইয়া তোর মৃত্যুর জন্য স্বহস্তে বিষ দিয়া গেলাম। যদি দেখিস্ যে রাজপুত-কন্যার যাহা মহাবিপদ, তাহা তোর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ঐ ভীষণ কালকূট পান করিস্। মৃত্যু ভিন্ন আর কেহই যেন তোর ঐ পবিত্র দেহ স্পর্শ করিতে না পারে।"

দুর্গাধিপতি চলিয়া গেলেন। পান্না অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে ফিরাইতে পারিল না।

পান্নার চক্ষে অশ্রুধারা, প্রাণে আতঙ্ক—মনে ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্কা। আর মলিনাও মন্ত্রমুগ্ধবৎ সেইখানে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল—"হায়! হায়! পান্না! তোর উপায় কি হইবে।"

মলিনা পান্নার বাল্যসঙ্গিনী। উভয়েই সমবয়স্ক। পান্নার মা মলিনাকে বাল্যজীবন হইতে মানুষ করিয়াছিলেন। মলিনা এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় ক্ষত্রিয়া কন্যা। তাহার পিতা রাণা প্রতাপের সেনাদলভুক্ত ছিল। সেই যুদ্ধে তাহার প্রাণত্যাগ হয়।

রাণা প্রতাপসিংহ বংশ সম্বন্ধ ক্রমে আমাদের দুর্গাধিপতির অতি নিকট আত্মীয়। তিনি পান্নার পিতা, এই দুর্গাধিপতিকে অনুরোধ করিয়া পাঠান, "আপনার প্রজা যোধমল্লের কন্যা মলিনা আমার পালনীয়া। তাহার পিতা হলদীঘাটের সমর ক্ষেত্রে আমার জন্যই জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে।

আমি এখন রাজ্য ছাড়িয়া চিতোর উদ্ধার রূপ মহাব্রত পালনার্থে সন্ন্যাসীর ন্যায় বনে বনে ফিরিতেছি। কাজেই আপনি আমার বিশ্বস্ত পার্শ্ব রক্ষক যোধমলের স্ত্রীও একমাত্র কন্যার ভার গ্রহণ করুন। যদি ভগবান এক-লিঙ্গের প্রসাদে আমি কখনও চিতোর পুনরুদ্ধার করিতে পারি, তাহা হইলে ইহাদের লইয়া আসিব। নচেৎ ইহাদের পালন-ভার আপনার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।”

মহারাণার এই অনুরোধ দুর্গাধিপতি লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। তখন রাণা প্রতাপ সিংহ ভারতের চক্ষে দেবতার সম্মান লাভ করিয়াছেন। এ দেবতার অনুরোধ উপেক্ষা করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ব নহে। কাজেই তিনি মৃত যোধমলের পত্নী রুক্মাবাই ও তাহার একমাত্র কন্যা মলিনাকে নিজের অন্তপুর মধ্যে আশ্রয় দিলেন।

কালবশে মলিনার মাতার মৃত্যু হইল। পতি বিরহিতা অভাগিনী রুক্মাবাই তাহার দ্বাদশ বর্ষীয়া রূপবতী কন্যা মলিনাকে পান্নার মাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। পান্না ও মলিনা উভয়ের এক বয়স। পান্নার মাতা, মলিনাকে পান্নার সঙ্গিনী করিয়া দিয়া বলিয়া দেন,—“এই মলিনাকে আমি কন্যাবৎ পালন করিয়াছি। তুমি ভগ্নীবৎ স্নেহ করিও।”

মলিনার ইহ জগতে এখন আর কেহ নাই। তাহার আপ-নার বলিবার কেহ নাই বলিয়া সে পান্নাকে আপনার করিয়া লইয়াছিল। মলিনা সুখে দুঃখে, বিপদে আপদে পান্নার চিরসঙ্গিনী। কাজেই সে এখন পান্নার মহাবিপদ দেখিয়া নিজেকে বিপন্ন জ্ঞান করিতেছে।

কাজেই মলিনা বলিল,—“পান্না! বোন্! এ বিপদে রক্ষার উপায় কি?”
পান্না অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল, “উপায়ের কথা আমরা কি জানি বোন্!” উপায় সে ভগবান।”

“সত্য, কিন্তু মানুষের চেষ্টা ভগবানের ইচ্ছার পোষক।”

"কি চেষ্টা করিব বোন? যাহা শেষ চেষ্টা, তাহার উপায় ত আমার পিতাই করিয়া দিয়াছেন।"

"তাহা হইলে বিষ খাইবে?"

তা ভিন্ন আর উপায় কি?"

"উপায় আছে, ভগবান আমার উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন।"

"কি সে উপায়?"

"তুমি আমার এই পোষাক পরিয়া মলিনা হও।"

"আর আমার এই পোষাক পরিয়া তুমি যদি বিপদের মুখে পড়।"

"তুমি রক্ষা পাইলে অনেক লাভ।"

"পান্না এত নীচ নয় যে, সে এই পণে মুক্তি লাভ করিতে চায়।"

"তোমায় আমার অনুরোধ রাখিতেই হইবে।"

"কখনই রাখিব না।"

"ঐ শোন মোগল সৈন্যের বিজয় কোলাহল।"

"শুনিতেছি—"

"তোমার শোচনীয় পরিণাম ভাব।

"এই বিষ ভক্ষণে তাহার প্রতিকার হইবে।"

মলিনা আর থাকিতে পারিল না। অশ্রুপূর্ণ নেত্রে, পান্নার হাত দু'খানি ধরিয়া তৎপরক্ষণেই তাহার পাদমূলে বসিয়া বলিল—"ভগ্নি পান্না! ভগবান একলিঙ্গের দোহাই! এখনি আমার সহিত বেশ পরিবর্ত্তন কর, আর সময় নাই।"

এমন সময়ে সহসা সেই বাতায়ন পথ দিয়া "আল্লা হো আকবর," এই ভীষণ ধ্বনি উভয়ের কর্ণে প্রবেশ করিল।

মলিনা বলিল, "আর কেন—এখনও প্রস্তুত হও, আমার কথা শোন।"

পান্না এ কথায় কোন উত্তর না দিয়া স্থির ভাবে তথায় দাঁড়াইয়া রহিল।

মলিনা বিষন্ন মুখে বলিল, "বুঝিয়াছি, তোমার মনের কথা বুঝিয়াছি। কিন্তু পান্না! তোমার হৃদয়ের এ মহত্ত্বের প্রতিদান না করিয়া আমি ছাড়িতেছি না।" এই বলিয়া মলিনা পান্নার কক্ষ দ্বারে শিকালি টানিয়া দিয়া অন্য কক্ষে প্রস্থান করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মোগলসেনা দুর্গের গুপ্তদ্বার ভাঙ্গিয়া দলে দলে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিল। আসফখাঁ তাহাদের অগ্রবর্ত্তী হইয়া উপরে উঠিলেন। আসফখাঁ দুর্জ্জয় সিংহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,"মহাশয়! আমি বড় সুখী হইলাম যে, আপনি আমাদের সহায়তা করিয়াছেন। বাদসাহের নিকট এত্তেলা করিয়া আমি এই ক্ষুদ্র রাজ্য আপনাকেই দিব। দুইটী কারণে আমরা দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলাম। একটী পূর্ব্ব অপমানের প্রতিশোধ। দ্বিতীয়—পান্না। যখন দুর্গ মধ্যে আমরা প্রবেশ করিয়াছি—তখন এ দুর্গ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু পান্না কোথায়?"

দুর্জ্জয়সিংহ ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছি। পান্নার সহিত আপনাদের কোন সম্পর্কই নাই। আপনারা ত পান্নাকে আমায় দিতে স্বীকৃত। এরূপ স্থলে পান্নার কথা না তুলিলেই ভাল হয়।"

আসফখাঁ বলিলেন—"রাজপুত যুবক! রুষ্ট হইও না। আসফখাঁ যাহা বলিয়াছে, যদি কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক না ঘটে, তাহা হইলে পান্নাকে আপনিই পাইবেন।"

দুর্জ্জয় সিংহ। বিশেষ প্রতিবন্ধক কি মোগল সেনাপতি! তখন.ত, কোন প্রতিবন্ধকের সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই।

আসফখাঁ। অবশ্য তখন প্রয়োজন হয় নাই, কাজেই কিছু বলি নাই। তবে আপনার মত বুদ্ধিমান লোকের এটা বুঝিয়া রাখা উচিত—যে এতবড় একটা কাজ ইহার মধ্যে অনেক আপত্তি উঠিতে পারে।

দুর্জ্জয় সিংহ—মর্ম্মদাহে জ্বলিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাণের ভিতর সহস্র বৃশ্চিক দংশনের যাতনা উপস্থিত হইল। তাঁহার হৃদয় কন্দরে চিতার আগুণ জ্বলিতে লাগিল। দুর্জ্জয় মনে মনে অনুশোচনার জ্বালায় বলিলেন—"হায়! হায়! কেন এ নরাধমকে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া ছিলাম, কেন এ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া জন্মের মত কলঙ্ক কিনিলাম! যাহা করিয়াছি তাহা ফিরে কি? এ গভীর কলঙ্ক রেখা—আমার ললাটদেশ হইতে মুছিবে কি? যে পান্নার জন্য এত কাণ্ড করিলাম, শেষে সেই পান্নাই আমার হস্ত বহির্ভূত হইল।"

মোগল সেনাপতি আসফখাঁ দুর্জ্জয়কে এইরূপ চিন্তা বিমগ্ন দেখিয়া বলিলেন,—"যুবক! আর আমরা বিলম্ব করিতে পারি না। আমরা এ অন্তঃপুরের মর্য্যাদা নষ্ট করিতে কোন ক্রমেই ইচ্ছুক নহি। যদি সহজে আপনি আমাদের কাছে পান্নাকে উপাস্থত করেন—তাহা হইলে আমরা কোন গোলযোগই করিব্ না।"

দুর্জ্জয় সিংহ এই কথায় সন্তোষ লাভ করিয়া বলিল, "পান্নাকে লইয়া আপনাদের কি প্রয়োজন?"

আসফ খাঁ। তাহাকে একবার আমরা স্বচক্ষে দেখিতে চাই। যদি পান্না, দিল্লীশ্বরের রঙ্গমহালের উপযুক্ত উপহার হয়—তাহা হইলে তাহার উপর আপনার কোন দাবী থাকিবে না। যদি তা না হয়, তাহা হইলে পান্না আপনার।

দুর্জ্জয় সিংহ—প্রাণের অব্যক্ত যাতনা চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন—"আপনার? শয়তান! আপনাদের কথার উপর কোন রাজপুত আর কথনই বিশ্বাস স্থাপন করিবে না। আমার জীবন পণ—পান্নাকে আপনি কথনই দেখিতে পাইবেন না।—যদি আপনারা জীবিত অবস্থায় তাহাকে পান, তাহা হইলে আমিই তাহার বক্ষে এই শাণিত ছুরিকা বিদ্ধ করিব।"

আসফখাঁ তথনই তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী সেনাদের কাণে কাণে কি-বলিলেন। শতাধিকজন মোগল সৈনিক দুর্জ্জয়কে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। দুর্জ্জয় তথনই তাঁহার অবস্থা বুঝিয়া লইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে কটিদেশ হইতে তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া সম্মুখবর্ত্তী মোগলসেনাকে আঘাত করিলেন। সেই আঘাতে সেই মোগল সৈনিক তথনই ভূপতিত হইল। অন্যান্য মোগলেরা ভীম পরাক্রমে দুর্জ্জয়কে আক্রমণ করিল। দুর্জ্জয় প্রাণপণে যুঝিতে লাগিলেন। তাঁহার অঙ্গস্বেদ প্লাবিত দেহে আহত স্থান হইতে শোণিতধারা প্রবাহিত। মোগল সেনাগণের সহিত বহুক্ষণ একাকী যুঝিয়া দুর্জ্জয় শ্রান্তক্লান্তদেহে মূর্চ্ছিত হইলেন। মোগলসেনাগণ তাঁহাকে বন্দী করিল! হায়! দুর্জ্জয়! এই কি তোমার পরিণাম!

মোগল সেনাপতি আসফখাঁ কঠোর স্বরে বলিলেন—"ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া—সব লুঠ কর। দুষমনের উপর কৃপা করিতে নাই। যেথান হইতে পার, তোমরা পান্নার সন্ধান কর। পান্না আর সেই দুর্গাধিপতি বৃদ্ধ শয়তানকে আমি চাই, সেই সুন্দরী শ্রেষ্ঠা পান্নাকে না পাইলে এ দুর্গ জয় বৃথা হইবে।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সহসা এই সময়ে এক পরমাসুন্দরী রমণী চারিদিকে রূপের জ্যোতি ছড়াইয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া পঞ্চম নিন্দিতস্বরে বলিল—"মোগল সেনাপতি আপনি পান্নাকে চান ?"

আসফখাঁর সমভিব্যাহারী মশালধারীগণের প্রজ্বলিত মশালের দীপ্ত জ্যোতি সেই রমণীর মুখের উপর পড়িয়াছে! কি সুন্দর সেই মুখ! আসফ খাঁ মনে মনে সেই রূপের প্রশংসা করিয়া বলিলেন—"আসফ খাঁ—" মোগল সেনাপতি! আপনি পান্নাকে চান ?"

আসফ খাঁ সবিস্ময়ে সেই অলোকসামান্যা সুন্দরীর আলোকজ্বলিত সুন্দর বদন মণ্ডলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"বিবি! তুমি কে ?"

সেই সুন্দরী অপাঙ্গে বিদ্যুত রেখার বিকাশ করিয়া সহাস্য মুখে বলিল—"যে পান্নার জন্য আপনারা এত কাণ্ড করিলেন—এই নিশীথে এক বিশ্বাসঘাতকের সহায়তায় এক শান্তিময় অন্তঃপুরের পবিত্রতা নষ্ট করিলেন—যে পান্নার জন্য আপনারা লুঠ পর্য্যন্ত করিতে অগ্রসর—আমি সেই অভাগিনী পান্না!"

আসফ খাঁ—আবার সেই প্রজ্বলিত মশালের আলোকে পান্নার সেই সুন্দর মুখমণ্ডলের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন—"বিবি! তোমার কি একটুও ভয় নাই! আমাদের দেখা না দিয়া তুমি ত সহজে পলাইতে পারিতে!"

সেই রমণী সদর্পে গ্রীবা উন্নত করিয়া বলিল—"রাজপুতরমণী ভয় কাহাকে বলে জানে না। তাহার প্রমাণ মোগল অনেক পাইয়াছে—

আপনিও আজ পাইলেন! আর এটাও মনে রাখিবেন সাহেব! ধরা না দিলে, সিংহকে আয়ত্ত করা বড়ই শক্ত কাজ।"

আসফ খাঁ—বলিলেন—"আমরা এখনই তোমায় বন্দী করিতে পারি। তোমার মৃত্যুর স্বাধীনতা লোপ করিতে পারি।"

সেই রমণী দর্পের সহিত বলিল,—"না—না—তাহা পারিবেন না। আপনারা এক পদ অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে আমার অঙ্গুলীস্থিত এই গরলগর্ভ হীরকাঙ্গুরী আমার সকল যন্ত্রণার শেষ করিয়া দিবে! জীবিতের পরিবর্ত্তে মৃতকে আপনারা পাইবেন।"

আসফ খাঁ বলিলেন—"সুন্দরী! তোমায় দিল্লীতে বাদসাহের রঙ্গমহালে পাঠাইতে আমি অঙ্গিকৃত। এ রূপ রঙ্গমহালেই যোগ্য! বাহিরে তোমার জন্য শিবিকা আছে। সেই শিবিকায় চড়িয়া নিরাপদে আমার শিবিরে চলিয়া যাও। আমার সেনাগণ তোমার এ পবিত্র অন্তঃপুরে আর কোন উপদ্রব করিবে না।"

সহসা এই সময়ে—"জয় মা ভবানীর জয়"—এই শব্দে—সেই দুর্গপ্রাঙ্গণ কম্পিত হইয়া উঠিল! আসফ খাঁ তখনই ত্বরিতপদে অলিন্দে আসিয়া দেখিলেন—দলে দলে ভীলসেনা সেই দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রচণ্ডবিক্রমে মোগলসেনাগণকে ধ্বংস করিতেছে।

মুসলমানের সমরনাদ—আল্লা হো আকবর—আর হিন্দুর "জয় মা ভবানী"—এই দুইটা মিশিয়া গিয়া সেই গভীর নিশীথে—সেই দুর্গমধ্যে ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত করিল। সেই ভীলসৈন্যের অধিনায়করূপে ভামশা করাল কৃপাণহস্তে মোগল-সৈন্যের মুণ্ডচ্ছেদ করিতেছে। আর একদিকে বৃদ্ধ দুর্গাধিপতি—যৌবনের শক্তি সাহস ও উদ্যম ফিরিয়া পাইয়া, প্রবল পরাক্রমে মোগলসৈন্যকে আক্রমণ করিয়াছেন। এই সময়ে আর একজন কোথা হইতে আসিয়া মহাপরাক্রমে মোগলসৈন্য নিপাত করিতে লাগিল। এই তিনজন বীরের করাল কৃপাণের প্রচণ্ড আঘাতে অধিকাংশ

মোগলসৈন্য ধরাশায়ী হইল। ভীলসৈন্য বিজয় লাভ করিয়া মদমত্ত হস্তীর ন্যায় হেলিতে দুলিতে উপরের প্রকোষ্ঠে আসিল। আসফ খাঁর পশ্চাতে পৃষ্ঠরক্ষক রূপে যে কুড়িজন মোগল সেনা ছিল, তাহারা তখনই নিহত হইল। আসফ খাঁ বন্দী হইলেন।

বৃদ্ধ দুর্গাধিপতি, সমর-শ্রমক্লান্ত রুধির চর্চ্চিত দেহ ভামশাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"বৎস! আমায় মার্জ্জনা কর। আমিই তোমার নির্ব্বাসনের কারণ। আমি তোমার নিকটে ঘোর অপরাধী। সে অপরাধের মহাপ্রায়শ্চিত্ত আজ আমি করিব। এ দুর্গ তোমার, এ ক্ষুদ্র রাজ্য তোমার। আর যে পান্নার অমূল্য সতীত্ব—তোমার বাহুবলে রক্ষিত হইল—সে পান্নাও তোমার।"

সহসা সেই সময়ে কে এক গম্ভীর কণ্ঠে পশ্চাৎ হইতে বলিল—"দুর্গাধিপতি! আপনি ঠিক বিচারই করিয়াছেন। কিন্তু আমি আপনার গোলাম—নিমক ভোজী হইয়াও যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি—তাহারও প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন। আপনি না পারেন—ভামশাকে আদেশ করুন যেন সে এখনি তাহার ক্ষুরধার তরবারির সহায়তায় আমার এ ঘৃণিত মস্তক দেহচ্যুত করিয়া দেয়।"

ভামশা ও দুর্গাধিপতি উভয়েই ফিরিয়া দেখিলেন—বক্তা আর কেহই নহে। স্বয়ং দুর্জ্জয় সিংহ।

ভামশা সেই রুধিরাপ্লুত দেহ দুর্জ্জয় সিংহকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"দুর্জ্জয়! তোমায় আমি মার্জ্জনা করিলাম—আমাদের মধ্যে আর কোন বিবাদ নাই। চিত্ত জয়ে কি সুখ—নিঃস্বার্থ কর্ত্তব্য পালনে কি আনন্দ—কি পুণ্য তাহা আজ বুঝিয়াছি। দুর্গাধিপতি রমণী-রত্ন পান্নাকে আমায় সমর্পণ করিয়াছেন—এ দুর্গ, রাজ্য আধিপত্য সবই আমায় দিয়াছেন। আমি তাহা তোমায় দিলাম। পান্নাই আমার

কোন প্রয়োজন নাই। যে প্রবৃত্তি একদিন আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, আজ আমি সেই প্রবৃত্তিকে জয় করিয়াছি।

দুর্জ্জয়সিংহ যদি ভামশার হস্তে নিহত হইত, তাহা হইলে বোধ হয় তাহার পক্ষে শ্রেয় ছিল। ভামশার হৃদয়ের মহত্ব, মার্জ্জনা আত্মত্যাগ প্রভৃতি সে বজ্রাগ্নিরূপে তাহার প্রাণের চারিদিক দগ্ধ করিতে লাগিল। যে ভামশার হৃদয় এত মহত্বে পূর্ণ, দুর্জ্জয় সিংহ তাহার সহিত কি না দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছে। দুর্জ্জয়সিংহ সেই দিন মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিল—জগতে চিরদিনই ক্ষমা মহত্ত্ব ও উদারতার জয়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

"কেন এ সর্ব্বনাশ করিলে সখী ?"

"কেন—তা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছিস মলিনা ?"

"আমাদের ত যুদ্ধে জয় হইয়াছে। আবার আমাদের সুখের দিন ফিরিয়া আসিয়াছে।"

"অন্য সকলের সুখ হইতে পারে, আমার সুখ আর হইবে না। এ জীবনে আজন্ম জ্বলিয়াছি। এত সুখে থাকিয়া ত আমার সুখ হইল না। এখন বুঝিতেছি মৃত্যুতেই সুখ! মৃত্যুতেই শান্তি।"

"বিষ কোথায় পাইলে ?" —

"আমার পিতা স্বহস্তে আমায় বিষ দিয়া গিয়াছেন।"

"হকিম—হকিম! এ রাত্রে, এ ভীষণ যুদ্ধ কোলাহলময়ী ভীষণ যামিনীতে কোথায় যাইব পান্না! কাহাকে ডাকিব পান্না।"

"তোমায় আর যাইতেও হইবে না। আমার সব শেষ হইয়া আসিতেছে। এ জ্বালাময় প্রাণে যেন কত শান্তি ভোগ করিতেছি! আকাশে কত তারকা জ্বলিতেছে! সে তারা কত উজ্জ্বল। ঐ দেখ কালমেঘের রাশি সই! অই তারার কোলে, মেঘের বুকে আমি এখনি চলিয়া যাইব। দে—দে সই! আমার এ হতভাগ্য জীবনের শেষ আশা পূর্ণ কর। যেখান হইতে পারিস—বেলা, মল্লিকা, মালতির রাশি আনিয়া ফুল-শয্যা

করিয়া দে। আমার এ "সুখের বাসর" যেন একটীও আকাঙ্ক্ষার নিশ্বাসে কলুষিত না হয়। ঐ—দেখ! রত্নালঙ্কার শোভিতা, পট্টবস্ত্র বিভূষিতা সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দূর বিন্দু শোভিতা—সুস্মিত বদনা, স্নেহময়ী জননী—আমায় ডাকিতেছেন—আয় পান্না আয়—আমার কাছে আয়! আমি তোকে বুকে করিয়া রাখিব।"

আর বলা হইল না। এই পান্নার শেষ কথা! সে জন্মের মত তাহার মলিননেত্র দুটী নিমীলিত করিল। মলিনা দারুণ শোকে চীৎকার করিয়া উঠিল।

মলিনা—যে সময়ে পান্নাকে গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া পান্নার পোষাক পরিয়া আসফ খাঁকে প্রতারিত করিতে গিয়াছিল—সেই সময়েই পান্না নারী সম্ভ্রম রক্ষার জন্য—পিতৃ প্রদত্ত বিষ পান করিয়াছে। মলিনা ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত ঘটনা বুঝিতে পারিল। তার পর উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা আমরা উপরে বলিয়াছি।

দুর্জ্জয়, ভামশা ও দুর্গাধিপতি পান্নার সন্ধানেই আসিতেছিলেন। পান্নার কক্ষ মধ্য হইতে রমণী কণ্ঠ নিঃসৃত চীৎকার শুনিয়া তাহারা দ্রুতপদে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

দুর্গাধিপতি—স্নেহময় কণ্ঠে ডাকিলেন—"পান্না! পান্না! মা—আমার!

কে উত্তর দিবে! পান্না ত নাই। শূন্য পিঞ্জর পড়িয়া আছে—পক্ষী বহুক্ষণ পূর্ব্বে উড়িয়া গিয়াছে।

পান্না নিশ্চল স্পন্দহীন দেহে মর্ম্মর শয্যায় শায়িত। যে রূপ-প্রভায় জগত আলো করিয়াছিল—মৃত্যুর কঠোর হস্ত স্পর্শেও তাহা যেন একটুও মলিন হয় নাই। মৃত্যুর কলঙ্ক-রেখা স্পর্শেও তাহার নেত্র-বিবরের মাধুরী অপহৃত হয় নাই।

আহা! মরণেও এতরূপ! সেই চোখ সেই মুখ—সেই কৃষ্ণ কেশ-রাশি, সেই মৃত্যুছায়াময় মুখে মধুর হাসি, কিন্তু সে দেহে স্পন্দন নাই, প্রাণ নাই, সে নেত্রে দৃষ্টি নাই, সে ওষ্ঠাধরে ভাষা নাই—সে মনে চিন্তা নাই।

সুর গিয়াছে প্রতিধ্বনি আছে, আলো গিয়াছে নেত্রের জ্বালা আছে, ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছে, মলয়ের বুকে তাহার গন্ধ আছে।

দুর্জ্জয় সিংহ ধীরে ধীরে সেই মৃত দেহের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। বহুক্ষণ ধরিয়া অনিমেষ নয়নে সে অতুল্য মাধুরীভরা রূপরাশি দেখিল। তৎপরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"পান্না! পান্না! একবার আমার সঙ্গে কথা কও। মিষ্টকথা শুনিতে চাহি না, আদর সোহাগ চাহি না—এখন তোমার বিষাদপূর্ণ দৃষ্টিতেও আমি মহাসুখী হইব। আমি নরাধম—রাজপুত-কুলকলঙ্ক! তোমায় যে এতদিন চিনিতে পারি নাই পান্না! তাই তোমার সর্ব্বনাশ করিয়াছি, যাঁহার অন্ন খাইয়া এ দেহ পুষ্ট, তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছি, নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছি।"

দুর্জ্জয়সিংহ উন্মাদবৎ তখনই কটিদেশ হইতে শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া নিজের হৃদয় বিদ্ধ করিল। তাহার জ্বালাময় হৃদয়োৎসারিত শোণিতধারায় ভূমিতল লুণ্ঠিতা, পান্নার শ্বেতবস্ত্র রক্তবর্ণ ধারণ করিল। ঝটিকা উৎপাটিত মহাদ্রুমের ন্যায়, মহাশব্দে দুর্জ্জয়ের দেহ পান্নার পার্শ্বে পতিত হইল।

সহ্য করিতে পারিল না। আত্মহত্যায় সব জ্বালা জুড়াইল।

"কোথায় যাইবে পা—ন্না। আ—মা—য় স—ঙ্গে নাও।"

দুর্জ্জয়ের সুখের শেষ কথা—"পান্না—আজ আমাদের

সুখের বাসর"

